যদি বেণী না খুলিয়া সমস্ত চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছান সম্ভব না হয়, তবে বেণী খুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং সমস্ত চুলও ভিজাইতে হইবে। (পুরুষের বেণী থাকিলে তাহার বেণী খুলিয়া সমস্ত চুল ভিজাইতে হইবে।)[১] —মুন্‌ইয়া

১২। মাসআলাঃ নথ, আংটি বালি, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি ভালমতে নাড়িয়া ছিদ্রের ভিতরে পানি প্রবেশ করাইয়া দিবে, আর যদি বালি ইত্যাদি না-ও থাকে, তবুও সতর্কতার সহিত ছিদ্রগুলির মধ্যে পানি পৌঁছাইয়া দিবে। কেননা, অসর্কতাহেতু কোনও স্থান শুক্‌না থাকিলে গোছল হইবে না। যদি আংটি ইত্যাদি খুব ঢিলা হয় যাহাতে অনায়াসে পানি পৌঁছিতে পারে, তবে নাড়িয়া চাড়িয়া পানি দেওয়া ওয়াজেব নহে; বরং মোস্তাহাব। —মুন্‌ইয়া

১৩। মাসআলাঃ নখের মধ্যে (বা অন্য কোথাও) কিছু আটা, চুন ইত্যাদি লাগিয়া শুকাইয়া থাকার কারণে উহাতে পানি না পৌঁছিলে গোছল হইবে না। স্মরণ হইলে এবং দেখা মাত্র উহা বাহির করিয়া কিছু পানি দ্বারা ঐ জায়গাটুকু ভিজাইয়া দিবে। আর এই ভিজাইবার পূর্বে যদি কোন নামায পড়িয়া থাকে, তবে তাহা দোহ্‌রাইতে হইবে। —শামী

১৪। মাসআলাঃ হাত বা পা ফাটিয়া যাওয়ায় যেখানে (আমের আঠা,) মোম, তৈল, বা অন্য কোন ঔষধ ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে সেখানে ঔষধের উপর দিয়া পানি বহাইয়া দিলেই গোছল দুরুস্ত হইবে। —মুন্‌ইয়া

১৫। মাসআলাঃ কান এবং নাভিতেও খুব খেয়াল করিয়া পানি পৌঁছাইবে, কারণ উহাতে পানি না পৌঁছিলে গোছল হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

১৬। মাসআলাঃ গোছল করিবার সময় কেহ কুল্লি করে নাই, কিন্তু মুখ ভরিয়া পানি খাইয়াছে এবং সমস্ত মুখে পানি লাগিয়াছে, তবে তাহার গোছল হইয়া যাইবে। কেননা, সমস্ত মুখের মধ্যে পানি পৌঁছান মকছুদ, চাই কুল্লি করুক বা না করুক। কিন্তু যদি এমনভাবে পানি পান করে যে, সমস্ত মুখে পানি লাগে নাই, তবে অবশ্য কুল্লি করিতে হইবে, এরূপ পানি পানে কুল্লির কাজ হইবে না। —মুন্‌ইয়া

১৭। মাসআলাঃ চুলে বা হাতে-পায়ে এমনভাবে তৈল লাগান আছে যে, শরীরে পানি ভালরূপে দাঁড়াইতে পারে না, তবে তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। শরীরের সব জায়গায় ও মাথায় পানি ঢালিয়া দিলে গোছল হইয়া যাইবে।

১৮। মাসআলাঃ সুপারি বা অন্য কিছু দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়া থাকিলে খেলাল দিয়া তাহা বাহির করিয়া ফেলিবে, কেননা, উহার কারণে যদি দাঁতের গোড়ায় পানি না পৌঁছে, তবে গোছল হইবে না। —মুন্‌ইয়া

১৯। মাসআলাঃ মাথায় যদি আফ্‌শান লাগাইয়া থাকে, বা চুলে এমন আঠা লাগিয়াছে যে চুল ভালরূপে ভিজে না, তবে তাহা ছাড়াইয়া ফেলিয়া, চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছাইবে; শুধু উপরে পানি বহাইলে গোছল হইবে না। —মুন্‌ইয়া

২০। মাসআলাঃ দাঁতে যদি মিসি জমাইয়া থাকে তাহা ছাড়াইয়া ফেলিয়া কুল্লি করিবে, নতুবা গোছল হইবে না। —মুন্‌ইয়া

টিকা

১ এখানে বেণী বলিতে আটা, গাম ইত্যাদি দ্বারা 'চুল বাঁধানোই' বুঝানো হইয়াছে। এইরূপ বাঁধানো চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাইলে আর অগ্রভাগ ভিজাইতে হয় না।

২১। মাসআলা ঃ চোখের পিচুটি যদি এমনভাবে জমিয়া গিয়া থাকে যে, তাহা উঠাইয়া না ফেলিলে নীচে পানি পৌঁছিবে না, তবে উহা উঠাইয়া ফেলিয়া নীচ পর্যন্ত পানি পৌঁছাইতে হইবে। নচেৎ ওযূ-গোছল কিছুই শুদ্ধ হইবে না। —মুন্‌ইয়া

গোছল ফরয হইবার কারণসমূহ পরে লিখা হইয়াছে।

ওযূ ও গোছলের পানি

১। মাসআলা ঃ বৃষ্টির পানি, নদীর পানি, খাল-বিলের পানি, ঝর্ণার পানি, সমুদ্রের পানি, পাতকূয়া বা পাকা কূয়ার পানি, পুকুরের পানি এই সমস্ত পানির দ্বারাই ওযূ গোছল দুরুস্ত আছে, তাহা মিঠা পানি হউক বা লোনা পানি হউক। —দুররুল মুখতার

২। মাসআলা ঃ কোন ফল, গাছ বা পাতা নিংড়াইয়া রস বাহির করিলে তাহা দ্বারা ওযূ করা দুরুস্ত নহে। এইরূপে তরমুজের পানি বা আখের (বা খেজুরের) রস ইত্যাদি দ্বারাও ওযূ গোছল দুরুস্ত নহে। —শরহে তান্‌বীর

৩। মাসআলা ঃ যে পানির সঙ্গে কোন জিনিস মিশ্রিত হওয়ায় বা কোন জিনিস পাক করায় এমন হইয়াছে, এখন আর লোকে তাহাকে পানি বলে না উহার অন্য নাম হইয়া গিয়াছে, এইরূপ পানি দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত নহে। যেমন, শরবত, শিরা, শোরবা (শুরাজোশ), সির্‌কা, গোলাপ-জল, আরকে গাওজবান ইত্যাদি দ্বারা ওযূ দুরুস্ত নহে। —শরহে তান্‌বীর

৪। মাসআলা ঃ যে পানির মধ্যে কোন পাক জিনিস পড়ায় তাহার রং, মজা বা গন্ধ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঐ জিনিস ঐ পানিতে পাকান হয় নাই, আর পানির তরলতা দূর হইয়া গাঢ়ও হইয়া যায় নাই, যেমন—বর্ষাকালে নদীর পানির সঙ্গে বালু মিশ্রিত থাকে, বা পানির মধ্যে জাফ্‌রান পড়িয়া সামান্য কিছু রং হইয়া গিয়াছে, বা সাবান বা এইরূপ অন্য কোন জিনিস পড়িয়াছে, তবে এসব পানি দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে। —দুর্‌রে মোখ্‌তার

৫। মাসআলা ঃ যদি কোন জিনিস পানিতে দিয়া সিদ্ধ করায় পানির রং বা মজা বা গন্ধ পরিবর্তন হইয়া থাকে, তবে সে পানির দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে না। যদি এরকম কোন জিনিস সিদ্ধ করিয়া থাকে যে, তাহার দ্বারা ময়লা পরিষ্কার হয় আর সে জিনিস সিদ্ধ করার কারণে পানি গাঢ়ও হয় নাই, তবে সে পানির দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত আছে। যেমন, মুর্দাকে গোছল দিবার জন্য পানিতে কুল পাতা সিদ্ধ করা হইয়া থাকে, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি পাতা এত বেশী দেয় যে, পানি গাঢ় হইয়া যায়, তবে ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে না। —মুন্‌ইয়া

৬। মাসআলা ঃ কাপড় রঙ্গাইবার জন্য জাফ্‌রান বা অন্য কোন রং গোলা হইলে তাহার দ্বারা ওযূ জায়েয হইবে না। —মুন্‌ইয়া

৭। মাসআলা ঃ পানিতে দুধ পড়িলে যদি দুধের রং পরিষ্কার দেখা যায়, তবে তাহার দ্বারা ওযূ দুরুস্ত হইবে না; আর যদি এত অল্প পড়িয়া থাকে যে, দুধের রং দেখা যায় না, তবে দুরুস্ত হইবে। —মুন্‌ইয়া

৮। মাসআলা ঃ মাঠের মধ্যে সামান্য কিছু পানি পাওয়া গেল, তবে যে পর্যন্ত একীন না হয় যে, এই পানি নাপাক, সেই পর্যন্ত ঐ পানির দ্বারাই ওযূ করিতে হইবে। "হয়ত নাপাক হইতে পারে" শুধু এই সন্দেহের উপর যদি তাইয়াম্মুম করিয়া নামায পড়ে তবে নামায হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

৯। মাসআলা ঃ কূপ ইত্যাদিতে গাছের পাতা পড়িয়া পানিতে বদ-বু হইয়া গিয়াছে বা রং ও মজা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, তবুও যে পর্যন্ত পানির তরলতা বাকী থাকিবে উহা দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে। —শরহে তান্‌বীর

১০। মাসআলা ঃ যে পানির মধ্যে নাজাছাত পড়িয়াছে সেই নাজাছাত বেশী হউক বা কম হউক ঐ পানির দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে না। কিন্তু যদি স্রোতের পানি হয়, তবে যে পর্যন্ত নাজাছাতের কারণে পানির রং, মজা বা গন্ধ পরিবর্তন না হইবে সে পর্যন্ত ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে। আর যদি নাজাছাতের কারণে রং মজা বা গন্ধ পরিবর্তন হইয়া যায়, তবে স্রোতের পানিও নাপাক হইয়া যাইবে; সে পানির দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে না। ঘাস, লতা পাতা যে পানিতে ভাসাইয়া লইয়া যায় সে পানিকে স্রোতের পানি বলে, স্রোতের বেগ যতই কম হউক না কেন। —শরহে বেদায়া

১১। মাসআলা ঃ বড় হাউয বা অন্ততঃ পক্ষে ১০ হাত চওড়া ১০ হাত লম্বা এবং গভীর এত যে, চুল্লু (কোষ) ভরিয়া পানি উঠাইতে মাটি দেখা যায় না। (পুষ্করিণীর পানি স্রোতের পানির ন্যায়।) এইরকম হাউযকে 'দাহ্‌দরদাহ্' বলে। এমন হাউযে যদি এ-রকম নাজাছাত পড়ে, যাহা পড়ার পরে আর দেখা যায় না, যেমন প্রস্রাব, রক্ত, শরাব ইত্যাদি, তবে উহার সব দিকেই ওযূ করিতে পারিবে। আর যদি এ রকম নাজাছাত পড়ে যাহা দেখা যায়, যেমন মৃত কুকুর, তবে যে দিকে ঐ নাজাছাত আছে সে দিক ছাড়া আর সব দিকে ওযূ করিতে পারিবে। হাঁ, যদি এই রকম হাউযেও এত বেশী পরিমাণে নাজাছাত পড়ে যে, পানির রং, মজা বা গন্ধ পরিবর্তন হইয়া যায়, তবে দাহ্‌দরদাহ্ হাউযও নাপাক হইয়া যাইবে। —মুন্‌ইয়া

১২। মাসআলা ঃ যদি হাউয ২০ হাত লম্বা এবং ৫ হাত চওড়া বা ২৫ হাত লম্বা এবং ৪ হাত চওড়া হয়, তবে এ রকম হাউযও দাহ্‌দরদাহ্ হাউযেরই মত। —শরহে তান্‌বীর (অর্থাৎ ১০০ বর্গ হাত)

১৩। মাসআলা ঃ ছাদের উপর নাজাছাত ছিল, বৃষ্টি হইয়া পরনালা (চুঙ্গী) দিয়া পানি আসিতেছে, যদি অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশী ছাদ নাপাক থাকে, তবে ঐ পানি নাপাক হইবে; আর যদি অর্ধেকের কম ছাদ নাপাক থাকে, তবে পানি পাক থাকিবে। কিন্তু যদি নাজাছাত পরনালার কাছেই হয় আর এত বেশী নাজাছাত যে, সব পানিই নাজাছাত মিলিয়া আছে, তবে সে পানি নাপাক হইবে। (ইহাতে বুঝা যায় যে, ছনের বা টিনের চাল হইতে যে পানি আসে তাহা সাধারণতঃ পাক হয়।) —মুন্‌ইয়া

১৪। মাসআলা ঃ ধীরে প্রবাহিত স্রোতের পানিতে তাড়াতাড়ি ওযূ করিবে না তাহাতে ধোয়া পানি আবার আসিতে পারে। —মুন্‌ইয়া।

১৫। মালআলা ঃ দাহ্‌দরদাহ্ হাউযে (বা পুষ্করিণীতে) যে জায়গায় ধোয়া পানি পড়িয়াছে তথা হইতেই পুনরায় পানি লইলে ওযূ দুরুস্ত হইবে। —মুন্‌ইয়া

১৬। মাসআলা ঃ কোন কাফের বা কোন শিশু পানিতে হাত দিলে পানি নাপাক হয় না। কিন্তু যদি জানা যায় যে, হাতে নাজাছাত ছিল, তবে অবশ্য পানি নাপাক হইয়া যাইবে। কিন্তু ছোট শিশুর কোন কাজে বিশ্বাস নাই। অতএব, অন্য পানি পাইলে তাহার হাত দেওয়া পানি দিয়া ওযূ না করা ভাল। —মুন্‌ইয়া

১৭। মাসআলা ঃ মশা, মাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, বিচ্ছু ইত্যাদি যে-সব প্রাণীর মধ্যে প্রবহমান রক্ত নাই সে-সব প্রাণী পানিতে মরিয়া থাকিলে বা বাহির হইতে মরিয়া পানিতে পড়িলে তাহাতে পানি নাপাক হয় না। —হেদায়া

১৮। মাসআলা ঃ যে-সব প্রাণী পানিতেই পয়দা হয় এবং পানিতেই থাকে সে-সব প্রাণী পানিতে মরিলে তাহাতে পানি নাপাক হয় না; যেমন—মাছ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, কাঁকড়া ইত্যাদি। এইরূপ পানি ছাড়া অন্য কোন তরল পদার্থের মধ্যে উহারা মরিলে তাহাও নাপাক হয় না; যেমন, সিরকা, শিরা, দুধ ইত্যাদি। ব্যাঙ শুক্‌নার হউক বা পানির হউক উভয়েরই একই হুকুম, অর্থাৎ—যেমন পানির ব্যাঙ মরিলে পানি নাপাক হয় না, সেইরূপ শুক্‌নার ব্যাঙ মরিলেও পানি নাপাক হয় না। কিন্তু যদি শুকনার কোন প্রকার ব্যাঙের মধ্যে প্রবহমান রক্ত আছে বলিয়া জানা যায়, তবে তাহা মরিলে পানি নাপাক হইয়া যাইবে। শুক্‌নার ব্যাঙ এবং পানির ব্যাঙ চিনিবার উপায় এই যে, পানির ব্যাঙের পায়ের অঙ্গুলিগুলি জোড়া (হাঁসের পায়ের মত) আর শুক্‌নার ব্যাঙের অঙ্গুলিগুলি পৃথক পৃথক হয়। —শরহে তান্‌বীর

১৯। মাসআলা ঃ যে সব জন্তু পানিতে পয়দা হয় না, কিন্তু পানিতে বাস করে, সে সব জন্তু পানিতে মরিলে বা বাহিরে মরিয়া পানিতে পড়িলে পানি নাপাক হইয়া যায়; যেমন, হাঁস, পানিকড়ি ইত্যাদি। —শরহে তান্‌বীর

২০। মাসআলা ঃ ব্যাঙ কচ্ছপ পানিতে মরিয়া যদি পঁচিয়া গলিয়াও যায়, তবুও পানি পাক থাকিবে। তবে এরকম পানি পান করা, বা উহা দ্বারা ভাত তরকারী পাকান দুরুস্ত নহে, কিন্তু ওযূ-গোছল করা দুরুস্ত আছে। —শরহে তান্‌বীর

২১। মাসআলা ঃ রৌদ্রে থাকিয়া যে পানি গরম হইয়া যায়, তাহার ব্যবহারে শরীরে সাদা সাদা দাগ (শ্বেতকুষ্ঠ) হইয়া যাওয়ার আশংকা আছে। অতএব, উহা দ্বারা ওযূ-গোছল করা উচিত নহে। —শামী

২২। মাসআলা ঃ মৃত গরু, ছাগল ইত্যাদি জানোয়ারের চামড়া লবণ দিয়া রৌদ্রে শুকাইলে বা কোন দাওয়া-দারুর দ্বারা এমনভাবে পানি শুকাইয়া ফেলিলে যাহাতে ঘরে থাকিলে খারাপ না হয়, (দেবাগত বা ট্যানারীর পর) উহা পাক হইয়া যায়, উহার উপর নামায পড়া যাইতে পারে। মশক ইত্যাদি বানাইয়া তাহাতে পানি রাখা যাইতে পারে। শূকরের চামড়া কিছুতেই পাক হয় না। এতদ্ব্যতীত অন্য সব জন্তুর চামড়াই পাক হয়, কিন্তু মানুষের চামড়া দ্বারা কোন কাজ করা ভারী গুনাহ্‌। —হেদায়া

২৩। মাসআলা ঃ কুকুর, বিড়াল, বানর, বাঘ ইত্যাদি যে সকল জন্তুর চামড়া দেবাগত করিলে পাক হয় সেই সব জন্তু যদি বিসমিল্লাহ্‌ পড়িয়া যবাহ করা হয়, তবে তাহার চামড়া দেবাগত ছাড়াও পাক হইবে; কিন্তু গোশ্‌ত পাক হইবে না। উহা খাওয়াও দুরুস্ত হইবে না। —হেদায়া

২৪। মাসআলা ঃ শূকর ব্যতীত অন্যান্য মৃত জন্তুর পশম, শিং, হাড় এবং দাঁত পাক। ইহারা পানিতে পড়িলে পানি নষ্ট হয় না; কিন্তু যদি হাড় বা দাঁতে কিছু চর্বি বা গোশ্‌ত লাগা থাকে তাহা নাপাক, তাহা পানিতে পড়িলে পানি নাপাক হইবে। —হেদায়া

২৫। মাসআলা ঃ মানুষের হাড় এবং চুল পাক; কিন্তু এসব দ্বারা কোন কাজ করা জায়েয নহে। উহা তা'যীমের সহিত দাফন করিয়া দেওয়া উচিত।

কূপের মাসআলা

১। **মাসআলাঃ** (১০০ বর্গ হাতের চেয়ে ছোট) কূপে কোন নাপাক জিনিস পড়িলে কূপ নাপাক হইয়া যায়, বেশী পড়ুক আর কমই পড়ুক উহার পানি সম্পূর্ণ বাহির করিয়া ফেলিলে উহা পাক হইয়া যায়। যখন সমস্ত পানি বাহির হইয়া যাইবে, তখন কূপের ভিতরের চারি দেওয়াল ইত্যাদি আর ধোয়ার দরকার করে না, শুধু পানি বাহির করিয়া ফেলিলে সব পাক হইয়া যাইবে। যে বাল্তি, ডুল্চি বা দড়ির দ্বারা পানি বাহির করা হয় তাহাও ধোয়ার দরকার নাই। পানি বাহির হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সব পাক হইয়া যায়। সমস্ত পানি বাহির করার অর্থ এই যে, এত পরিমাণ পানি উঠাইবে যে, কূপের পানি কম হইয়া যায় এবং এখন আর বাল্তি অর্ধেকও ভরে না তখনই বুঝিবে সব পানি উঠান হইয়াছে। —হেদায়া

২। **মাসআলাঃ** কবুতর বা চড়ুইর মল কূপে পড়িলে পানি নাপাক হইবে না। মুরগীর বা হাঁসের মল পড়িলে নাপাক হইবে। তখন সমস্ত পানি বাহির করা ওয়াজিব হইবে। —মুন্ইয়া

৩। **মাসআলাঃ** কূপে কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল প্রস্রাব করিলে বা অন্য কোন নাজাছাত পড়িলে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। —মুন্ইয়া

৪। **মাসআলাঃ** কূপে মানুষ, কুকুর, বকরী বা এই শ্রেণীর অন্য কোন জন্তু পড়িয়া মরিয়া গেলে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে; আর যদি বাহিরে মরিয়া ভিতরে পড়ে তাহাতেও এই একই হুকুম। —হেদায়া

৫। **মাসআলাঃ** কোন জন্তু ছোট হউক বা বড় হউক কূপে পড়িয়া মরিয়া ফুলিয়া পচিয়া গেলে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। অতএব, যদি ইঁদুর বা চড়ুই পাখীও পড়িয়া মরিয়া ফাটিয়া বা ফুলিয়া যায়, তবে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। —হেদায়া

৬। **মাসআলাঃ** ইঁদুর, চড়ুই পাখী বা এই শ্রেণীর অন্য কোন প্রাণী যদি কূপে পড়িয়া শুধু মরিয়া যায়, কিন্তু ফাটেও নাই, ফুলেও নাই, তবে প্রথমে মৃত প্রাণীটি বাহির করিয়া ফেলিবে, তৎপর ২০ বাল্তি পানি বাহির করা ওয়াজিব। এবং ৩০ বালতি বাহির করা বেশী ভাল। মৃত প্রাণীকে বাহির না করিয়া পানি বাহির করার কোনই সার্থকতা নাই। যদি মৃত প্রাণীকে বাহির করার পূর্বে পানি বাহির করিতে শুরু করিয়া থাকে, তবে তাহার হিসাব ঐ মৃত প্রাণী বাহির করার পর হইতে ধরিতে হইবে; উহা বাহির করার পূর্বে যত বাল্তি বাহির করা হইয়াছে তাহা হিসাবে ধরা হইবে না। —হেদায়া

৭। **মাসআলাঃ** বড় গিরগিট (কাক্লাস) যাহার মধ্যে প্রবহমান রক্ত থাকে, তাহা কূপে পড়িয়া মরিয়া গেলে যদি ফুলিয়া ফাটিয়া না থাকে, তবে ২০ বাল্তি পানি বাহির করিতে হইবে, কিন্তু ৩০ বাল্তি বাহির করা বেশী ভাল। আর যে সব গিরগিটের (টিকটিকির) মধ্যে প্রবহমান রক্ত নাই তাহা মরিলে পানি নাপাক হয় না। —হেদায়া

৮। **মাসআলাঃ** কবুতর, মুরগী, বিড়াল বা এই ধরনের অন্য কোন জন্তু কূপে পড়িয়া মরিয়া যদি ফুলিয়া না থাকে, তবে ৪০ বাল্তি পানি বাহির করা ওয়াজিব, ৬০ বাল্তি বাহির করা বেশী ভাল। —হেদায়া

৯। মাসআলাঃ যে কূপে যে বাল্‌তি বা ডুল্‌চি ব্যবহার করা হয় সেই কূপের জন্য সেই বালতিরই হিসাব ধরা হইবে! আর যদি অনেক বড় বাল্‌তির দ্বারা পানি বাহির করা হয়, তবে নিত্যকার ব্যবহৃত বাল্‌তির পরিমাণে হিসাব করিয়া লইবে। যেমন, হয়ত ৩০ বাল্‌তি পানি বাহির করিতে হইবে; আর যে বাল্‌তি দ্বারা বাহির করিতেছে তাহাতে এই কূপের বাল্‌তির ২ বাল্‌তি পানি ধরে, তবে ঐ বড় বাল্‌তির ১৫ বাল্‌তি বাহির করিলেই চলিবে। আর যদি ৪ বাল্‌তি পানি ধরে, তবে ৪ বাল্‌তি ধরিতে হইবে। মোটকথা, যত বাল্‌তি পানি ধরিবে তত বাল্‌তি হিসাব করিতে হইবে এবং সেই পরিমাণ পানি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। (কূপ বলিতে কাঁচা এবং পাকা উভয়ই বুঝায়।) —হেদায়া

১০। মাসআলাঃ যদি কূপ এমন হয় যে, সব সময়ই নিম্ন হইতে বেগে পানি উঠিতে থাকে, কিছুতেই পানি শেষ করা যায় না, তবে অনুমান করিয়া যে পরিমাণ পানি প্রথমে ছিল সে পরিমাণ বাহির করিতে হইবে।

● পানি অনুমান করিবার কয়েকটি ছুরত আছে; একটি এই যে, যেমন, পাঁচ হাত পানি আছে, তবে একদমে ১০০ বাল্‌তি পানি বাহির করিয়া দেখিবে যে, কত কম হইয়াছে। যদি এক হাত কম হইয়া থাকে, তবে এই হিসাবে পাঁচ হাত পানি বাহির করিতে ৫০০ বাল্‌তি পানি বাহির করিতে হইবে। দ্বিতীয় ছুরত এই যে, যাহারা পানির সঠিক অনুমান করিতে পারে সেই রকম দুইজন পরহেযগার মুসলমানের দ্বারা অনুমান করাইবে। তাহারা যত বাল্‌তি বলে তত বাল্‌তি বাহির করিয়া ফেলিবে। এই উভয় ছুরতের কোনটিই পারা না গেলে ৩০০ বাল্‌তি বাহির করাইয়া দিবে। —হেদায়া

১১। মাসআলাঃ কূপে মৃত ইঁদুর বা অন্য কিছু মৃত দেখা গেল, উহা পতিত হওয়ার সময় জানা নাই; কিন্তু ফুলেও নাই, ফাটেও নাই। এমতাবস্থায় যাহারা ঐ কূপের পানির দ্বারা ওযূ করিয়া নামায পড়িয়াছে তাহাদের দেখার সময় হইতে এক দিন এক রাতের নামায দোহ্‌রাইতে হইবে। আর এক দিন এক রাতের মধ্যে যে সব কাপড় চোপড় ধোয়া হইয়াছে সে সব পুনরায় ধুইতে হইবে। —হেদায়া

আর যদি মরিয়া বা ফুলিয়া ফাটিয়া থাকে, তবে তিন দিন তিন রাতের নামায দোহ্‌রাইতে হইবে। কিন্তু যাহারা ঐ পানির দ্বারা ওযূ করে নাই তাহাদের অবশ্য দোহ্‌রাইতে হইবে না। এই ব্যবস্থাই বেশী উত্তম! (ইহা ইমাম আযম ছাহেবের মত।) কিন্তু কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, নাপাকী দেখার সময় হইতেই কূপ নাপাক ধরিতে হইবে, তাহার পূর্বের নামায ও ওযূ সব দুরুস্ত হইয়া গিয়াছে। যদি কেহ এই শেষোক্ত মাসআলা অনুযায়ী আমল করে, তবে তাহাও দুরুস্ত হইবে। —হেদায়া, মুনইয়া, দুররুল মুখতার

১২। মাসআলাঃ কাহারও গোছলের হাজত হইয়াছে। সে বাল্‌তি উঠাইবার জন্য কূপের ভিতর নামিয়াছে, কিন্তু তাহার শরীরে বা কাপড়ে কোন নাপাকী লাগে নাই; তবে তাহাতে কূপ নাপাক হইবে না। এমন কি যদি কোন কাফের কূপে নামে আর তাহার শরীরে বা কাপড়ে কোন নাপাকী না থাকে, তবে কূপ নাপাক হইবে না। আর যদি শরীরে বা কাপড়ে কোন নাপাকী লাগিয়া থাকে, তবে কূপ নাপাক হইয়া যাইবে, সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। আর নাপাকী সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে, শুধু সন্দেহের কারণে কূপ নাপাক হইবে না, এই সন্দেহ অবস্থায় ২০/৩০ বাল্‌তি পানি বাহির করিয়া ফেলা ভাল। —রদ্দুল মোহ্‌তার

১৩। মাসআলাঃ বকরী বা ইঁদুর কূপের মধ্যে পড়িয়া জীবিতই বাহির হইয়া আসিয়াছে, তবে পানি পাক আছে, পানি বাহির করিতে হইবে না। —দুর্‌রে মুখতার

১৪। মাসআলাঃ বিড়াল ইঁদুর ধরিয়া যখম করায় রক্ত বাহির হইতেছে এবং বিড়ালের দাঁত হইতে ছুটিয়া গিয়া রক্তসহ কূপে পড়িয়া গিয়াছে, এমতাবস্থায় সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। —শামী

১৫। মাসআলাঃ ইঁদুর নাপাক ড্রেন হইতে বাহির হইয়া শরীরের নাপাকীসহ কূপে পড়িয়া গিয়াছে, তবে মরুক বা না মরুক ঐ পানি বাহির করিতে হইবে। —শামী

১৬। মাসআলাঃ ইঁদুরের লেজ কাটিয়া কূপে পড়িলে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। রক্তবিশিষ্ট গিরগিটের লেজ পড়িলেও এই হুকুম। —রদ্দুল মোহ্‌তার

১৭। মাসআলাঃ যে জিনিস পড়ায় কূপ নাপাক হইয়াছে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা বাহির করা যায় না, তবে উহা যদি এরকম জিনিস হয় যে, নিজে তো পাক কিন্তু অন্য নাপাক জিনিস লাগিয়া গিয়াছিল যেমন, নাপাক কাপড়, নাপাক বল, নাপাক জুতা, এমতাবস্থায় শুধু সমস্ত পানি বাহির করিয়া ফেলিলেই কূপ পাক হইয়া যাইবে। আর যদি সে জিনিস নিজেই নাপাক হয় যেমন—কোন মৃত জন্তু ইঁদুর ইত্যাদি, তবে যে পর্যন্ত এই এক্বীন না হইবে যে, ঐ জিনিস পচিয়া গলিয়া সম্পূর্ণ মাটি হইয়া গিয়াছে, সে পর্যন্ত ঐ কূপ পাক হইতে পারে না। যখন এই এক্বীন হইবে, তখন সমস্ত পানি বাহির করিয়া ফেলিলে অবশ্য কূপ পাক হইয়া যাইবে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

১৮। মাসআলাঃ যে পরিমাণ পানি বাহির করিবার হুকুম তাহা এক বারে বাহির করুক, বা অল্প অল্প করিয়া কয়েক বারে বাহির করুক সব অবস্থাই (হুকুমের পরিমাণ পানি বাহির করা হইলে) কূপ পাক হইয়া যাইবে। —রদ্দুল মোহ্‌তার

ঝুটার মাসায়েল

[খাদ্য বা পানীয় বস্তু মুখে লাগাইয়া ত্যাগ করিলে তাহাকে ঝুটা বলে]

১। মাসআলাঃ বেদ্বীনই হউক, ঋতুমতীই হউক, আর নাপাকই হউক, নেফাছওয়ালীই হউক—সব রকমের মানুষের ঝুটা পাক। এইরূপে ইহাদের ঘামও পাক। কিন্তু হাতে বা মুখে কোন নাপাকী থাকিলে অবশ্য ঝুটা নাপাক হইয়া যাইবে। —হেদায়া, আলমগীরী

২। মাসআলাঃ কুকুরের ঝুটা নাপাক। কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তাহা নাপাক হইয়া যায়। তাহা মাটির পাত্র হউক, কিংবা তামা কাঁসার পাত্র হউক সবই তিনবার ধুইলে পাক হইয়া যায় কিন্তু সাতবার ধোয়া ভাল।' আর একবার মাটির দ্বারা মাজিয়া ফেলিলে আরও বেশী ভাল, যেন খুব পরিষ্কার হইয়া যায়। —হেদায়া

৩। মাসআলাঃ শূকরের ঝুটাও নাপাক। এইরূপে বাঘ, চিতাবাঘ, বানর, শৃগাল ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর ঝুটাও নাপাক। —হেদায়া

৪। মাসআলাঃ বিড়ালের ঝুটা পাক বটে, কিন্তু মাক্‌রূহ্‌। তবে অন্য পানি থাকিতে বিড়ালের ঝুটা পানির দ্বারা ওযূ করিবে না। অবশ্য যদি পানি না পাওয়া যায়, তবে ঐ পানির দ্বারাই ওযূ করিবে। —বেদায়া

৫। মাসআলা ঃ যে দুধ বা তরকারী ইত্যাদির মধ্যে বিড়াল মুখ দিয়াছে, যদি উহার মালিক অবস্থাপন্ন হয়, তবে তাহা খাইবে না। যদি গরীব হয়, তবে খাওয়াতে কোন গুনাহ্ নাই। এরকম লোকের জন্য তা মাকরূহ্ নহে। —হেদায়া

৬। মাসআলা ঃ বিড়াল ইঁদুর ধরিয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া কোন হাড়িতে মুখ দিলে তাহা নাপাক হইয়া যাইবে; আর যদি কিছুক্ষণ দেরী করিয়া নিজের মুখ চাটিয়া চুষিয়া মুখ দিয়া থাকে, তবে নাপাক হইবে না; তবে তখন উপরের মাসআলার মত মাক্রূহ হইবে। —শঃ বেকায়া

৭। মাসআলা ঃ যে মুরগী খোলা থাকে, এদিকে, ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নাপাক জিনিস খায়, উহার ঝুটা মাকরূহ্, যে মুরগীকে বন্ধ করিয়া রাখা হয় তাহার ঝুটা পাক, মাকরূহ্ নহে। —হেদায়া

৮। মাসআলা ঃ যে সকল পাখী শিকার করিয়া খায়, যেমন—শিক্রা বাজ ইত্যাদি, তাহাদের ঝুটা মাকরূহ্, কিন্তু যদি ঘরের পোষা হয় এবং মরা না খায়, ঠোঁটেও কোন রকম নাপাকী থাকার সন্দেহ না থাকে, তবে তাহার ঝুটা পাক। —হেদায়া

৯। মাসআলা ঃ হালাল পশু যেমন— ভেড়া, বকরী, ভেড়ী, গরু, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি এবং হালাল পাখী, যেমন—ময়না, তোতা, ঘুঘু, চড়ুই ইত্যাদির ঝুটা পাক; এইরূপ ঘোড়ার ঝুটাও পাক। —আলমগীরী

১০। মাসআলা ঃ যে সব প্রাণী ঘরে থাকে, যেমন— সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর টিক্‌টিকি, এসবের ঝুটা মাকরূহ্। —হেদায়া

১১। মাসআলা ঃ ইঁদুর যদি রুটির কিছু অংশ খাইয়া থাকে, সেই দিক দিয়া কিছু ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট অংশ খাইবে। —রদ্দুল মোহ্তার

১২। মাসআলা ঃ গাধা এবং খচ্চরের ঝুটা পাক বটে, কিন্তু ওযূ হওয়া না হওয়ার মধ্যে সন্দেহ আছে। অতএব, যদি কোথাও গাধা বা খচ্চরের ঝুটা-পানি ব্যতীত অন্য পানি না মিলে, তবে ঐ পানির দ্বারা ওযূ করিতে হইবে এবং তায়াম্মুমও করিবে। প্রথমে ওযূ করুক কিংবা প্রথমে তায়াম্মুম করুক উভয় দিক সমান। —হেদায়া

১৩। মাসআলা ঃ যে সব জানোয়ারের ঝুটা নাপাক তাহার ঘামও নাপাক। যাহাদের ঝুটা পাক তাহাদের ঘামও পাক। আর যাহাদের ঝুটা মাকরূহ্ তাহাদের ঘামও মাকরূহ্। গাধা এবং খচ্চরের ঘাম পাক, যদি উহা কাপড়ে লাগে, তবে ধোয়া ওয়াজিব নহে, কিন্তু ধুইয়া ফেলা ভাল। —দুঃ মুঃ

১৪। মাসআলা ঃ কেহ হয়ত বিড়াল পোষে, এখন বিড়াল কাছে আসিয়া বসে এবং ঐ ব্যক্তির হাত পা চাটে, তবে যেখানে যেখানে চাটিয়াছে বা তাহার লোয়াব লাগিয়াছে সে সব জায়গা ধুইয়া ফেলিবে, যদি না ধোয়, তবে মাকরূহ্ এবং অন্যায় হইবে। —মুন্‌ইয়া, আলমগীরী

১৫। মাসআলা ঃ (নিজের স্বামী ছাড়া) অপর পুরুষের ঝুটা-খাদ্য ও পানি আওরতের জন্য খাওয়া মাকরূহ, যদি জানে যে, অমুকের ঝুটা। আর যদি না জানিয়া খায়, তবে মাকরূহ্ নহে। (এইরূপে নিজের স্ত্রী ছাড়া বেগানা আওরতের ঝুটা পুরুষের জন্যও মাকরূহ্।)

তায়াম্মুমের মাসায়েল

১। মাসআলা ঃ কেহ হয়ত এমন ময়দানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে, কোথাও পানি আছে বলিয়া সে মাত্রও জানে না এবং কোন লোকও পায় না যে, জিজ্ঞাসা করে, তবে এমন সময় তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে। আর যদি কোন লোক পায় আর সে বলিয়া দেয় যে, শর্‌য়ী এক

মাইলের মধ্যে পানি আছে এবং মনেও বলে যে, সে সত্য বলিয়াছে, অথবা কোন লোক তো পাওয়া যায় নাই, কিন্তু কোন লক্ষণে সে নিজেই বুঝিতে পারিল যে, শর্‌য়ী এক মাইলের মধ্যেই কোথায়ও নিশ্চয়ই পানি আছে, তবে এমত অবস্থায় সে পানি এতদূর তালাশ করিতে যাইবে, যাহাতে তাহার নিজের ও সাথীদের কোনরূপ কষ্ট না হয়। তালাশ না করিয়া তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে না। (আর যদি সাথীদের কোন রকম কষ্ট হয়, তবে তালাশ করা ওয়াজিব নহে।) আর যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, শর্‌য়ী এক মাইলের মধ্যেই পানি আছে, তবে (সাথীদের কষ্ট হইলেও) সেখানে যাইয়া পানি আনা ওয়াজিব। ইংরেজী এক মাইল এবং এক মাইলের এক অষ্টমাংশ মিলিয়া শর্‌য়ী এক মাইল হয়। —মুন্‌ইয়া

২। **মাসআলা ঃ** পানির খবর (-ও) পাওয়া গেল, কিন্তু শর্‌য়ী মাইল হইতে দূরে, তবে সেখান হইতে পানি আনিয়া ওযূ করা ওয়াজিব নহে; বরং তায়াম্মুম করা জায়েয।

৩। **মাসআলা ঃ** কেহ বসতি হইতে এক মাইল দূরে আছে। এক মাইলের কমে কোথাও পানি পায় না, তাহার জন্যও তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে, সে মোসাফির হউক বা না হউক। কারণ, সামান্য কত দূর যাইবার জন্য বসতি হইতে বাহির হইয়াছে মাত্র।

৪। **মাসআলা ঃ** রাস্তায় কূপ আছে, কিন্তু কূপ হইতে পানি তুলিবার জন্য সঙ্গে কিছু নাই, কোথাও চাহিয়াও পাওয়া গেল না; এমতাবস্থায় তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** পানি আছে, কিন্তু এত অল্প যে, একবার হাত, মুখ ও উভয় পা ধোয়া যায়, তবে তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে না; এক এক বার ঐ সব অঙ্গ ধুইবে এবং মাথা মছ্‌হে করিবে। কুল্লি ইত্যাদি ওযূর সুন্নতগুলি ছাড়িয়া দিবে; আর যদি এত পরিমাণও না হয়, তবে অবশ্য তায়াম্মুম করিবে।

৬। **মাসআলা ঃ** রোগের কারণে পানি ক্ষতি করিলে, অর্থাৎ, পানি দ্বারা ওযূ বা গোছল করিলে হয় রোগ বৃদ্ধি পাইবে, না হয় আরোগ্য লাভে বিলম্ব হইবে, এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে। তবে যদি ঠাণ্ডা পানি ক্ষতি করে কিন্তু গরম পানি ক্ষতি না করে, তবে গরম পানি দিয়া ওযূ-গোসল ওয়াজিব। গরম পানি পাওয়া সম্ভব না হইলে তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি পানি নিকটে থাকে অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে জানা থাকে যে, শর্‌য়ী এক মাইলের ভিতর পানি আছে, তবে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না। তথা হইতে পানি আনিয়া ওযূ করা ওয়াজিব। লোক-লজ্জার খাতিরে বা পর্দা করার জন্য পানি আনিতে না গিয়া তায়াম্মুম করিয়া লওয়া দুরুস্ত নহে, শরীঅতের হুকুম ছুটিয়া যায়, এমন পর্দা না-জায়েয এবং হারাম; বরং বোরকা পরিয়া বা চাদর দ্বারা সমস্ত শরীর ঢাকিয়া পানি আনিয়া ওযূ করা ওয়াজিব। কিন্তু লোকের সামনে বসিয়া ওযূ করিবে না, মুখ হাতও খোলা জায়েয হইবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** যে-পর্যন্ত পানি দ্বারা ওযূ করা না যায় সে পর্যন্ত তায়াম্মুমই করিতে থাকিবে, যত দিনই অতীত হউক না কেন, কোনরূপ ওয়াছওয়াছা বা সন্দেহ করিবে না। ওযূ এবং গোসল দ্বারা যেরূপ পাক হওয়া যায়, তদ্রূপ তায়াম্মুম দ্বারাও পাক হওয়া যায়। এরূপ মনে করিবে না যে, তায়াম্মুমে ভালমত পাক হয় না।

৯। **মাসআলা ঃ** যদি পানি বিক্রি হয় এবং ক্রয় করার মূল্য না থাকে, তবে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে। যদি মূল্য থাকে, আর পথের আবশ্যক খরচেরও অভাব না পড়ে, তবে পানি কিনিয়া ওযূ করা ওয়াজিব হইবে, তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি এত বেশী মূল্য চায় যে, এত

মূল্যে কেহই খরিদ করে না, তবে তায়াম্মুম করা জায়েয আছে, পানি খরিদ করা ওয়াজিব নহে। যদি কেরায়া ইত্যাদি পথ-খরচের অতিরিক্ত অর্থ না থাকে, তবুও কেনা ওয়াজিব নহে, তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

১০। মাসআলা ঃ শীতের দরুন যদি বরফ জমে এবং গোসল করিলে প্রাণ নাশ বা রোগ বৃদ্ধির পূর্ণ আশংকা থাকে এবং শরীর গরম করিবার জন্য লেপ ইত্যাদি কোন প্রকার গরম বস্ত্র না থাকে, তবে এরূপ কঠিন ওযরের সময় তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে।

১১। মাসআলা ঃ যদি কাহারও অর্ধেকের চেয়ে বেশী শরীরে যখম থাকে বা বসন্ত বাহির হয়, তবে তাহার জন্য গোসল ওয়াজিব নহে, তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

১২। মাসআলা ঃ কেহ ময়দানে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িয়াছে অথচ পানি নিকটেই ছিল, কিন্তু সে আদৌ জানিতে পারে নাই, তবে তাহার তায়াম্মুম এবং নামায উভয় দুরুস্ত হইয়াছে, এখন আর নামায দোহ্‌রাইতে হইবে না।

১৩। মাসআলা ঃ সফরে যদি অন্য কাহারও কাছে পানি থাকে, তবে নিজে চিন্তা করিয়া দেখিবে, যদি বিশ্বাস হয় যে, চাহিলে দিতে পারে, তবে না চাহিয়া তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না। আর যদি চাহিলে দিবে না বলিয়া মনে হয় তবে না চাহিয়াও তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়া দুরুস্ত ; কিন্তু এই ছুরতে নামাযের পর চাহিলে যদি পানি দেয়, তবে নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে।

১৪। মাসআলা ঃ কৌটায় (বা টিনে) বন্ধ যমযমের পানি সঙ্গে থাকিলে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না, কৌটা বা টিন খুলিয়া ঐ পানি দ্বারা ওযূ এবং গোছল করা ওয়াজিব।

১৫। মাসআলা ঃ সঙ্গে পানি আছে, কিন্তু রাস্তা এমন ধরনের যে, কোথায়ও পানির আশা নাই, পানির অভাবে (নিজের বা সঙ্গের বাহন জন্তুর) প্রাণ নাশের বা কষ্ট পাওয়ার আশংকা আছে, এমন অবস্থায় ওযূ করিবে না, তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ গোছলে ক্ষতি করে কিন্তু ওযূতে ক্ষতি করে না, তবে গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিবে। কিন্তু গোছলের তায়াম্মুমের পরে যখন ওযূ টুটিবে, তখন ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম জায়েয হইবে না, ওযূই করিবে। যদি গোছলের তায়াম্মুমের আগে ওযূ টুটিবারও কোন কারণ হইয়া থাকে, তারপর গোছলের তায়াম্মুম করিয়া থাকে, তবে এই তায়াম্মুমই গোছল এবং ওযূর পরিবর্তে যথেষ্ট হইবে।

১৭। মাসআলা ঃ তায়াম্মুম করিবার নিয়ম ঃ (প্রথমে দেলে ঠিক করিবে অর্থাৎ নিয়ত করিবে যে, আমি পাক হইবার জন্য বা নামায পড়িবার জন্য তায়াম্মুম করিতেছি। এইরূপ নিয়ত করিয়া তারপর) উভয় হাত পাক মাটিতে মাড়িয়া সমস্ত মুখে হাত ফিরাইয়া দিবে। তারপর আবার উভয় হাত মাটিতে মাড়িয়া উভয় হাতের কনুই সমেত ফিরাইয়া দিবে। চুড়ি ও বালার ভিতর খুব ভাল করিয়া হাত ফিরাইবে। সাবধান, এক বিন্দু জায়গাও যেন বাকী না থাকে ; তাহা হইলে তায়াম্মুম হইবে না। আংটি খুলিয়া রাখিয়া তায়াম্মুম করিবে, যেন কোন জায়গা বাকী না থাকে। হাতের আঙ্গুলের মধ্যে খেলাল করিবে, এই দুইটি কাজ করিলেই তায়াম্মুম হইয়া গেল।

১৮। মাসআলা ঃ মাটির উপর হাত মাড়িয়া হাত ঝাড়িয়া লইবে যেন চোখে মুখে মাটি লাগিয়া কুৎসিৎ না হয়।

১৯। মাসআলা ঃ (জমিন ছাড়া) মাটি জাতীয় অন্যান্য জিনিসের উপরও তায়াম্মুম করা দুরুস্ত আছে ; যেমন, মাটি, বালু, পাথর, বিলাতী মাটি, পাথরে চুন, হরিতাল, সুরমা, গেরুমাটি ইত্যাদি।

মাটি জাতীয় জিনিস না হইলে উহার উপর তায়াম্মুম জায়েয নহে; যেমন—সোনা, রূপা, রাং, গেহু, কাঠ, কাপড় এবং অন্যান্য শস্য ইত্যাদি। কিন্তু যদি এই সব জিনিসের উপর মাটি জমিয়া থাকে, তবে অবশ্য মাটির কারণে ইহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

২০। মাসআলা ঃ যে জিনিস আগুনে দিলে জ্বলেও না, গলেও না তাহা মাটি জাতীয়। তাহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে। যে জিনিস জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায় বা গলিয়া যায় তাহার উপর দুরুস্ত নহে। ছাইয়ের উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত নহে।

২১। মাসআলা ঃ তামার পাত্র, বালিশ বা গদী ইত্যাদির উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত নহে। যদি এই সব জিনিসের উপর এত ধুলা জমে যে, হাত মারিলে বেশ ধুলা উড়ে এবং হাতে কিছু ধুলা ভালভাবে লাগিয়া যায়, তবে অবশ্য তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে। আর যদি হাত মারিলে সামান্য কিছু ধুলা উড়ে, তবে তাহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত নহে। পানিপূর্ণ থাকুক বা খালি থাকুক, মাটির কলস বা লোটা বদনার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে, কিন্তু যদি মাটির পাত্রের উপর রং বা বার্নিস করা হইয়া থাকে, তবে তাহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না।

২২। মাসআলা ঃ পাথরের উপর যদি ধুলা মাত্রও না থাকে, তবুও উহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে; বরং যদি পানি দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া উহার উপর তায়াম্মুম করে, ধুলা থাকুক বা না থাকুক তবুও তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে। হাতে ধুলা লাগা জরুরী নহে। ধুলা থাকুক বা না থাকুক, পাকা ইটের উপরও তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে।

২৩। মাসআলা ঃ কাদা দ্বারা তায়াম্মুম করা দুরুস্ত আছে বটে; কিন্তু ভাল নহে। যদি কোন স্থানে কাদা ব্যতীত অন্য কোন জিনিস না পাওয়া যায়, তবে কাপড়ে কাদা মাখাইয়া দিবে, যখন শুকাইয়া যাইবে, তখন উহা দ্বারা তায়াম্মুম করিবে। কিন্তু যদি নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া যাইতে থাকে, তবে কাদা হইলেও উহা দ্বারা সেই সময় তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে; নামায কিছুতেই ক্বাযা হইতে দিবে না।

২৪। মাসআলা ঃ মাটিতে পেশাব জাতীয় কোন নাজাছত পড়িয়াছিল, কিন্তু রৌদ্রে শুকাইয়া গিয়াছে এবং দুর্গন্ধও চলিয়া গিয়াছে, সে মাটি পাক হইয়া গিয়াছে। উহার উপর নামায দুরুস্ত হইবে; কিন্তু সেই মাটি দিয়া তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না। এই হুকুম হইল যদি জানা থাকে যে, পেশাব পড়িয়াছিল অন্যথায় সন্দেহ করিবে না।

২৫। মাসআলা ঃ ওযূর পরিবর্তে যেমন তায়াম্মুম জায়েয সেইরূপ গোছলের পরিবর্তে ওযর বশতঃ তায়াম্মুম জায়েয হয়। যে স্ত্রীলোক হায়েয বা নেফাছ হইতে পাক হয় আর ওযরবশতঃ গোছল করিতে না পারে, তাহার জন্যও তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে। ওযূর তায়াম্মুম এবং গোছলের তায়াম্মুম একই রকম; ইহাতে কোন পার্থক্য নাই।

২৬। মাসআলা ঃ কেহ কাহাকেও শিক্ষা দিবার জন্য তায়াম্মুম করিল, কিন্তু নিজের তায়াম্মুমের এরাদা নাই, শুধু তাহাকে শিক্ষা দেওয়াই মকছুদ, ইহাতে তায়াম্মুম হইবে না। কেননা, তায়াম্মুম দুরুস্ত হওয়ার জন্য মনে মনে তায়াম্মুমের নিয়ত করা আবশ্যক। নিয়ত না করিলে তায়াম্মুম হয় না। যেহেতু নিজের তায়াম্মুমের নিয়ত করা হয় নাই, উদ্দেশ্য ছিল অন্যকে শিখান, কাজেই তাহার তায়াম্মুম হয় নাই।

২৭। মাসআলা ঃ আমি পাক হইবার জন্য বা নামায পড়িবার জন্য তায়াম্মুম করিতেছি শুধু এতটুকু অন্তরে রাখিলেই তায়াম্মুম হইয়া যাইবে; 'গোছলের তায়াম্মুম করিতেছি' বা 'ওযূর তায়াম্মুম করিতেছি' এত বলার দরকার নাই।

২৮। মাসআলা ঃ যদি কোরআন শরীফ ধরিবার জন্য কেহ তায়াম্মুম করিয়া থাকে, তবে সে তায়াম্মুমে নামায পড়া দুরুস্ত হইবে না। এক ওয়াক্ত নামাযের তায়াম্মুম দ্বারা অন্য ওয়াক্তের নামাযও পড়া জায়েয এবং কোরআন শরীফ ধরাও জায়েয।

২৯। মাসআলা ঃ একই তায়াম্মুমে ফরয গোছল ও ওযূ উভয়ের কাজ হয়; পৃথক পৃথক তায়াম্মুম করিতে হয় না।

৩০। মাসআলা ঃ কেহ (পূর্বোক্ত) নিয়মানুসারে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবার পর পানি পাইয়াছে এবং নামাযের ওয়াক্ত তখনও বাকী আছে, তবুও ঐ নামায আর দোহ্‌রাইতে হইবে না। ঐ তায়াম্মুমেই নামায দুরুস্ত হইয়াছে।

৩১। মাসআলা ঃ পানি শরয়ী এক মাইল হইতে দূরে নয়; কিন্তু নামাযের সময় অল্প, পানি আনিতে গেলে সময় চলিয়া যাইবে, তবুও তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না, পানি আনিয়া ওযূ করিয়া ক্বাযা পড়িবে।

৩২। মাসআলা ঃ পানি থাকিতে কোরআন শরীফ ধরিবার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয নহে।

৩৩। মাসআলা ঃ সামনে যাইয়া পানি পাওয়ার আশা আছে, তবে আউয়াল ওয়াক্তে নামায না পড়িয়া মোস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত পানির এন্তেজার করা ভাল; কিন্তু এন্তেজার করিতে করিতে মাকরূহ ওয়াক্ত যেন না আসিয়া পড়ে; আর যদি আউয়াল ওয়াক্তেও পড়িয়া নেয়, তবুও দুরুস্ত আছে।

৩৪। মাসআলা ঃ পানি নিকটেই আছে, পানি আনিতে নামিলে যদি গাড়ী ছাড়িয়া দিবার আশংকা হয়, তবে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে; তদ্রূপ পানির নিকট সাপ, বাঘ ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর ভয়ে পানি না আনা গেলে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

৩৫। মাসআলা ঃ মাল-পত্রের সঙ্গে পানি ছিল কিন্তু মনে নাই; তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়ার পর পানির কথা মনে হইল, এখন নামায দোহরাইয়া পড়া ওয়াজিব নহে।

৩৬। মাসআলা ঃ যে সব কারণে ওযূ টুটে তাহাতে তায়াম্মুমও টুটে, তাছাড়া পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম টুটিয়া যায়। এইরূপে হয়ত তায়াম্মুম করিয়া সামনে চলিল, চলিতে চলিতে যখন শরয়ী এক মাইল হইতে কম দূরে পানি পাওয়া গেল, তখন তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে।

৩৭। মাসআলা ঃ তায়াম্মুম যদি ওযূর পরিবর্তে করিয়া থাকে, তবে ওযূর পরিমাণ পানি হইলে (অর্থাৎ, এতটুকু পানি পাইলে যাহাতে শুধু ওযূর ফরযগুলি আদায় হইতে পারে) ঐ তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে; আর যদি গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিয়া থাকে, তবে গোছলের পরিমাণ পানি পাইলে (অর্থাৎ, এতটুকু পানি পাইলে যাহাতে শুধু গোছলের ফরযগুলি আদায় হইতে পারে) এই তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে। যদি এই পরিমাণ অপেক্ষা কম পানি পাওয়া যায়, তবে তাহাতে তায়াম্মুম টুটিবে না।

৩৮। মাসআলা ঃ রাস্তায় পানি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সে আদৌ জানিতে পারে নাই যে, এখানে পানি আছে, তবে তাহার তায়াম্মুম টুটিবে না। এইরূপে পথে পানি পাওয়া যায়, দেখাও যায়, জানাও যায় কিন্তু রেলগাড়ী হইতে নামা যায় না; তাহাতে তায়াম্মুম টুটিবে না।

৩৯। মাসআলাঃ যে রোগের কারণে তায়াম্মুম করিয়াছিল যখন সে রোগ আরোগ্য হইবে অর্থাৎ, ওযূ-গোছলে ক্ষতি করিবে না; তখন তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে এবং ওযূ-গোছল করা ওয়াজিব হইবে।

৪০। মাসআলাঃ পানি না পাইয়া তায়াম্মুম করিয়াছিল, পরে এমন বিমার হইয়া পড়িয়াছে যে, পানি ব্যবহার করিতে পারে না, এখন পানি পাওয়া গেলে পূর্বের তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে, নূতন তায়াম্মুম করিতে হইবে।

৪১। মাসআলাঃ গোছলের হাজত হওয়ায় গোছল করিয়াছে, সামান্য একটু জায়গা শুক্‌না রহিয়া গিয়াছে, এমন সময় পানি শেষ হইয়া গিয়াছে; পানি আর পাওয়া যায় না, তবে সে পাক হয় নাই, এখন গোছলের তায়াম্মুম করিতে হইবে, পরে যখন পানি পাইবে, তখন ঐ শুক্‌না জায়গাটুকু ধুইয়া লইলেই চলিবে, সমস্ত শরীর ধুইতে হইবে না।

৪২। মাসআলাঃ যদি এমন সময় পানি পায় যে, ওযূও টুটিয়া গিয়াছে, তবে আগে ঐ শুক্‌না জায়গা ধুইবে, আর ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করিবে, যদি পানি এত অল্প হয় যে, ওযূ করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ শুক্‌না জায়গা সম্পূর্ণরূপে ঐ পানিতে ধোয়া যাইবে না, তবে সে পানির দ্বারা ওযূ করিবে এবং ঐ শুক্‌না জায়গার জন্য তায়াম্মুম করিবে। হাঁ, যদি এই গোছলের তায়াম্মুম পূর্বেই করিয়া থাকে, তবে অবশ্য নূতন তায়াম্মুম করার দরকার নাই; পূর্বের তায়াম্মুমই বাকী আছে।

৪৩। মাসআলাঃ কাহারও হয়ত কাপড় বা শরীর নাপাক আছে, আর ওযূও নাই, কিন্তু পানি আছে অল্প, তবে ঐ পানির দ্বারা কাপড় এবং শরীর পাক করিবে, আর ওযূর জন্য তায়াম্মুম করিবে।

৪৪। মাসআলাঃ অন্য কোথাও পানি নাই, একটি কূপে পানি আছে কিন্তু পানি বাহির করিবার কোন উপায় নাই; এমনকি, এমন কোন কাপড়ও নাই যে, তাহা ভিজাইয়া নিংড়াইয়া তদ্দ্বারা কাজ চালাইতে পারে, এরূপ অবস্থায় তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

৪৫। মাসআলাঃ যে ওযরে তায়াম্মুম করিয়াছে তাহা যদি মানুষের পক্ষ হইতে হয়, যেমন, যদি জেলখানায় পানি না দেয় বা বলে যে, 'যদি তুই ওযূ করিস্‌ তবে তোকে হত্যা করিব' এই অবস্থায় তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে, কিন্তু পরে যখন ঐ ওযর চলিয়া যাইবে, তখন ঐ সমস্ত নামায পুনরায় পড়িতে হইবে; আর যদি ওযর খোদার তরফ হইতে হয়, তবে নামায দোহ্‌রাইতে হইবে না।

৪৬। মাসআলাঃ একই স্থানের মাটিতে বা একই ঢিলায় যদি কয়েকজন তায়াম্মুম করে, তাহা দুরুস্ত আছে।

৪৭। মাসআলাঃ ওযূর জন্য পানি কিংবা তায়াম্মুমের জন্য মাটিও না পায় যেমন, কেহ রেলগাড়ীতে বা জেলখানায় পানিও পায় না, পাক মাটিও পায় না, সে বিনা ওযূতে এবং বিনা তায়াম্মুমেই নামায পড়িবে, তবুও ওয়াক্তের নামায ছাড়িবে না; কিন্তু পরে যখন পানি পাইবে, তখন ওযূ করিয়া ঐ নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িবে।

৪৮। মাসআলাঃ মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত পানি পাওয়ার আশা থাকিলে পানির জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম; যেমন, মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত কূপের পানি বাহির করার জন্য ডোল রশি পাওয়ার আশা থাকিলে অথবা রেলগাড়ী মোস্তাহাব ওয়াক্তের মধ্যে এমন

৩৯। **মাসআলা ঃ** যে রোগের কারণে তায়াম্মুম করিয়াছিল যখন সে রোগ আরোগ্য হইবে অর্থাৎ, ওযূ-গোছলে ক্ষতি করিবে না; তখন তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে এবং ওযূ-গোছল করা ওয়াজিব হইবে।

৪০। **মাসআলা ঃ** পানি না পাইয়া তায়াম্মুম করিয়াছিল, পরে এমন বিমার হইয়া পড়িয়াছে যে, পানি ব্যবহার করিতে পারে না, এখন পানি পাওয়া গেলে পূর্বের তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে, নূতন তায়াম্মুম করিতে হইবে।

৪১। **মাসআলা ঃ** গোছলের হাজত হওয়ায় গোছল করিয়াছে, সামান্য একটু জায়গা শুক্‌না রহিয়া গিয়াছে, এমন সময় পানি শেষ হইয়া গিয়াছে; পানি আর পাওয়া যায় না, তবে সে পাক হয় নাই, এখন গোছলের তায়াম্মুম করিতে হইবে, পরে যখন পানি পাইবে, তখন ঐ শুক্‌না জায়গাটুকু ধুইয়া লইলেই চলিবে, সমস্ত শরীর ধুইতে হইবে না।

৪২। **মাসআলা ঃ** যদি এমন সময় পানি পায় যে, ওযূও টুটিয়া গিয়াছে, তবে আগে ঐ শুক্‌না জায়গা ধুইবে, আর ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করিবে, যদি পানি এত অল্প হয় যে, ওযূ করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ শুক্‌না জায়গা সম্পূর্ণরূপে ঐ পানিতে ধোয়া যাইবে না, তবে সে পানির দ্বারা ওযূ করিবে এবং ঐ শুক্‌না জায়গার জন্য তায়াম্মুম করিবে। হাঁ, যদি এই গোছলের তায়াম্মুম পূর্বেই করিয়া থাকে, তবে অবশ্য নূতন তায়াম্মুম করার দরকার নাই; পূর্বের তায়াম্মুমই বাকী আছে।

৪৩। **মাসআলা ঃ** কাহারও হয়ত কাপড় বা শরীর নাপাক আছে, আর ওযূও নাই, কিন্তু পানি আছে অল্প, তবে ঐ পানির দ্বারা কাপড় এবং শরীর পাক করিবে, আর ওযূর জন্য তায়াম্মুম করিবে।

৪৪। **মাসআলা ঃ** অন্য কোথাও পানি নাই, একটি কূপে পানি আছে কিন্তু পানি বাহির করিবার কোন উপায় নাই; এমনকি, এমন কোন কাপড়ও নাই যে, তাহা ভিজাইয়া নিংড়াইয়া তদ্দ্বারা কাজ চালাইতে পারে, এরূপ অবস্থায় তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

৪৫। **মাসআলা ঃ** যে ওযরে তায়াম্মুম করিয়াছে তাহা যদি মানুষের পক্ষ হইতে হয়, যেমন, যদি জেলখানায় পানি না দেয় বা বলে যে, 'যদি তুই ওযূ করিস্‌ তবে তোকে হত্যা করিব' এই অবস্থায় তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে, কিন্তু পরে যখন ঐ ওযর চলিয়া যাইবে, তখন ঐ সমস্ত নামায পুনরায় পড়িতে হইবে; আর যদি ওযর খোদার তরফ হইতে হয়, তবে নামায দোহ্‌রাইতে হইবে না।

৪৬। **মাসআলা ঃ** একই স্থানের মাটিতে বা একই ঢিলায় যদি কয়েকজন তায়াম্মুম করে, তাহা দুরুস্ত আছে।

৪৭। **মাসআলা ঃ** ওযূর জন্য পানি কিংবা তায়াম্মুমের জন্য মাটিও না পায় যেমন, কেহ রেলগাড়ীতে বা জেলখানায় পানিও পায় না, পাক মাটিও পায় না, সে বিনা ওযূতে এবং বিনা তায়াম্মুমেই নামায পড়িবে, তবুও ওয়াক্তের নামায ছাড়িবে না; কিন্তু পরে যখন পানি পাইবে, তখন ওযূ করিয়া ঐ নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িবে।

৪৮। **মাসআলা ঃ** মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত পানি পাওয়ার আশা থাকিলে পানির জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম; যেমন, মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত কূপের পানি বাহির করার জন্য ডোল রশি পাওয়ার আশা থাকিলে অথবা রেলগাড়ী মোস্তাহাব ওয়াক্তের মধ্যে এমন

ষ্টেশনে পৌঁছিবে যেখানে পানি পাওয়ার আশা আছে, এইরূপ অবস্থায় মোস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরী করিয়া নামায পড়া উত্তম।

৪৯। **মাসআলা**ঃ রেলগাড়ীতে পানি না পাওয়ার দরুন তায়াম্মুম করিল, পরে গাড়ী চলিবার সময় পানি দেখিল তাহাতে তায়াম্মুম টুটিবে না, কারণ সেই পানি পাওয়ার শক্তি তাহার নাই, যেহেতু চল্‌তি গাড়ী হইতে নামা সম্ভব নহে।

মোজার উপর মছ্‌হে

১। **মাসআলা**ঃ ওযূ করিয়া যদি চামড়ার মোজা পরার পরে ওযূ টুটিয়া যায়, তবে আবার ওযূ করিবার সময় মোজার উপর মছ্‌হে করিয়া লওয়া দুরুস্ত। যদি মোজা খুলিয়া ফেলিয়া পা ধুইয়া নেয়, তবে সবচেয়ে ভাল।

২। **মাসআলা**ঃ চামড়ার মোজা যদি এত ছোট হয় যে, টাখ্‌না (ছোট গিরা) ঢাকা যায় না, তবে সে মোজার উপর মছ্‌হে করা দুরুস্ত হইবে না। এইরূপ যদি বিনা ওযূতে চামড়ার মোজাই পরিয়া থাকে, তবে তাহার উপর মছ্‌হে করা দুরুস্ত হইবে না; মোজা খুলিয়া পা ধুইতে হইবে।

৩। **মাসআলা**ঃ শরয়ী সফর হালাতে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে; আর সফর ব্যতীত (যেমন, বাড়ী থাকিয়া) এক দিন এক রাত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে। আর যেই ওযূ করিয়া মোজা পরিয়াছে সেই ওযূর পর প্রথমে যখন ওযূ টুটিবে সেই সময় হইতে এক দিন এক রাত বা তিন দিন তিন রাতের হিসাব ধরা হইবে। যে সময় মোজা পরিয়াছে সে সময় হইতে হিসাব ধরা হইবে না। যেমন, হয়ত কেহ যোহরের সময় ওযূ করিয়া মোজা পরিল, তারপর সূর্যাস্তের সময় ওযূ টুটিল, তবে পরের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারে, আর সফরের অবস্থায় তৃতীয় দিনের সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে; যখন সূর্য ডুবিয়া যাইবে, তখন আর মছ্‌হে করিতে পারিবে না।

৪। **মাসআলা**ঃ গোছলের হাজত হইলে মোজা খুলিয়া ফেলিতে হইবে; গোছলের সঙ্গে মোজার উপর মছ্‌হে করা চলিবে না।

৫। **মাসআলা**ঃ পায়ের পিঠে মোজার উপর মছ্‌হে করিবে, পায়ের তলায় মছ্‌হে করিবে না।

৬। **মাসআলা**ঃ মোজার উপর মছ্‌হে করিবার সময় হাতের আঙ্গুলগুলি পানিতে ভিজাইয়া পায়ের পাতার অগ্রভাগে রাখিবে যেন সম্পূর্ণ মোজার উপর আঙ্গুলগুলির চাপ পড়ে। অতঃপর হাতের পাতা শূন্য রাখিয়া ক্রমশঃ আঙ্গুলগুলি টানিয়া পায়ের টাখ্‌নার দিকে আনিবে। আর যদি হাতের পাতাসহ মোজার উপরে রাখিয়া টানিয়া আনে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে।

৭। **মাসআলা**ঃ যদি কেহ উল্টা মছ্‌হে করে অর্থাৎ, টাখ্‌নার দিক হইতে টানিয়া পায়ের আঙ্গুলের দিকে আনে তবুও মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে, কিন্তু এরূপ করা মোস্তাহাবের খেলাফ। যদি লম্বাভাবে মছ্‌হে না করিয়া মোজার চওড়া দিকে মছ্‌হে করে, তবুও মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে; কিন্তু মোস্তাহাবের খেলাফ হইবে।

৮। **মাসআলা**ঃ যদি শুধু মোজার তলার দিকে বা গোড়ালীর দিকে মছ্‌হে করে, তবে দুরুস্ত হইবে না।

৯। **মাসআলা**ঃ আঙ্গুলগুলি সম্পূর্ণ না লাগাইয়া যদি কেবল আঙ্গুলের মাথা লাগাইয়া উপরের দিকে টানিয়া আনে, মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে না। কিন্তু যদি আঙ্গুল হইতে অনবরত পানি

ঝরিতে থাকে এমন কি, ঐ পানি বহিয়া তিন আঙ্গুল পরিমাণ মোজায় লাগিয়া যায়, তবে অবশ্য মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে।

১০। মাসআলা ঃ মছ্‌হের মোস্তাহাব হইল হাতের আঙ্গুলের ভিতর দিক দিয়া মছ্‌হে করিবে। আঙ্গুলের পিঠ দিয়া মছহে করাও দুরুস্ত আছে।

১১। মাসআলা ঃ কেহ হয়ত মোজার উপর মছ্‌হে করিল না, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে বা শিশিরের মধ্যে হাটায় মোজা ভিজিয়া গেল, তবে ইহাতেই মছ্‌হে হইয়া যাইবে।

১২। মাসআলা ঃ হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ স্থান প্রত্যেক মোজার উপর মছ্‌হে করা ফরয ; ইহার কম মছ্‌হে করিলে দুরুস্ত হইবে না।

১৩। মাসআলা ঃ যে যে কারণে ওযূ টুটিয়া যায়, তাহাতে মছ্‌হেও টুটিয়া যায়। অতএব, উপরোক্ত মুদ্দতের মধ্যে ওযূর সঙ্গে সঙ্গে মছ্‌হে করিবে। মোজা খুলিলেও মছ্‌হে টুটিয়া যায় ; সুতরাং যদি কাহারও ওযূ টুটিয়া না থাকে, কেবল মোজা খুলিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে, তখন শুধু উভয় পা ধুইয়া লইবে, আবার পুরা ওযূ করিতে হইবে না।

১৪। মাসআলা ঃ যদি একটি মোজা খুলিয়া থাকে, তবুও মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে ; এখন অপরটিও খুলিয়া উভয় পা ধোয়া ওয়াজিব হইবে।

১৫। মাসআলা ঃ মছ্‌হের মুদ্দত পুরা হইয়া গেলেও মছ্‌হে টুটিয়া যায়। সুতরাং যদি ওযূ না টুটিয়া থাকে, আর মছ্‌হের মুদ্দত শেষ হইয়া যায়, তবে মোজা খুলিয়া শুধু পা দুইখানি ধুইয়া লইবে ; পুরা ওযূ করিতে হইবে না। আর যদি ওযূ টুটিয়া যাইয়া থাকে, তবে মোজা খুলিয়া সম্পূর্ণ ওযূ করিবে।

১৬। মাসআলা ঃ মোজার উপর মছ্‌হে করার পর কোথাও পানির মধ্যে পা পড়িয়া গিয়াছে, ঢিলা থাকার কারণে মোজার ভিতরে পানি ঢুকিয়া সম্পূর্ণ পা বা পায়ের অর্ধেকের বেশী ভিজিয়া গিয়াছে, এ রকম অবস্থা হইলেও মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে, উভয় পায়ের মোজা খুলিয়া ভালরূপে পা ধুইতে হইবে।

১৭। মাসআলা ঃ মোজা এত ছিঁড়িয়া গিয়াছে যে, হাঁটিবার সময় পায়ের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ খুলিয়া যায়, এমতাবস্থায় মোজার উপর মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে না। আর যদি উহা অপেক্ষা কম খোলে তবে মছ্‌হে দুরুস্ত আছে।

১৮। মাসআলা ঃ মোজার সেলাই খুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পা দেখা যায় না, মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে। যদি হাঁটিবার সময় তিন আঙ্গুল পরিমাণ পা দেখা যায়, কিন্তু দাঁড়ান থাকিলে পা দেখা যায় না, তবে মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে না।

১৯। মাসআলা ঃ একটা মোজা এতটুকু ছেঁড়া যে, ইহাতে দুই আঙ্গুল পরিমাণ পা দেখা যায়, আর অপরটির এক আঙ্গুল পরিমাণ দেখা যায়, তবে মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে। একটা মোজারই কয়েক জায়গা ছেঁড়া, কিন্তু সব মিলাইয়া তিন আঙ্গুল পরিমাণ হয়, তবে মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে না। যদি সব ছেঁড়া মিলাইয়াও তিন আঙ্গুল পরিমাণ না হয়, তবে মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে।

২০। মাসআলা ঃ কেহ বাড়ীতে মছ্‌হে করা শুরু করিয়াছে, কিন্তু এক দিন এক রাত পুরা হওয়ার পূর্বেই সফরে গিয়াছে ; তবে এখন সে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে। আর যদি সফর শুরু করার পূর্বেই এক দিন এক রাত গুযারিয়া থাকে, তবে মুদ্দত পুরা হইয়া গিয়াছে, এখন আর মছ্‌হে করিতে পারিবে না। পা ধুইয়া আবার মোজা পরিতে হইবে।

২১। মাসআলা ঃ কেহ সফরে থাকাকালে মছ্‌হে করা শুরু করিয়াছিল, এখন বাড়ী আসিয়া যদি এক দিন একরাত হইয়া যায়, তবে মোজা খুলিয়া ফেলিবে, আর মছ্‌হে করিতে পারিবে না। যদি এক দিন এক রাতও না হইয়া থাকে, তবে এক দিন এক রাত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে, ইহার বেশী পারিবে না।

২২। মাসআলা ঃ কাপড়ের মোজার উপর যদি চামড়ার মোজা পরিয়া থাকে, তবুও মছ্‌হে জায়েয হইবে।

২৩। মাসআলা ঃ কাপড়ের মোজার উপর মছ্‌হে করা জায়েয নহে, কিন্তু যদি কাপড়ের মোজার উপর চামড়া লাগাইয়া লয় বা অন্ততঃ পুরুষের জুতার পরিমাণ চামড়া লাগাইয়া লয়, অথবা যদি কাপড়ের মোজা এমন শক্ত ও মোটা হয় যে, বাঁধা ছাড়াই পায়ে দাঁড়াইয়া থাকে এবং পায়ে দিয়া তিন চারি মাইল পথ হাঁটা যাইতে পারে এই সব ছুরতে কাপড়ের মোজার উপর মছ্‌হে করা দুরুস্ত হইবে।

২৪। মাসআলা ঃ বোরকা এবং হাত-মোজার উপর মছ্‌হে করা জায়েয নহে।

২৫। মাসআলা ঃ বুটজুতা যদি পাক হয় এবং ফিতা দ্বারা খুব আঁটিয়া বাঁধা হয় যাহাতে টাখ্‌না পর্যন্ত পা ঢাকা থাকে তবে যেমন চামড়ার মোজার উপর মছ্‌হে করা জায়েয আছে তদ্রূপ বুটজুতার উপরও মছ্‌হে করা জায়েয আছে।

২৬। মাসআলা ঃ যাহার উপর গোছল ফরয হইয়াছে, তাহার পক্ষে চামড়ার মোজার উপর মছ্‌হে করা জায়েয নহে।

২৭। মাসআলা ঃ মা'যূর যদি মছ্‌হে করে, তবে ওয়াক্ত গুযারিয়া গেলে যেমন তাহার ওযূ টুটিয়া যাইবে তদ্রূপ তাহার মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে। ওযূ করিবার সময় তাহার মোজা খুলিয়া পাও ধুইতে হইবে। কিন্তু যদি ওযূ করিবার সময় এবং মোজা পরিবার সময় কোন ওযর না থাকে, তবে অন্যান্য সুস্থ লোকের ন্যায় সেও মছ্‌হে করিতে পারিবে।

২৮। মাসআলা ঃ যদি কোন প্রকারে চামড়ার মোজার মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়া পায়ের অধিকাংশ স্থান ধোয়া হইয়া থাকে, তবে তাহার মছ্‌হে করা চলিবে না, মোজা খুলিয়া পা ধুইতে হইবে।

শরমের মাসায়েল

যে সব কারণে ওযূ টুটিয়া যায় ঃ

২২। মাসআলা ঃ স্বামীর হাত লাগার দরুন বা স্বামীর চিন্তা করায় যদি সামনের রাস্তা দিয়া এক প্রকার পানির মত বাহির হয়—যাহাকে মযী বলে—তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে।

২৩। মাসআলা ঃ রোগের (প্রদর বা প্রমেহ রোগের) কারণে সামনের রাস্তা দিয়া এক প্রকার বিজলা পানির মত বাহির হয়, ইহাতে ওযূ টুটিয়া যায়।

২৪। মাসআলা ঃ পেশাব বা মযীর ফোঁটা ছিদ্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনও যে চামড়া উপরে থাকে তাহার ভিতরে আছে, তবু ওযূ টুটিয়া যাইবে ; কেননা, ওযূ টুটিবার জন্য উপরের চামড়া হইতে বাহিরে আসা যরূরী নহে।

২৫। মাসআলা ঃ স্বামীর পেশাবের জায়গা স্ত্রীর পেশাবের জায়গার সঙ্গে মিলিত হইলেই (কিছু বাহির হউক বা না হউক) ওযূ টুটিয়া যায় (যদি উভয়ের মধ্যে কাপড় চোপড় কিছু আড়

না থাকে)। এমনিভাবে যদি দু'জন স্ত্রীলোক স্ব স্ব যোনিদার একত্রিত করে, তবুও ওযূ টুটিয়া যাইবে, কিছু নির্গত হউক বা না হউক। কিন্তু উহা অতিশয় গুনাহ্ এবং অন্যায় কাজ।

গোছলের মাসায়েল

১০। মাসআলা ঃ গোছলের সময় পেশাবের জায়গার উপরের চামড়ার ভিতর পানি পৌঁছান ফরয। যদি পানি না পৌঁছে, তবে গোছল হইবে না।

যে সব কারণে গোছল ওয়াজিব হয় ঃ

১। মাসআলা ঃ নিদ্রিত অবস্থায় হউক বা জাগ্রত অবস্থায় হউক যৌবনের জোশের সঙ্গে যদি মনী বাহির হয়, তবে গোছল ওয়াজিব হয়। স্বামীর হাত লাগার কারণে বাহির হউক বা শুধু চিন্তা করার কারণে বা অন্য কোন কারণেই হউক না কেন, জোশের সঙ্গে মনী বাহির হইলেই গোছল ওয়াজিব হইবে।

২। মাসআলা ঃ ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল, কাপড়ে ও শরীরে লাসা ও মনী লাগিয়া রহিয়াছে, তবে কোন বদখাব দেখিয়া থাকুক বা না থাকুক গোছল করিতে হইবে।

জওয়ানির জোশের সময় প্রথমে যে পানি বাহির হয় এবং যাহা বাহির হইলে জোশ কমে না বরং আরও বাড়ে তাহাকে 'মযী' বলে। আর খুব স্ফুর্তি এবং মযা লাগিয়া অতঃপর যে পানি বাহির হয় তাহাকে 'মনী' বলে। মযী ও মনীর পার্থক্য বুঝার ইহাই উপায় যে, মনী বাহির হইয়া গেলে আগ্রহ কমিয়া যায় এবং জোশ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। আর মযী বাহির হইলে তাহাতে জোশ কমে না বরং বাড়ে। আর ইহাও এক পার্থক্য যে, মযী পাতলা হয় এবং মনী অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয়। তবে শুধু মযী বাহির হইলে তাহাতে গোছল ওয়াজিব হয় না, ওযূ টুটিয়া যায়।

৩। মাসআলা ঃ স্বামীর পেশাবের জায়গার শুধু অগ্রভাগ অর্থাৎ, খতনার জায়গাটুকু মাত্র ভিতরে ঢুকিলেই গোছল ওয়াজিব হইয়া যায়, যদিও কিছুই বাহির না হয়। যেমন সামনের রাস্তার এই হুকুম, সেই রকম যদি কোন পাপিষ্ঠ পিছনের রাস্তায় (মহাহারাম হওয়া সত্ত্বেও) ঢুকায়, তবুও মনি বাহির হউক বা নাই হউক শুধু খতনার জায়গাটুকু ঢুকিবামাত্রই গোছল ওয়াজিব হইবে। স্মরণ থাকে যে, কোন পাপাচারী স্বামী যদি পিছের রাস্তায় ঢুকাইতে চায়, তবে কিছুতেই ঢুকাইতে দিবে না; কেননা, এরকম করাতে উভয়ই মহাপাপী হয়।

৪। মাসআলা ঃ সামনের রাস্তা দিয়া মাসে মাসে যে রক্ত আসে উহাকে হায়েয বলে। যখন এই রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তখন গোছল ওয়াজিব হয়। সন্তান প্রসবের পরে যে রক্ত পড়ে তাহাকে নেফাস বলে। এই রক্ত বন্ধ হওয়ার সময়ও নেফাসের গোছল ওয়াজিব হয়। সারকথা এই যে, চারি কারণে গোছল ওয়াজিব হয়। (১) জোশের সঙ্গে মনী বহির হইলে। (২) স্বামীর বিশেষ স্থানের অগ্রভাগ ভিতরে ঢুকিলে। (৩) হায়েয এবং (৪) নেফাসের রক্ত বন্ধ হইলে।

৫। মাসআলা ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের সঙ্গে যদি ছোহ্বত করা হইয়া থাকে, তবে তাহার উপর গোছল ফরয নহে বটে, কিন্তু অভ্যাস করানোর জন্য গোছল করান উচিত।

৬। মাসআলা ঃ স্বপ্নে দেখিল যে, স্বামীর সঙ্গে ছোহ্বত করিতেছে এবং মযাও পাইয়াছে, কিন্তু সজাগ হইয়া দেখে যে মনী বাহির হয় নাই, তবে গোছল ওয়াজিব হইবে না; কিন্তু যদি মনী বাহির হইয়া থাকে, তবে অবশ্য গোছল ওয়াজিব হইবে। আর যদি কাপড় বা শরীর কিছু ভিজা ভিজা বোধ হয়, কিন্তু মনে হয় যে, ইহা মযী-মনী নহে; তবুও গোছল ওয়াজিব হইবে।

৭। মাসআলাঃ সামান্য কিছু মনী বাহির হইয়াছে, আর গোছল করিয়া ফেলিয়াছে, গোছল করার পর আবার মনী বাহির হইয়াছে, তবে আবার গোছল করিতে হইবে। কিন্তু যদি গোছল করার পর স্বামীর যে মনী রেহেমের ভিতর চলিয়া গিয়াছিল সেই মনী বাহির হয়, (আর সঠিক চিনিতে পারে যে, তাহার স্বামীর মনী) তবে আবার গোসল ওয়াজিব হইবে না, পূর্বের গোছল দুরুস্ত হইয়াছে।

৮। মাসআলাঃ কোন কারণে হয়ত মনী বাহির হয়, কিন্তু জোশ এবং খাহেশ মাত্রও থাকে না, তবে গোছল ওয়াজিব হইবে না; কিন্তু ওযূ টুটিয়া যাইবে।

৯। মাসআলাঃ স্বামী-স্ত্রী একত্রে শুইয়াছিল, সজাগ হইয়া কাপড়ে মনী দেখিতে পাইল; অথচ কাহারও মনে নাই যে, স্বপ্নে কিছু দেখিয়াছে কি না, তবে উভয়ের গোছল করিতে হইবে। কেননা, তাহাদের জানা নাই যে, ইহা কাহার মনী।

১০। মাসআলাঃ বিধর্মী মুসলমান হইলে তাহার গোছল করা মোস্তাহাব।

১১। মাসআলাঃ মোর্দাকে গোছল করাইয়া গোছল করা মোস্তাহাব।

১২। মাসআলাঃ গোছলের হাজত হওয়ার পর গোছলের পূর্বেই যদি কিছু খাইতে চায়, তবে হাত মুখ ধুইয়া এবং কুল্লি করিয়া পরে খাইবে। আর যদি কেহ এ রকম না করিয়াও খায়, তবে গোনাহ্‌গার হইবে না।

১৩। মাসআলাঃ যাহার গোছলের হাজত হইয়াছে তাহার জন্য কোরআন শরীফ ছোঁয়া বা পড়া এবং মসজিদে ঢোকা নিষিদ্ধ; কিন্তু আল্লাহ্‌র নাম লওয়া, কলেমা পড়া, দুরূদ শরীফ পড়া জায়েয।

১৪। মাসআলাঃ বে-ওযূ এবং বে-গোছলে কোরআনের তফ্‌সীর ছোঁয়া মক্‌রূহ; আর তরজমাওয়ালা কোরআন শরীফ ছোঁয়া বিলকুল হারাম।

১৫। মাসআলাঃ বে-ওযূ অবস্থাকে "হদছে আছগার" অর্থাৎ ছোট নাপাকী বলে এবং গোছল ফরয হওয়ার অবস্থাকে "হদছে আকবর" অর্থাৎ বড় নাপাকী বলে।

১৬। মাসআলাঃ হদছে আছগার দূর করিবার জন্য ওযূ করিতে হয় এবং হদছে আকবর দূর করিবার জন্য গোছল করিতে হয়।

চারি কারণে গোছল ফরয হয়ঃ

প্রথম কারণঃ মনী অর্থাৎ, বীর্য শরীর হইতে উত্তেজনার সহিত বাহির হইলে গোছল ফরয হয়—মনী স্বাভাবিক উপায়ে বাহির হউক বা অস্বাভাবিক উপায়ে বাহির হউক জাগ্রত অবস্থায় বাহির হউক বা নিদ্রিত অবস্থায়, স্বপ্নদোষ হইয়া বাহির হউক বা স্ত্রী সহবাসে, হালালভাবে বাহির হউক অথবা অন্য কোন হারাম ও নাজায়েয ও অসদুপায়ে বা কুকল্পনা, কুকর্ম, কিম্বা হস্তমৈথুন ইত্যাদি দ্বারা বাহির হউক। ফলকথা, মনী মানুষের শরীরের রাজা, এই রাজাই মানুষ জন্মাইবার বীজ, এই বীজের যদি সদ্ব্যবহার করিয়া স্ত্রী-গর্ভে বপন করে তবুও গোছল ফরয হইবে, আর যদি কেহ মহাপাপী হইয়া স্বীয় স্বাস্থ্য, শরীর এবং ঈমান নষ্ট করিয়া হস্তমৈথুন, কুকল্পনা, পুংমৈথুন, গুহ্যদ্বারে প্রবেশ, ব্যভিচার ইত্যাদি দ্বারা এই বীজের অপব্যবহার করে, তবুও গোছল ফরয হইবে। যদি স্বপ্নেও এই বীজ নষ্ট হয়, তবুও গোছল ফরয হইবে।

দ্বিতীয় কারণঃ স্ত্রী-সহবাস করিলে তো স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর গোছল ফরয হয়ই, এমন কি, যদি কেহ স্ত্রী-সহবাস করিতে উদ্যত হয় এবং পূর্ণ সহবাস না-ও করে, কিন্তু উভয়ের

লিঙ্গদ্বয়ের খতনার স্থান মিলিত হয়, তখন মনী বাহির না হওয়া সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর গোছল ফরয হইবে।

তৃতীয় কারণঃ স্ত্রীলোকের হায়েয (মাসিক ঋতুস্রাব) হইলে যখন রক্ত বন্ধ হইবে, তখন পাক হওয়ার জন্য এবং নামায পড়ার জন্য গোছল ফরয হইবে। ইহার বিস্তৃত মাসায়েল হায়েযের বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে, তথায় দেখিয়া লইবেন।

চতুর্থ কারণঃ স্ত্রীলোকের নেফাছ হইলে অর্থাৎ, সন্তান হওয়ার পর যে রক্তস্রাব হয় সেই রক্তস্রাব বন্ধ হইলে পাক হওয়ার জন্য এবং নামায পড়ার জন্য গোছল ফরয হইবে। ইহারও বিস্তারিত মাসায়েল নেফাছের বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে, তথায় দেখিয়া লইবেন।

১৭। মাসআলাঃ শরীরে উত্তেজনা আসিয়া মনী বাহির হইতে থাকিলে যদি চাপিয়া রাখে এবং পরে উত্তেজনা চলিয়া গেলে মনী বাহির হয়, তবুও যখন মনী বাহির হইবে, তখন গোছল ফরয হইবে।

১৮। মাসআলাঃ ঘুম হইতে উঠিয়া কেহ কাপড়ে ভিজা বা শুক্‌না দাগ দেখিলে স্বপ্ন দেখা স্মরণ থাকুক বা না থাকুক, তাহার উপর গোছল ফরয হইবে। এমন কি ঐ দাগ বা ভিজা, মনী কি মযী, এ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তবুও গোছল করিতে হইবে।

১৯। মাসআলাঃ যদি কাহারও খতনার সুন্নত আদায় না হইয়া থাকে এবং মনী বাহির হইয়া ঐ চামড়ার মধ্যে আটকিয়া থাকে, তবুও গোছল ফরয হইবে।

২০। মাসআলাঃ পাপিষ্ঠ পুরুষ যেমন অসদুপায়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া শরীরের রাজা নষ্ট করিলে পাপীও হইবে গোছলও ফরয হইবে, তদ্রূপ কোন পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকও যদি অসদুপায়ে অঙ্গুলি ইত্যাদি শরমগাহের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া কৃত্রিম উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তবে মনী বাহির হউক বা না হউক সেও পাপিষ্ঠা হইবে এবং তাহার উপর গোছল ফরয হইবে।

গোছল ফরয হয় নাঃ

১। মাসআলাঃ যদি কোন রোগের কারণে ধাতু পাতলা হইয়া বা কোন আঘাত লাগিয়া বিনা উত্তেজনায় ধাতু নির্গত হয়, তবে তাহাতে গোছল ফরয হয় না।

২। মাসআলাঃ স্বামী-স্ত্রী শুধু লিঙ্গ স্পর্শ করিয়া যদি ছাড়িয়া দেয়, কিছুমাত্র ভিতরে প্রবেশ না করায় এবং মনীও বাহির না হয়, তবে তাহাতে গোছল ফরয হয় না।

৩। মাসআলাঃ শুধু মযী বাহির হইলে তাহাতে কেবল ওযূ টুটিবে, গোছল ফরয হয় না।

৪। মাসআলাঃ ঘুম হইতে উঠার পর যদি স্বপ্ন ইয়াদ থাকে, কাপড়ে কোনকিছু না দেখা যায়, তবে তাহাতে গোছল ফরয হয় না।

৫। মাসআলাঃ পায়খানার রাস্তায় ঢুস-যন্ত্র লাগাইয়া যে পায়খানা করান হয়, তাহাতে গোছল ফরয হয় না।

৬। মাসআলাঃ মেয়েলোকের যে খুন জারী হয়, তাহা তিন প্রকারঃ হায়েয, নেফাস এবং এস্তেহাযা। হায়েয ও নেফাসের খুন রেহেম অর্থাৎ জরায়ু হইতে আসে, তাহাতে গোছল ফরয হয়; কিন্তু এস্তেহাযার খুন রেহেম হইতে আসে না, রোগ বশতঃ অন্য কোন রগ হইতে আসে, তাহাতে গোছল ফরয হয় না। এস্তেহাযার খুন চিনিবার উপায় এস্তেহাযার মাসায়েল দেখিয়া লইবেন।

ওয়াজিব গোছল ঃ

১। মাসআলা ঃ যদি কেহ নূতন মুসলমান হয় এবং কাফির হালাতে গোছল ফরয হইয়া থাকে, অথচ গোছল করে নাই, অথবা শরীঅত মত গোছল না করিয়া থাকে, তবে তাহার উপর গোছল ওয়াজিব হইবে।

২। মাসআলা ঃ যদি কেহ পনর বৎসর বয়সের পূর্বে বালেগ হয় অর্থাৎ, এহ্তেলাম বা স্বপ্নদোষ হয়, তাহার প্রথম এহ্তেলামের জন্য গোছল করা ওয়াজিব; কিন্তু তাহার পরে যে এহ্তেলাম হয় তাহাতে গোছল ফরয হইবে।

৩। মাসআলা ঃ মৃত মুসলমানকে গোছল দেওয়া জীবিত মুসলমানদের উপর 'ফরযে কেফায়া'।

সুন্নত গোছল ঃ

১। মাসআলা ঃ (১) জুমু'আর নামাযের জন্য। (২) ঈদের নামাযের জন্য। (৩) হজ্জ অথবা ওমরার এহ্রাম বাঁধার জন্য (৪) আর্ফার ময়দানে হজ্জ করিবার জন্য গোছল করা সুন্নত।

মোস্তাহাব গোছল ঃ

১। মাসআলা ঃ ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্য গোছল করা মোস্তাহাব (যদিও সম্পূর্ণ পাক অবস্থায় থাকে)।

২। মাসআলা ঃ ছেলে বা মেয়ে যদি বালেগ হওয়ার কোন আলামত যাহের না হয়, অথচ পনর বৎসর পূর্ণ হইয়া যায়, তবে পনর বৎসর পূর্ণ হওয়া মাত্রই বালেগ ধরা হইবে; তখন তাহার গোছল করা মোস্তাহাব হইবে।[১]

৩। মাসআলা ঃ মোর্দাকে যাহারা গোছল দেওয়াইবে, গোছল দেওয়াইয়া পরে নিজেদের গোছল করা মোস্তাহাব।

৪। মাসআলা ঃ শবে বরাতে এবং ৫। শবে ক্বদরের (রাত্রে) গোছল করা।

৬-৭। মাসআলা ঃ মদীনা শরীফ এবং মক্কা শরীফের শহরে প্রবেশ করিবার সময় গোছল করা মোস্তাহাব।

৮। মাসআলা ঃ মোয্দালিফাতে ওকূফ করিবার সময় ১০ই যিল্-হজ্জ ছোব্হে ছাদেকের পর গোছল করা। ৯। হজ্জের তওয়াফের জন্য এবং ১০। হজ্জের সময় মিনায় রমী করিবার জন্য, ১১। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ এবং বৃষ্টির নামায পড়িবার জন্য গোছল করা মোস্তাহাব।

১২। মাসআলা ঃ বিপদকালে নামায পড়িবার জন্য, ১৩। তওবার নামায পড়িবার জন্য এবং ১৪। সফর হইতে বাড়ী আসিয়া গোছল করা মোস্তাহাব।

১৫। মাসআলা ঃ কোন ভাল মাহ্ফিলে যাইবার সময় এবং নূতন কাপড় পরিবার সময় গোছল করা মোস্তাহাব।

১৬। মাসআলা ঃ যদি কাহারও প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়, তবে তাহার পক্ষে গোছল করিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়া মোস্তাহাব।

টিকা

১ ছেলে বালেগ হওয়ার আলামত এহ্তেলাম এবং মেয়ে বালেগ হওয়ার আলামত হায়েয। বালেগ হওয়ার পরই শরীঅতের সমস্ত হুকুম বর্তিবে। আর যেখানে এই আলামত না পাওয়া যাইবে সেখানে পনর বৎসর পূর্ণ হইলে আর অলামতের অপেক্ষা করা যাইবে না। পনর বৎসর পূর্ণ হওয়া মাত্রই বালেগ ধরা হইবে। কিন্তু পনর বৎসর সৌর মাস হিসাবে ৩৬৫ দিনের বৎসর নয়, চন্দ্র মাস হিসাবে ৩৫৫ দিনের বৎসর হিসাব করিবে। —অনুবাদক

বে-গোছল অবস্থার হুকুম

১। মাসআলা ঃ যাহার উপর গোছল ফরয হইয়াছে, বে-গোছল অবস্থায় তাহার কোরআন শরীফ স্পর্শ করা, কোরআন শরীফ পাঠ করা, মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। অর্থাৎ, জানাবাতের অবস্থায় এবং হায়েয-নেফাসের অবস্থায় কোরআন শরীফ পাঠ করা, স্পর্শ করা, মসজিদে প্রবেশ করা হারাম; অবশ্য যদি কাহারও মসজিদে পা রাখিবার একান্ত প্রয়োজন হয়, যেমন হয়ত মসজিদের হুজরা হইতে বাহির হইবার পথই মসজিদের ভিতর দিয়া, তাছাড়া অন্য কোন পথ নাই, অথবা কেহ হয়ত অন্য কোথাও জায়গা না পাইয়া ঠেকাবশতঃ মসজিদে নিজের বিছানায় শুইয়াছিল, রাত্রে এহ্‌তেলাম হইয়া গিয়াছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তায়াম্মুম করিয়া বাহিরে গিয়া গোছল করিবে।

২। মাসআলা ঃ ঈদ্‌গাহ, খান্‌কাহ্, মাদ্রাসাহ্, কবরস্তান ইত্যাদিতে বিনা গোছলে প্রবেশ করা অথবা কোন মুসলমানের সহিত মোলাকাত বা মোছাফাহা করা হারাম নহে।

৩। মাসআলা ঃ হায়েয এবং নেফাছ অবস্থায় সহবাস করা হারাম এবং স্বামীর জন্যও নিজ স্ত্রীর নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত দেখা বা স্পর্শ করা হারাম।

৪। মাসআলা ঃ হায়েয-নেফাছের অবস্থায় স্ত্রীর হাতের পানি পাক; একত্রে খাওয়া বা এক গ্লাসের পানি পান করা বা এক সঙ্গে ভাত খাওয়া বা চুম্বন করা বা কাপড়ের উপর দিয়া আলিঙ্গন করা বা নাভীর উপরের শরীর বা হাঁটুর নীচের শরীর স্পর্শ করা বা কাপড় আঁটিয়া পরিয়া এক বিছানায় শয়ন করা নাজায়েয নহে; বরং নাজায়েয মনে করা গুনাহ্। এই অবস্থায় আল্লাহ্‌র কালাম পড়া নাজায়েয; কিন্তু কলেমা শরীফ বা দুরূদ শরীফ পড়া, আল্লাহ্‌র যিকির করা নাজায়েয নহে।

৫। মাসআলা ঃ ঘুম হইতে উঠিয়া যদি পুরুষাঙ্গকে উত্তেজিত অবস্থায় পায় এবং স্বপ্নদোষ না হইয়া থাকে শুধু পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে কিছু মযী পাওয়া যায়, কাপড়ে বা শরীরে কোন দাগ বা ভিজা না পাওয়া যায়, তবে গোছল ফরয হইবে না। আর যদি কাপড়ে বা শরীরে দাগ বা ভিজা পায় তবে গোছল ফরয হইবে।

৬। মাসআলা ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক পরিষ্কার বিছানায় শুইয়াছিল। ঘুম হইতে উঠিয়া বিছানায় দাগ দেখিতে পাইল, কিন্তু কাহারও স্বপ্নদোষের কথা মনে নাই বা কাহার মনী তাহাও ঠিক করিতে পারে না, এমতাবস্থায় উভয়ের গোছল করিতে হইবে।

৭। মাসআলা ঃ ফরয গোছল আদায়কালে যদি বেপর্দা না হইয়া কোন উপায় না থাকে তবে পুরুষ সমাজে পুরুষ এবং স্ত্রী সমাজে স্ত্রী বেপর্দা হইয়া গোছল করিবে। কিন্তু পুরুষ সমাজে স্ত্রী বা স্ত্রী সমাজে পুরুষ উলঙ্গ হইবে না, তখন তায়াম্মুম করিবে।

বে-ওযূ অবস্থার মাসায়েল

১। মাসআলা ঃ বিনা ওযূতে কোরআন শরীফ অথবা ছিপারা স্পর্শ করা মক্‌রূহ তাহ্‌রীমী। এরূপে কোরআন অথবা ছিপারার কোন পাতা এবং জিল্‌দ স্পর্শ করাও মক্‌রূহ তাহ্‌রীমী। পাতার যে যে স্থানে লেখা না থাকে সে সে স্থানে স্পর্শ করাও মাকরূহ তাহ্‌রীমী। কিন্তু অন্য কোন

কিতাবের কোন পাতায় যদি কোরআনের কোন আয়াত অথবা আয়াতের অংশ লেখা থাকে, তবে কোরআনের আয়াতটুকু স্পর্শ করা জায়েয নহে; সেইটুকু বাদ দিয়া অন্য জায়গা স্পর্শ করা জায়েয আছে।

২। মাসআলা ঃ বিনা ওযূতে কোরআনের আয়াত স্পর্শ করা যেমন মাক্রূহ্ তদ্রূপ হাতের দ্বারা লেখাও মাকরূহ্।

৩। মাসআলা ঃ না-বালেগ ছেলে-মেয়েরা যদিও মোকাল্লাফ নহে, কিন্তু তাহাদিগকেও ওযূ করিয়া ছিপারা কোরআন শরীফ ধরিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং ওযূ টুটিয়া গেলে পুনরায় ওযূ করার তালীম দেওয়া উচিত।

৪। মাসআলা ঃ হাদীস, তফসীর, ফেকাহ্ ও তাসাওওফের কিতাব ওযূ করিয়া ধরাই উত্তম। কিন্তু এই সব কিতাবে কোরআনের আয়াত লেখা থাকিলে তাহাও বিনা ওযূতে স্পর্শ করিলে গোনাহ্ হইবে, তাছাড়া অন্য জায়গা স্পর্শ করিলে গোনাহ্ হইবে না, আদবের খেলাফ হইবে।

৫। মাসআলা ঃ ইঞ্জীল, তৌরাত ইত্যাদি মনছুখ আসমানী কিতাবগুলিও বিনা ওযূতে স্পর্শ করা দুরুস্ত নহে।

৬। মাসআলা ঃ ওযূ করার পর যদি সন্দেহ হয় যে, কোন একটি অঙ্গ যেন ধোয়া হয় নাই, তবে সন্দেহ দূর করিবার জন্য সেই অঙ্গটি ধুইয়া লইলেই চলিবে। কিন্তু যদি কাহারও প্রায়ই অনর্থক এইরূপ অছঅছা হয়, তবে সে অছঅছার কোন এ'তেবার করা উচিত নহে। ওযূ ঠিক হইয়াছে মনে করা উচিত।

৭। মাসআলা ঃ মসজিদের ভিতর ওযূ-গোছলের পানি অথবা কুল্লির পানি ফেলা দুরুস্ত নহে।

৮। মাসআলা ঃ পেশাব-পায়খানার পর অথবা বায়ু নির্গত হইলে অথবা ঘুম হইতে উঠিয়া তৎক্ষণাৎ ওযূ করিয়া লওয়া ভাল; কিন্তু না করিলে গোনাহ্গার হইবে না।

আহকামে শরা'র শ্রেণীবিভাগ

শরীঅতে যতগুলি হুকুম আছে, তাহা মোট ৮ ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ—১। ফরয, ২। ওয়াজিব, ৩। সুন্নত, ৪। মোস্তাহাব, ৫। হারাম, ৬। মাক্রূহ্ তাহ্‌রীমী, ৭। মাকরূহ্ তান্‌যিহী, ৮। মোবাহ বা জায়েয।

১। যে কাজে খোদার তরফ হইতে সুনিশ্চিতরূপে করিবার আদেশ করা হইয়াছে তাহাকে 'ফরয' বলে। ফরয কাজ যে না করিবে দুন্‌ইয়াতে তাহাকে ফাছেক বলা হইবে এবং আখেরাতে সে শাস্তির উপযুক্ত হইবে। ফরয অস্বীকারকারী কাফের।

ফরয কাজ যথা ঃ কলেমা, নামায, রোযা, যাকাৎ, হজ্জ, অঙ্গীকার (ওয়াদা) পালন করা, আমানতের হেফাযত করা, সত্য কথা বলা, রুযী হালাল খাওয়া, এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা করা, তবলীগ করা, জেহাদ করা ইত্যাদি।

ফরয দুই প্রকার, যথা ঃ—ফরযে-আয়েন ও ফরযে-কেফায়া।

ফরযে-আয়েন উহাকে বলে—যে কাজ প্রত্যেক বালেগ বুদ্ধিমান নর-নারীর উপর সমভাবে ফরয। যেমন, পাঞ্জেগানা নামায পড়া, আবশ্যক পরিমাণ এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা করা, জুমু'আর নামায পড়া ইত্যাদি।

ফরযে কেফায়া উহাকে বলে, যাহা কতক লোক পালন করিলে সকলেই গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবে; কিন্তু যদি কেহই পালন না করে, তবে সকলেই ফরয তরকের জন্য গোনাহ্‌গার হইবে, আর যাহারা পালন করিবে তাহারা ফরযেরই ছওয়াব পাইবে যেমন, জানাযার নামায পড়া, মৃত ব্যক্তিকে কাফন-দাফন করা, আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা করা, ইসলাম প্রচার করা, ইস্‌লামী খেলাফত স্থাপন করা, ইস্‌লামী নেযাম রক্ষার্থে ইমাম বা আমীরুল মু'মিনীন নিযুক্ত করা ইত্যাদি।

২। ওয়াজিব কাজ ফরযের মত অবশ্য কর্তব্য। ফরয তরক করিলে যেমন ফাছেক ও গোনাহ্‌গার হইতে হইবে এবং শাস্তির উপযুক্ত হইবে, ওয়াজিব তরক করিলেও তদ্রূপ ফাছেক ও গোনাহ্‌গার হইতে হইবে এবং শাস্তির উপযুক্ত হইবে। শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, ফরয অস্বীকার করিলে কাফের হইবে, কিন্তু ওয়াজিব অস্বীকার করিলে কাফের হইবে না, ফাছেক হইবে। যেমন, বেতরের নামায পড়া,' কোরবানী করা, ফেৎরা দেওয়া ইত্যাদি।

৩। যে কাজ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁহার আছহাবগণ করিয়াছেন, তাহাকে "সুন্নত" বলে। সুন্নত দুই প্রকারঃ সুন্নতে মোয়াক্কাদা এবং সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা। যে কাজ রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁহার আছহাবগণ সব সময় করিয়াছেন, বিনা ওযরে কোন সময় ছাড়েন নাই, উহাকে সুন্নতে মোয়াক্কাদা বলে; যেমন আযান, এক্কামত, খতনা, নেকাহ ইত্যাদি। সুন্নতে মোয়াক্কাদা আমলের দিক দিয়া ওয়াজিবেরই মত; অর্থাৎ, যদি কেহ বিনা ওযরে সুন্নতে মোয়াক্কাদা ত্যাগ করে অথবা তরক করার অভ্যাস করে, তবে সে ফাসেক ও গোনাহ্‌গার হইবে এবং হযরতের খাছ শাফাআত হইতে বঞ্চিত থাকিবে; কিন্তু ওয়াজিব তরকের গোনাহ্ অপেক্ষা কম গোনাহ্ হইবে এবং কখনও ওযরবশতঃ ছুটিয়া গেলে তাহা ক্বাযা করিতে হইবে না। ওয়াজিব ওযরবশতঃ ছুটিলে ক্বাযা করিতে হইবে। যে কাজ হযরত রসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁহার আছহাবগণ করিয়াছেন, কিন্তু ওযর ছাড়াও কোন কোন সময় তরক করিয়াছেন, তাহাকে সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা বলে। (সুন্নতে যায়েদা, সুন্নতে আদীয়াও বলে) ইহা করিলে ছওয়াব আছে, কিন্তু না করিলে আযাব নাই।

৪। যে কাজ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁহার আছহাবগণ করিয়াছেন, কিন্তু হামেশা বা অধিকাংশ সময় করেন নাই কোন কোন সময় করিয়াছেন তাহাকে 'মোস্তাহাব, বলে। ইহা করিলে ছওয়াব আছে না করিলে গোনাহ্ বা আযাব নাই। মোস্তাহাবকে নফল বা মন্দুবও বলা হয়।

৫। হারাম ফরযের বিপরীত। যদি কেহ হারাম কাজ অস্বীকার করে অর্থাৎ যদি কেহ হারাম কাজকে হালাল এবং জায়েয মনে করে, তবে সে কাফের হইবে। আর যদি বিনা ওযরে হারাম কাজ করে কিন্তু অস্বীকার না করে অর্থাৎ হারামকে হালাল মনে না করে, তবে সে কাফের হইবে না, ফাসেক হইবে, শাস্তির উপযুক্ত হইবে। হারাম কাজ; যথাঃ শূকর, শরাব, ঘুষ, যিনা, চুরি, ডাকাতি, আমানতে খেয়ানত, মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, অন্যায় অত্যাচার করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, স্বামীর অবাধ্য হওয়া, স্ত্রী-পুত্রের বা মা-বাপের, ভাই-বোনের হক্ আদায় না করা, এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা না করা, নামায না পড়া, যাকাত না দেওয়া, হজ্জ না করা ইতাদি।

৬। মাকরূহ্ তাহ্‌রীমী ওয়াজিবের বিপরীত। মাকরূহ্ তাহ্‌রীমী অস্বীকার করিলে কাফের হইবে না, ফাসেক হইবে। যদি কেহ বিনা ওযরে মাকরূহ্ তাহ্‌রীমী কাজ করে, তবে সে ফাসেক হইবে এবং আযাবের উপযুক্ত হইবে।

৭। মাক্‌রূহ্ তান্‌যিহী না করিলে ছওয়াব আছে করিলে আযাব নাই।

৮। মোবাহ্ কাজে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে স্বাধীনতা এবং এখতিয়ার দান করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহা ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলে করিতে পারে, ইচ্ছা না করিলে না করিতে পারে, করিলেও ছওয়াব নাই, না করিলেও আযাব নাই। মোবাহ্ কাজ যথাঃ মাছ মাংস খাওয়া, পানাহার করা, শাদী বিবাহ করা, কৃষি কর্ম করা, ব্যবসায় বাণিজ্য করা, দেশ ভ্রমণ করা, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি দর্শন করা ইত্যাদি। মোবাহ্ কাজের সঙ্গে যদি ভাল নিয়ত ও ভাল ফল সংযুক্ত হয়, তবে তাহা ছওয়াবের কাজ হইয়া যায় আর যদি মন্দ ফল সংযুক্ত হয়, তবে তাহা গোনাহ্‌র কাজ হইয়া যায়। যথা—যদি কেহ এল্‌ম হাছেল করিবার জন্য, ইসলামের খেদমত করিবার জন্য, জেহাদ ও তব্‌লীগ করিবার জন্য, পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া ব্যায়াম করিয়া শরীর মোটাতাজা ও স্বাস্থ্য ভাল করে, তবে সে ছওয়াব পাইবে। আর যদি কেহ পরস্ত্রী দর্শন করিবার জন্য ভ্রমণ করে বা নাজায়েয খেলায় যোগদান করে, তবে তাহাতে গোনাহ্ হইবে।

শরীঅত ও তরীক্বতের যত হুকুম আহ্‌কাম আছে, সব চারিটি দলীলের দ্বারা প্রাণিত হইয়াছে; যথাঃ—কোরআন, হাদীস, এজমা, ক্বিয়াস। এই চারিটি দলীলের বাহিরে কোন দলীল নাই। সুন্নতের দুই অর্থ। এক অর্থ উপরে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ হযরতের যে কোন তরীক্বা (নীতি) তাহা ফরয হউক বা ওয়াজিব বা সুন্নত হউক। এই অর্থেই বলা হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ শাদী-বিবাহ (দ্বারা সংসারের যাবতীয় বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া ধর্ম-জীবন যাপন) করা আমার একটি সুন্নত। এই সুন্নত যে অমান্য করিবে সে আমার উম্মতভুক্ত নহে।

পানি ব্যবহারের হুকুম

১। মাসআলাঃ পানির সঙ্গে কোন নাপাক জিনিস মিশ্রিত হইয়া যদি পানির রং গন্ধ, স্বাদ এই তিনিটি গুণই (ছিফাতই) বদলাইয়া ফেলে, তবে সেই পানি কোনরূপেই ব্যবহার করা দুরুস্ত নহে। গরু,গাধাকে পান করানও দুরুস্ত নহে, এবং মাটিতে বা চুন-সুরকিতে মিশাইয়া কাজ করাও দুরুস্ত নহে। আর যদি তিনটি গুণ না বদলাইয়া থাকে, দুইটি বা একটি বদলিয়া থাকে, তবে সেই পানি গরু ঘোড়াকে পান করান বা মাটিতে মিশাইয়া কাজ করা জায়েয আছে, কিন্তু এইরূপ পানি মিশ্রিত মাটি বা কাদার দ্বারা মসজিদ লেপা দুরুস্ত নহে।

২। মাসআলাঃ নদী, খাল, বিল, হ্রদ, সমুদ্র এবং যে ঝর্ণা বা পুষ্করিণীর কোন মালিক নাই, অথবা কেহ পুষ্করিণী বা কূপ খনন করিয়া আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ওয়াক্‌ফ্ করিয়া দিয়াছে, এই সমস্ত পানিই জাতি ধর্ম, দেশ-কাল নির্বিশেষে সর্বসাধারণ ব্যবহার করিতে পারিবে। কাহারও নিষেধ করিবার কোনই অধিকার নাই। অবশ্য যদি কেহ এমনভাবে পানি ব্যবহার করিতে চায়, যাহাতে সর্বসাধারণের ক্ষতির আশঙ্কা আছে; যেমন, যদি কেহ পুষ্করিণী হইতে খাল কাটিয়া গ্রাম ডুবাইয়া ফেলিতে চাহে, তবে তাহার জন্য জায়েয হইবে না। এইরূপ নাজায়েয কাজে তাহাকে বাধা প্রদান করিতে হইবে এবং বাধা প্রদান করিবার অধিকার সর্বসাধারণের আছে। —শামী

৩। মাসআলা ঃ কাহারও নিজস্ব জমিতে যদি ঝর্ণা, পুষ্করিণী, কূপ, হাউয বা কাটা খাল থাকে তবে সেই পানি হইতে পান করিবার, কাপড় ধুইবার, ওযূ-গোছল করিবার, থালা বাসন ধুইবার, পাক করিবার, গরু বাছুরকে খাওয়াইবার বা কলস ভরিয়া নিয়া বাড়ীর গাছের গোড়ায় ঢালিবার পানি নিতে কাহাকেও বাধা দিতে পারিবে না। কেননা, পানির মধ্যে সকলেরই হক আছে। অবশ্য যদি গরু মহিষ এত অধিক পরিমাণে কেহ আনে যে, তাহাতে পানি ফুড়াইয়া যাইবার বা পুষ্করিণী বা কূপের ক্ষতি হইবার আশংকা হয়, তবে বাধা দিতে পারিবে আর যদি সে পানি নিতে বাধা দেয় না বটে, কিন্তু সে তাহার জমিতে আসিতে বাধা দেয়, তবে দেখিতে হইবে যে, নিকটবর্তী কোথাও পানি পাওয়া যায় কিনা, এবং তদ্দ্বারা সহজে লোকের প্রয়োজন মিটিতে পারে কি না। যদি অন্যত্র লোকের প্রয়োজন মিটিবার বন্দোবস্ত সহজে হয়, তবে ত ভালই, নতুবা এই পানিওয়ালাকে বলা হইবে যে, হয় তোমার কোন ক্ষতি কেহ করিবে না এই শর্তে লোকদের পানি নিয়া তাহাদের যরূরত পুরা করিতে দাও, নতুবা তাহাদের যরূরত মোয়াফেক পানি তুমি নিজে বাহির করিয়া লোকদিগকে পৌঁছাইয়া দাও। অবশ্য এই শ্রেণীর পানি মালিকের বিনা অনুমতিতে কেহ বাগিচা বা ক্ষেতে দিতে পারি না। এরূপ করিলে মালিক তাহাতে বাধা দিতে পারিবে ; পানির যে হুকুম, যে সব ঘাস আপনা হইতে উৎপন্ন হয়, (চাষ বা বীজ বপন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় না) তাহারও সেই হুকুম। কিন্তু যে সব গাছপালা কাহারও জমিতে তাহার রোপণ ছাড়াই জন্মিবে তাহার মালিক জমিনওয়ালা হইবে। আর যে সব ঘাস সে চাষ, বপন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, তাহার মালিকও জমিনওয়ালাই হইবে।

৪। মাসআলা ঃ কাহারও কূপের পানির দ্বারা কেহ তাহার ক্ষেতে বা বাগিচায় পানি দিতে চাহিলে সেই পানির মূল্য লওয়া কূয়াওয়ালার জন্য জায়েয কিনা সে সম্বন্ধে ইমামগণের মতভেদ আছে। বলখ দেশের ইমামগণ জায়েযেরই ফৎওয়া দিয়াছেন।

৫। মাসআলা ঃ নদী হইতে বা কূপ হইতে পানি তুলিয়া কেহ তাহার বাল্‌তি, মোশক লোটা বা কলসে রাখিল, তখন সেই তাহার মালিক হইয়া গেল। তাহার বিনা অনুমতিতে সে পানি খরচ করা অন্য কাহারও জন্য জায়েয হইবে না। অবশ্য যদি কাহারও পানির পিপাসায় প্রাণনাশের উপক্রম হয় এবং পানিওয়ালা তার প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী পানি থাকা সত্ত্বেও পানি না দেয়, তবে বল পূর্বক হইলেও তাহার নিকট হইতে পানি ছিনাইয়া লইয়া যান বাঁচাইতেই হইবে। কিন্তু পরে এই পানির পরিবর্তে পানি অথবা তাহার মূল্য তাহাকে দিয়া দিতে হইবে। (খাবারও এই হুকুম, কাহারও খানা তাহার বিনা অনুমতিতে দেওয়া ত জায়েয নাই, কিন্তু যদি তাহার নিকট তাহার প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী থাকে অথচ আপন একজন লোক ক্ষুধায় মরিতেছে তাহা সত্ত্বেও সে খুশীতে দেয় না, তখন বলপূর্বক তাহার নিকট হইতে খানা ছিনাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইবে; অবশ্য পরে মূল্য দিয়া দিতে হইবে।)

৬। মাসআলা ঃ যে পানি পিপাসা নিবারণের জন্য খাছ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা দ্বারা ওযূ বা গোছল করা জায়েয নহে। (অবশ্য যদি বেশী পানি থাকে, তবে জায়েয হইতে পারে। কিন্তু যে পানি ওযূ বা গোছলের জন্য রাখা হয়, তাহা দ্বারা পিপাসা নিবারণ করা জায়েয আছে।)

৭। মাসআলা ঃ কূপে যদি দুই একটি ছাগলের লেদী পড়িয়া যায় এবং তাহা আলাদাই বাহির করিয়া ফেলা হয়, তবে তাহাতে কূপ নাপাক হইবে না। (এই হুকুম শুধু ছাগলের লেদীর জন্য, গরুর গোবরের জন্য নহে।)

পাক-নাপাকের আরও কতিপয় মাসায়েল

১। **মাসআলা** ঃ ধান মাড়াইবার সময় গরু চনাইলে বা লেদাইলে তাহাতে ধান নাপাক হইবে না। যরূরতের কারণে শরীঅতে মা'ফ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অন্য কোন সময় ধানের মধ্যে গরুর চনা বা লেদা মিশিলে ধান নিশ্চয়ই নাপাক হইয়া যাইবে। —শরহে তন্‌বীর

২। **মাসআলা** ঃ না ধুইয়া কাফিরদের (হিন্দু বা ইংরেজের) কাপড়ে বা বিছানায় নামায পড়া মাকরূহ্, তাহাদের হাঁড়ি পাতিলে পাক করিয়া খাওয়া বা তাহাদের পাত্রে পানাহার করা বা তাহাদের হাতের তৈয়ারী জিনিস খাওয়া মাকরূহ্ কিন্তু যে পর্যন্ত বিশেষ কোন প্রমাণ বা নিদর্শন না পাওয়া যাইবে, সে পর্যন্ত শুধু সন্দেহের বশীভূত হইয়া হারাম বা নাপাক বলা যাইবে না।

৩। **মাসআলা** ঃ কেহ কেহ বাঘের চর্বি ব্যবহার করে এবং উহাকে পাক মনে করে, উহা দুরুস্ত নহে। অবশ্য যদি কোন দ্বীনদার পারদর্শী চিকিৎসক বলেন যে, এই চর্বি ছাড়া অমুক রোগের অন্য কোন ঔষধ নাই, তবে, চর্বি ব্যবহার করিতে পারিবে বটে, কিন্তু নামাযের সময় ধুইয়া ফেলিবে। কোন হারাম জিনিসের দ্বারা ঔষধ করা জায়েয নহে। কিন্তু যদি কোন অভিজ্ঞ ঈমানদার চিকিৎসক বলেন যে, অমুক হারাম জিনিস ব্যতীত এই রোগের অন্য কোন ঔষধ নাই, তবে তাহার জন্য রোখ্ছত (মা'ফ) শরীঅতের পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে। যেমন, পিপাসায় জীবন যায় এমন ব্যক্তির জন্য অন্য কোন বস্তু না পাইলে শরাবের দ্বারা পিপাসা নিবারণ করিয়া জীবন বাঁচাইবার এজাযত দেওয়া হইয়াছে।)

৪। **মাসআলা** ঃ রাস্তা ঘাটে বা বাজারে চলিবার সময় যে পানি বা কাদার ছিটা কাপড়ে বা শরীরে লাগে তাহাকে নাপাক বলা যাইবে না, (যরূরতের কারণে শরীঅতের পক্ষ হইতে মা'ফ।) অবশ্য যদি ঐ কাদার মধ্যে নাপাক কোন জিনিস দেখা যায়, তবে তাহা নাপাক বটে, ফৎওয়া ত ইহাই। কিন্তু মোত্তাকী লোকদের জন্য যাহাদের হাটে বাজারে যাওয়ার অভ্যাস কম যাঁহারা সাধারণতঃ খুব পাক ছাফ থাকেন, তাঁহাদের গায়ে বা কাপড়ে যদি এই কাদা বা পানির ছিটা লাগে, তবে তাহাতে নাপাক কোন জিনিস দেখা না গেলেও তাহা ধুইয়া লওয়াই উচিত। —দুঃ মুখতার

৫। **মাসআলা** ঃ নাপাক কোন জিনিস (যেমন গোবর ইত্যাদি) জ্বালাইলে উহার ধূঁয়া, বাষ্প, ছাই পাক। অতএব, ঐ ধূঁয়া এক জায়গায় জমাইয়া তাহা দ্বারা যদি কোন জিনিস তৈয়ার করা হয়, তাহাও পাক। যেমন, নওশাদর সম্পর্কে বলা হয় যে, নাপাক বস্তুর ধূঁয়া হইতে প্রস্তুত হয়। —শামী

৬। **মাসআলা** ঃ নাজাছাতের উপর পতিত ধুলা বালি পাক, যদি উহার আর্দ্রতায় উহা ভিজিয়া না যায়। —রদ্দুল মোহ্‌তার

মাসআলা ঃ সব নাপাকই হারাম, কিন্তু সব পাক হালাল নহে বা সব হারামও পাক নহে; যেমন বিছমিল্লাহ্ বলিয়া উদ যবাহ করিলে উহার চামড়া এবং গোশ্‌ত পাক বটে কিন্তু হালাল নহে। তদ্রূপ কবুতরের বিট নাপাক নহে, কিন্তু হালাল নহে।

৭। **মাসআলা** ঃ নাজাছাত হইতে যে বাষ্প উঠে উহা পাক। —দুর্‌রে মুখতার; ফলের মধ্যে (আম, ইক্ষু ইত্যাদিতে) যে-সব পোকা জন্মে তাহা নাপাক নহে। কিন্তু ঐ সব পোকা খাওয়া জায়েয নহে। —রদ্দুল মোহ্‌তার

৮। মাসআলাঃ খাওয়ার পাক জিনিস (যেমন পোলাও কোরমা ইত্যাদি) গান্দা হইয়া বদ্‌বুদার হইয়া গেলে তাহা নাপাক হয় না, কিন্তু স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশংকায় খাওয়া জায়েয নহে।

৯। মাসআলাঃ ঘুমের সময় মানুষের মুখ দিয়া যে লালা বাহির হয় তাহা নাপাক নহে।

১০। মাসআলাঃ মৃগনাভী (মেশ্‌ক্‌) নাপাক নহে, পাক।

১১। মাসআলাঃ হালাল জীবের আণ্ডার ভিতরের ভাগ খারাব হইলেও আণ্ডা না ভাঙ্গা পর্যন্ত উহাকে নাপাক ধরা হইবে না। —হেদায়া

১২। মাসআলাঃ সাপের খোলস পাক। —আলমগীরী

১৩। মাসআলাঃ যে পানি দ্বারা কোন নাপাক জিনিস ধৌত করা হয়, সে পানি নাপাক হইয়া যায়, তাহা প্রথমবার ধৌত করা হউক, বা দ্বিতীয়বার ধৌত করা হউক বা তৃতীয়বার ধৌত করা হউক; কিন্তু পার্থক্য এতটুকু যে, যদি প্রথমবারের ধৌত করা পানি কোন কাপড়ে লাগে, তবে সেই কাপড় পাক করিতে তিনবার ধুইতে হইবে, আর যদি দ্বিতীয়বারের ধৌত করা পানি লাগিয়া থাকে, তবে দুইবার ধুইলে পাক হইবে এবং যদি তৃতীয়বারের ধৌত করা পানি লাগিয়া থাকে, তবে একবার ধুইলেই পাক হইয়া যাইবে।

১৪। মাসআলাঃ মৃতকে যে পানির দ্বারা গোছল দেওয়া হইয়াছে তাহা নাপাক।

১৫। মাসআলাঃ সর্পের দেহের সঙ্গে যুক্ত চামড়া নাপাক। —আলমগীরী

১৬। মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির মুখের লালা নাপাক। —আলমগীরী

১৭। মাসআলাঃ এক পল্লা কাপড়ে যদি নাপাকী লাগে এবং তাহার দুই দিকে দেখা যায় এবং কোন দিকেরই পরিমাণ মা'ফের পরিমাণের চেয়ে বেশী না হয়, কিন্তু দুই দিকের দুইটি পরিমাণ যোগ করিলে মা'ফের পরিমাণের চেয়ে বেশী হইয়া যায়, তবে তাহা মা'ফই থাকিবে; দুই দিকের পরিমাণ যোগ করা হইবে না; কিন্তু যদি দোপল্লা কাপড় হয় বা একই কাপড়ের দুই জায়গায় নাপাকী লাগে এবং দুই দিকের নাপাকী যোগ করিলে মা'ফের পরিমাণের চেয়ে বেশী হইয়া যায়, তবে তাহা মা'ফ করা হইবে না। —শামী

১৮। মাসআলাঃ বকরী দোহাইবার সময় যদি দুই একটি লেদী দুধের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং পড়া মাত্রই বাহির করিয়া ফেলা হয়, তবে তাহা মা'ফ। এরূপ গাভী দোহনের সময় যদি সামান্য কিছু শক্ত গোবর পড়িয়া যায় এবং পড়ামাত্র বাহির করিয়া ফেলা যায়, তবে তাহাও মা'ফ। কিন্তু যদি লেদী বা গোবর দুধের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যায়, তবে সম্পূর্ণ দুধ নাপাক হইয়া যাইবে, তাহা খাওয়া জায়েয হইবে না।

১৯। মাসআলাঃ ৪/৫ বৎসরের বালক ওযূ সম্বন্ধে কিছু জানে না, তাহাদের ওযূর পানি এবং পাগলের ওযূর পানি ব্যবহৃত পানি বলিয়া ধর্তব্য হইবে না।

২০। মাসআলাঃ পাক-ছাফ কোন জিনিস ধুইলে সেই ধোয়া পানি দ্বারা ওযূ বা গোছল জায়েয। অবশ্য যদি পানি গাঢ় না হইয়া থাকে এবং প্রচলিত কথায় ইহাকে "মায়ে মতলক" অর্থাৎ শুধু পানি বলা হয়। বাসন-কোষণে যদি খাদ্যবস্তু লাগিয়া থাকে উহার ধোয়া পানি দ্বারা ওযূ গোছল জায়েয হওয়ার শর্ত হইল পানির তিনটি গুণের দুইটি গুণ থাকা চাই যদিও একটি বদলিয়া যায়। যদি দুইটি বদলিয়া যায়, তবে জায়েয নহে।

২১। মাসআলা ঃ যে পানি ওযূতে ব্যবহার করা হইয়াছে সেই পানি পান করা এবং খাদ্য-দ্রব্যে ব্যবহার করা মাক্রূহ্। ইহা দ্বারা ওযূ গোছল করা দুরুস্ত নাই। কিন্তু নাপাক কোন জিনিস ধোয়া দুরুস্ত আছে।

২২। মাসআলা ঃ যমযমের পানি দ্বারা বে-ওযূ লোকের ওযূ করা বা যাহার গোছলের হাজত হইয়াছে, তাহার গোছল করা উচিত নহে। এইরূপে উহার দ্বারা নাপাক কোন জিনিস ধৌত করা ও এস্তেঞ্জা করা মাকরূহ; কিন্তু যদি একান্ত ঠেকা পড়ে এবং যমযমের পানি ব্যতীত অন্য পানি এক মাইলের মধ্যে পাওয়া না যায়; তবে ঐ পানি দ্বারাই যরূরত পুরা করিতে হইবে।

২৩। মাসআলা ঃ মেয়েলোকের ওযূ বা গোছলের অবশিষ্ট পানির দ্বারা পুরুষ লোকের ওযূ বা গোছল করিতে নাই। যদিও এইরূপ করিলে আমাদের মযহাব অনুসারে তাহার ওযূ-গোছল হইয়া যাইবে, কিন্তু হাম্বলী মাযহাবে হইবে না। কাজেই অন্য ইমামের এখ্‌তেলাফ হইতেও বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে ভাল।

২৪। মাসআলা ঃ যে-স্থানে কোন সম্প্রদায়ের উপর খোদার গযব ও আযাব নাযিল হইয়াছে। যেমন, আদ-ছামূদ জাতি তথাকার পানি দ্বারাও ওযূ না করা ভাল। কিন্তু অন্য পানির অভাবে ওযূ করিতে না পারায় যদি নামাযই ছুটিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তবে ঐ পানির দ্বারাই ওযূ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। যেমন, যমযমের পানির হুকুম।

২৫। মাসআলা ঃ তন্দুর (চুলা) নাপাক হইলে আগুন জ্বালাইলে পাক হইয়া যায় বটে; কিন্তু যে পর্যন্ত নাপাকের চিহ্ন দেখা যাইবে, সে পর্যন্ত পাক হইবে না।

২৬। মাসআলা ঃ নাপাক স্থানে অন্য মাটি ফেলিলে যদি নাপাকী নীচে চাপা পড়ে এবং নাপাকীর গন্ধ না আসে, তবে ঐ মাটির উপরিভাগকে পাকই ধরা যাইবে।

২৭। মাসআলা ঃ নাপাক তেল বা চর্বি দ্বারা প্রস্তুত সাবান পাক।

২৮। মাসআলা ঃ ফোঁড়া বা যখমে পানি লাগিলে যদি ক্ষতি করে, তবে ঐ স্থানটুকু শুধু ভিজা কাপড় দ্বারা মুছিয়া দিলেই চলিবে, ভাল হওয়ার পরও ধোয়া যরূরী হইবে না।

২৯। মাসআলা ঃ শরীরে, কাপড়ে, চুলে বা দাড়িতে যদি নাপাক রং লাগে, তবে উহা ধুইতে হইবে। যখন রংহীন সাদা পানি বাহির হইবে, তখন রংয়ের চিহ্ন থাকিলেও শরীর, কাপড়, দাড়ি পাক হইয়া যাইবে।

৩০। মাসআলা ঃ যে দাঁত পড়িয়া গিয়াছে সেই দাঁত যদি আবার কোন ঔষধ দ্বারা জমাইয়া দেওয়া যায়, তবে পাকই ধরিতে হইবে। যে ঔষধ দ্বারা জমাইয়াছে তাহা যদি কিছু নাপাকও হয়, তবুও তাহা পাক হইয়া যাইবে। তদ্রূপ যদি হাড় ভাঙ্গিয়া যায় এবং অন্য কোন নাপাক জানোয়ারের হাড় দ্বারা জোড়া দেওয়া হয় বা কোন যখম, কোন নাপাক জিনিসের দ্বারা ভরিয়া দেওয়া হয়, এমতাবস্থায় যখন ভাল হইবে তখন উহা আর বাহির করার দরকার নাই, শরীরের সঙ্গে মিশিয়া আপনা-আপনি পাক হইয়া যাইবে।

৩১। মাসআলা ঃ নাপাক তেল চর্বি বা ঘি যদি কোন জিনিসে লাগে এবং এত পরিমাণ ধোয়া হয় যে, ছাফ পানি বাহির হইতে থাকে, তবে কিছু তেলতেলা বাকী থাকিলেও সে জিনিস পাক হইয়া যাইবে।

৩২। মাসআলা ঃ পানিতে নাপাকী পড়ার কারণে যদি পানি ছিটাইয়া যায় এবং সেই ছিটা গায়ে বা কাপড়ে লাগে, কিন্তু তাহাতে নাপাকীর কোন আছর না দেখা যায়, তবে তাহাতে শরীর বা কাপড় নাপাক হইবে না।

৩৩। মাসআলা ঃ দোপাল্লা কাপড়ের বা তূলাভরা কাপড়ের এক দিক যদি নাপাক হইয়া যায় এবং উভয় পাল্লা সেলাই করা হয়, তবে পাক পাল্লার উপরও নামায হইবে না। কিন্তু যদি সেলাই করা না হয়, তবে এক পাল্লা নাপাক হওয়ার কারণে অন্য পাল্লা নাপাক হইবে না; কাজেই যদি পাক পাল্লায় নামায পড়ে, তবে নামায হইবে, কিন্তু তাহার জন্য শর্ত এই যে, উপরের পাক পাল্লা এত মোটা হওয়া চাই যাহাতে নাপাকীর রং দেখা না যায় এবং গন্ধ টের না পাওয়া যায়।

৩৪। মাসআলা ঃ মুরগী বা কোন হালাল জীব যবাহ্ করিয়া পেট ছাফ করার আগে যদি গরম পানিতে সিদ্ধ করা হয়, তবে তাহা নাপাক ও হারাম হইয়া যাইবে, তাহা পাক করার আর কোন উপায় নাই। যেমন, ইংরেজ ও তাহাদের সমস্বভাবী লোকেরা করিয়া থাকে।

৩৫। মাসআলা ঃ ক্বেব্‌লা তরফ মুখ বা পিঠ করিয়া পেশাব-পায়খানা করা মকরূহ্। চন্দ্র বা সূর্যের দিকে মুখ বা পিঠ করিয়া পেশাব-পায়খানা করাও মকরূহ্। পুকুর বা খালের নিকট যদিও মলমূত্র পানিতে না যায় এবং যে গাছের ছায়ায় গরমের সময় লোকেরা আশ্রয় লয়, যে গাছের ফল-ফুল লোকের উপকারে আসে, যে জায়গায় বসিয়া শীতের সময় রোদ পোহায়, গরু মহিষের পালের মধ্যে, মসজিদ বা ঈদগাহের এত নিকটে যেখান হইতে দুর্গন্ধ মসজিদে বা ঈদগাহে আসিতে পারে, কবরস্থানে, যে স্থানে ওযূ বা গোছল করে, রাস্তার মধ্যে, বাতাসের রোখের দিকে, গর্তের মধ্যে, রাস্তার নিকটে এবং লোকসমাগমের নিকটে প্রভৃতি স্থানে পেশাব-পায়খানা করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। মোটকথা, যাহা লোক যাতায়াতের স্থান বা যেখানে পেশাব-পায়খানা করিলে জনসাধারণের বা নিজের তক্‌লীফ হইতে পারে, অথবা পেশাব-পায়খানা করিলে নাপাকী বহিয়া নিজের দিকে আসে, এমন জায়গায় পেশাব-পায়খানা করা মকরূহ্।

পেশাব-পায়খানার সময় নিষিদ্ধ কাজ ঃ

১। মাসআলা ঃ পেশাব-পায়খানার সময় কথা বলিতে নাই। অকারণে কাশিবে না। কোরআনের আয়াত বা হাদীসের টুক্‌রা বা অন্য কোন তা'যীমের উপযুক্ত কালাম পাঠ করিতে নাই। আল্লাহ্‌র নাম, রসূলের নাম বা অন্য কোন পয়গম্বরের নাম; ফেরেশ্‌তার নাম বা কোরআনের আয়াত বা হাদীসের টুকরা বা অন্য দো'আ কালাম লিখিত কোন জিনিস পেশাব-পায়খানার সময় সঙ্গে রাখিবে না; অবশ্য যদি কাপড়ে মোড়ান, তাবীযে ঢাকা, জেবের মধ্যে থাকে, তবে মক্‌রূহ্ হইবে না। অকারণে শুইয়া বা দাঁড়াইয়া পেশাব-পায়খানা করা মক্‌রূহ্। যরূরত অপেক্ষা অধিক উলঙ্গ হইয়া বা একেবারে উলঙ্গ হইয়া পেশাব-পায়খনা করা মকরূহ্। ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা অর্থাৎ পাক করা মকরূহ্।

এস্তেঞ্জা ও কুলূখের বস্তু ঃ

১। মাসআলা ঃ পেশাবের পর কুলূখ ব্যবহার করা এ জমানায় পুরুষদের জন্য প্রায় ওয়াজিবের সমতুল্য। কেননা, কুলূখ না লইলে পেশাবের (ফোঁটা আসা বন্ধ না করিলে পরে) ফোঁটা আসিয়া কাপড় নাপাক করিয়া ফেলিতে পারে, ওযূ নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। কাজেই ফোঁটা আসা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কুলূখ লওয়া যরূরী। কিন্তু সাবধান! কুলূখ লইবার সময় নির্লজ্জ হইবে না। কারণ লজ্জা ঈমানের একটি প্রধান অঙ্গ। মেয়েলোকদের জন্য পেশাবের কুলূখের

দরকার নাই। পায়খানার কুলূখ ব্যবহার করা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য সুন্নত। (কুলূখ দ্বারা নাপাকী মুছিয়া ফেলিয়া পরে পানি দ্বারা শৌচ করিবে।)

২। **মাসআলা** ঃ হাড়, খাদ্যদ্রব্য, ছাগলের লেদী, গরুর গোবর বা অন্য কোন নাপাক জিনিস, একবার যে ঢিলা বা পাথর কুলূখের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা, পাকা ইট, ঠিকরি (চাঁড়া) পাকা, কাঁচ, কয়লা, চুনা, লোহা, সোনা, রূপা, যে জিনিসে ছাফ করে না সেইরূপ জিনিস যেমন, সিরকা, তৈল, চর্বি ইত্যাদি; গরু মহিষের খাদ্য যেমন, খড়, ঘাস,ভূষি ইত্যাদি; মূল্যবান জিনিস দাম অল্পই হউক বা বেশী হউক যেমন, নূতন কাপড়, গোলাপ পানি ইত্যাদি; মানুষের কোন অঙ্গ যেমন, চুল, হাড্ডী, গোশ্‌ত, ইত্যাদি; মসজিদের চাটাই, খড়কুটা, ঝাটা ইত্যাদি; গাছের পাতা, কাগজ, তাহা লেখা হউক বা অলেখা হউক; যমযমের পানি, অন্যের কোন জিনিস যেমন, কাপড়, পানি ইত্যাদি দ্বারা তাহার সন্তুষ্টি ও অনুমতি ছাড়া কুলূখ লওয়া মক্‌রূহ্ এবং নাজায়েয। তূলা এবং অন্যান্য এমন জিনিস যাহা দ্বারা মানুষ এবং তাহার পশুর উপকারে আসে ইত্যাদি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা মকরূহ্।

৩। **মাসআলা** ঃ পানি, মাটি, পাথর, মূল্যহীন কাপড় (নেক্‌ড়া) এবং অন্য যে কোন জিনিস যাহার কোন মূল বা সম্মান নাই এবং যাহার দ্বারা নাপাকী ছাফ হইতে পারে উহাদের দ্বারা এস্তেঞ্জা ও কুলূখ লওয়া জায়েয।

যমীমা—পরিশিষ্ট

এল্‌ম শিক্ষার ফযীলত

এল্‌ম অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ, হুকুম-আহ্‌কাম যাহা কোরআন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে বা ইমামগণ যে-সব বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অবগত হওয়া।

১। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ ○ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
অর্থ—যাহারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূলকে বিশ্বাস করিবে এবং যাহারা (ধর্ম) জ্ঞান অর্জন করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের দর্‌জা অনেক বাড়াইয়া দিবেন।

২। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ ○ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ
অর্থ—বল, যাহারা (ধর্ম) জ্ঞান অর্জন করিয়াছে এবং যাহারা (ধর্ম) জ্ঞান অর্জন করে নাই তাহারা কি সমান হইতে পারে? (কখনও নয়।)

১। হাদীস ঃ (جامع صغير) - طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ
অর্থ—এল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, (সে পুরুষ হউক আর নারীই হউক। ফরয তরক করা কবীরা গোনাহ্, ফরয তরক্কারী ফাসেক)।

২। হাদীস ঃ - مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَّاللهُ يُعْطِىْ
অর্থ—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল চান তাহাকে ধর্মজ্ঞান দান করেন। (ফয়েয দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কেহ নাই।) তবে আমি শুধু এসব বন্টনকারী মাত্র, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা দানকারী। —বোখারী, মোসলেম

৩। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ মানবের মৃত্যুর পর তাহার সব আমল খতম হইয়া যায়। (অর্থাৎ, আমল করিবার শক্তি থাকে না; কাজেই ছওয়াব হাছিল করিবার এবং মর্তবা

বাড়াইবারও আর কোন ক্ষমতা থাকে না) কেবল মাত্র তিনটি আমলের ছওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে (এবং তৎকারণে তাহার মর্তবাও বাড়িতে থাকে।) ১ম ছদকায়ে জারিয়া; যেমন নেক কাজের জন্য কোন সম্পত্তি আল্লাহ্‌র নামে ওয়াক্‌ফ করিয়া যাওয়া। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মসজিদ, মোসাফিরখানা, মাদ্রাসা ইত্যাদি তৈরী করিয়া দেওয়া। ২য়, এল্‌ম; যদ্দ্বারা লোকের উপকার হয়; যেমন, ধর্ম-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, ধর্ম বিষয়ক কিতাব লিখিয়া প্রচার করা ইত্যাদি। ৩য়, নেক সন্তান, যে পিতামাতার জন্য দো'আ করিতে থাকে। —মোসলেম শরীফ

৪। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এল্‌মে দ্বীন হাছিল করার নিয়তে কোন ব্যক্তি যেপথ অতিক্রম করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য উহা বেহেশ্‌তের পথ অতিক্রমের মধ্যে গণ্য করিবেন। অর্থাৎ, এল্‌মের উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণে বা মাদ্রাসা মসজিদ বা খানক্কায় গমনে যেপথ চলা হয় তাহা যেন বেহেশ্‌তেরই পথ চলা হইতেছে এবং বেহেশ্‌তের পথই তৈয়ার হইয়াছে'। ফেরেশ্‌তাগণ (খাঁটি) তালেবে এল্‌মগণকে (এল্‌ম অন্বেষণকারীগণকে) এত ভক্তি করেন এবং ভালবাসেন যে, তাহাদের জন্য নিজেদের বাজু বিছাইয়া দেন। খাঁটি আলেমদের এতবড় মর্তবা যে, তাহাদের জন্য জমীন ও আসমানের বাসিন্দা সকলেই দো'আ করে। এমন কি, পানির মাছও তাঁহাদের জন্য দো'আ করে। (কারণ দুনিয়াতে সকলের ভালাই আলেমদের উছিলায়।) আলেম আর আবেদের তুলনা এইরূপঃ আলেম যেন পূর্ণিমার চন্দ্র, আর আবেদ যেন একটি নক্ষত্র। পূর্ণিমার চন্দ্রের আলো এবং অন্য একটি নক্ষত্রের আলোতে যে তফাত, আলেম ও আবেদের মধ্যেও সেই তফাত। (এখানে আবেদ অর্থ—যিনি শুধু নামায রোযা প্রভৃতি এবাদতের মাসআলাসমূহের নিয়ম-পদ্ধতি জানেন, এল্‌ম চর্চায় মশ্‌গুল থাকেন না; আর আলেম অর্থ—যিনি তদুপরি অনেক বেশী এল্‌ম জানেন এবং এল্‌ম চর্চায় জীবনযাপন করেন।) আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ (নায়েবে রসূল)। পয়গম্বরগণ মীরাস সূত্রে কোন টাকা, পয়সা, সোনা-রূপা, জমিজমা রাখিয়া যান নাই, তাঁহারা শুধু এল্‌ম রাখিয়া গিয়াছেন। কাজেই যে ব্যক্তি এল্‌ম হাছিল করিয়াছে, সে অনেক বড় দৌলত হাছিল করিয়াছে।

৫। **হাদীসঃ** আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে-আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ 'রাত্রে ঘন্টা খানেক এল্‌ম চর্চা করা সারা রাতের এবাদত অপেক্ষা উত্তম।' এই হাদীসের অর্থ এ নয় যে, নফল এবাদত একেবারে ছাড়িয়া দিয়া কেবল কিতাব পড়ার মধ্যেই লিপ্ত থাকিবে। ইহার অর্থ—নফল এবাদতও সঙ্গে সঙ্গে কিছু করা চাই, নতুবা এল্‌মের মধ্যে নূর পৌঁছিবে না; কিন্তু আলেম ও তালেবে এল্‌মগণের এল্‌মের চর্চায়ই অনেক সময় খরচ করা চাই। কারণ, এল্‌মের মর্তবা অনেক বড় এবং ইহাতে পরিশ্রম অনেক বেশী।

৬। **হাদীসঃ** 'ওয়ায়েল তাহার জন্য, যে এল্‌ম হাছিল করে নাই।' ওয়ায়েলের দুই অর্থঃ ১। দোযখের এক নাম। ২। খারাবী, অতএব, হাদীসের অর্থ এই হইল যে, ওয়ায়েল নামক দোযখ তাহাদের জন্য যাহারা এল্‌মে দ্বীন হাছিল করে নাই, অথবা যাহারা এল্‌মে দ্বীন হাছিল করে না, তাহাদের জন্য শুধু খারাবীই রহিয়াছে। এই মর্মেই শেখ, সা'দী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

سر انجام جاهل جهنم بود   كه جاهل نكو عاقبت كم بود

'জাহেলের পরিণাম দোযখ। কেননা, যাহারা এল্‌ম হাছিল করে নাই জাহেল হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ভাগ্যে হোছ্‌নে খাতেমা (অর্থাৎ, ঈমানের সঙ্গে জীবনযাপন এবং ঈমানের সঙ্গে-মৃত্যুবরণ) খুব কমই জুটে।'

৭। **হাদীস**ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয়পাত্রকে কিছুতেই দোযখে ফেলিবেন না। —(জামে ছগীর) এই মর্মেই জনৈক আরবী শায়ের বলিয়াছেনঃ

حَسْبُ الْمُحِبِّيْنَ فِى الدُّنْيَا عَذَابُهُمْ

تَـاللهِ لاَعَـذَّبَـتْـهُـمْ بَعْـدُ سَقَـرُ

অর্থাৎ, খোদার কসম! আল্লাহ্র প্রিয়গণকে দোযখ আযাব করিতে পারিবে না! কেননা, আল্লাহ্র প্রিয়গণ দুনিয়াতে যে সমস্ত কষ্ট (বিপদ-আপদ) সহ্য করে তাহা তাহাদের কোন পাপ থাকিলে তাহা মা'ফ করিবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয় হইতে হইলে প্রথমতঃ এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা করা দরকার। তারপর চিরজীবন আল্লাহ্র আশেক হইয়া, আল্লাহ্র হুকুমগুলি রীতিমত পালন করিয়া, আল্লাহ্কে রাযী রাখিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করা আবশ্যক। দৈবাৎ যদি কখনও কোন গুনাহ্র কাজ হইয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ তওবা করা দরকার।

৮। **হাদীস**ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে আমার উম্মতগণ! তোমরা লোকদিগকে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র বানাইতে থাক অর্থাৎ, লোকদিগকে ধর্ম শিক্ষা দান করিয়া আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের পথে ধাবিত করিতে থাক, তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে স্বীয় প্রিয়পাত্র (ওলী) করিয়া লইবেন। —কানযোল ওম্মাল

৯। **হাদীস**ঃ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি এল্‌ম শিক্ষা করিয়া সেই এল্‌ম অনুযায়ী আ'মল করিবে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে এমন এল্‌ম দান করিবেন, যাহা সে জানিত না। অর্থাৎ, এল্‌মের উপর খাঁটিভাবে আ'মল করিলে আল্লাহ্র তরফ হইতে এল্‌মে-লাদুন্নি এবং এল্‌মে-আসরার দান করা হইবে।

১০। **হাদীস**ঃ আলেমের চেহ্রা দর্শন করাও এক এবাদত। —দাইলামী।

১১। **হাদীস**ঃ আলেম যদি তাহার এল্‌মের দ্বারা শুধু একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত করে, তবে সেই আলেমকে এমন হায়বত দান করা হয় যে, তাহাকে সকলেই ভয় এবং ভক্তি করে।

১২। **হাদীস**ঃ খাঁটি আলেমগণ যদি আউলিয়া না হন, তবে অন্য কেহই আল্লাহ্র ওলী হইতে পারে না। অর্থাৎ, যে-সমস্ত আলেম এল্‌ম পড়িয়া আমল করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলী। —বোখারী

১৩। **হাদীস**ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ আল্লাহ্ চির উজ্জ্বল করিয়া রাখুন, ঐ ব্যক্তির চেহ্রা, যে আমার বাণী শ্রবণ করিবে এবং অবিকল যেমন শুনিয়াছে তেমনই অন্যকে পৌঁছাইয়া দিবে। অর্থাৎ, কোনরূপ কম-বেশী না করিয়া অবিকল হাদীস অন্যকে যিনি শিক্ষা দিবেন তিনি হযরতের এই দো'আ পাইবেন। সোব্হানাল্লাহ্! কত বড় কিস্‌মত। কত বড় দৌলত! যাহারা এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা দিবে তাহারাই এই দো'আর পাত্র হইবে। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানেরই হযরতের দো'আর প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা করা দরকার।

১৪। **হাদীস**ঃ যে ব্যক্তির হাতে একজনও মুসলমান হইবে, সে নিশ্চয়ই বেহেশ্‌তী হইবে। অর্থাৎ, কাহারও চেষ্টার দ্বারা একটি মাত্র লোক মুসলমান হইলেও সে বেহেশ্‌তে যাইবে। —তাঃ

১৫। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি ৪০টি হাদীস শিক্ষা করিয়া আমার উম্মতকে পৌঁছাইবে অর্থাৎ, শিক্ষা দিবে, তাহার জন্য ক্বিয়ামতের মাঠে আমি খাছভাবে শাফা'আত করিব।

১৬। হাদীসঃ إِنَّ اللهَ يَكْرَهُ الْحِبْرَ السَّمِيْنَ ○

'আল্লাহ্ তা'আলা (অলস ও আরাম প্রিয়, দ্বীনের খেদমতে তৎপর নহে এরূপ) মোটা আলেমকে ভালবাসেন না। (যদি কেহ সৃষ্টিগতভাবে মোটা হয়, অথচ দ্বীনের খেদমতের কাজ স্ফূর্তির সহিত করে; তবে তাহার উপর এই 'ওঈদ' [ধমক] প্রয়োগ হইবে না।)

১৭। হাদীসঃ সর্বাপেক্ষা বেশী আযাব সেই আলেমের হইবে, যে নিজের এল্ম দ্বারা কাজ লয় নাই অর্থাৎ, দ্বীনের কাজ করে নাই। —জামে ছগীর

১৮। হাদীসঃ দোযখের মধ্যে একটি ভীষণ গর্ত আছে, যাহা হইতে স্বয়ং দোযখও দৈনিক চারি শতবার খোদার নিকট পানাহ্ চায়, সেই গর্তের মধ্যে রিয়াকারী আলেমগণকে নিক্ষেপ করা হইবে অর্থাৎ, যাহারা নামের জন্য, ইয্যতের জন্য, অর্থ সঞ্চয়ের জন্য এল্মে-দ্বীন শিক্ষা করিবে তাহাদিগকে দোযখের উক্ত গর্তে নিক্ষেপ করা হইবে।

১৯। হাদীসঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে-মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) বলেন, আলেমগণ যদি এল্মের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন, তবে নিশ্চয় আলেমগণই জমানার সরদার হইতেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়! আলেমগণ পার্থিব লোভের বশীভূত হইয়া দুনিয়াদারের কাছে গিয়া বে-ইয্যত হন। নির্লোভ আলেমদের প্রতি আপনা হইতেই ভক্তির উদ্রেক হয়। পক্ষান্তরে লোভী স্বার্থপর আলেমের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই অভক্তির সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে অন্যান্য বাজে চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ধর্মের উন্নতির এবং এক আখেরাতের চিন্তা করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার যাবতীয় কাজ সুসমাধা করিয়া দিবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার নানা চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কোনই পরওয়া করিবেন না, অবশেষে সে ঐ সব চিন্তার সাগরে ডুবিয়া বিনাশ হইবে।

আজকাল সাধারণতঃ লোকে চিন্তা করে যে, এল্মে-দ্বীন পড়িলে ইয্যতেরও অভাব হইবে এবং রুযি রোযগারেরও অভাব হইবে। উপরের হাদীসটিতে এইরূপ সংসারীদের সন্দেহ রোগের ঔষধ বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব, হে মুসলেম ভ্রাতা-ভগ্নিগণ! ভীত হইবেন না, নির্ভীকচিত্তে আগ্রহের সহিত নিজেদের ছেলেমেয়েদের এল্মে-দ্বীন শিক্ষা দিবেন। নিশ্চয় জানিবেন, এল্মে দ্বীন হাছিল হইলে রিয্ক বা ইয্যতের অভাব হইবে না। রিয্কের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। দুনিয়ার জীবন চিরস্থায়ী নহে।

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے　　یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

আখেরাতের বাড়ীই চিরস্থায়ী বাড়ী। সুতরাং সেই আসল বাড়ীর যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা প্রত্যেক বুদ্ধিমানেরই একান্ত কর্তব্য।

২০। হাদীসঃ সোমবারে এল্ম্ তলব কর। এরূপ কথাই বৃহস্পতিবারের সম্বন্ধেও আসিয়াছে। অর্থাৎ, সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার এল্মের সবক বা এল্মের কোন কাজ শুরু করা ভাল।

—কানযোল ওম্মাল

২১। হাদীসঃ যে কেহ অন্যকে একটি আয়াত শিক্ষা দিল, সে যেন তাহার প্রভু হইয়া গেল। অর্থাৎ, ওস্তাদের হক্ অনেক বেশী। শাগ্রিদের উচিত ওস্তাদকে প্রভুর মত ভক্তি করা। বাস্তবিক

পক্ষে মানব দুনিয়াতেও দোযখের আগুনে দগ্ধ হইবার উপযুক্ত থাকে, ওস্তাদই তাহাকে ধর্ম-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বেহেশ্‌তের পথ প্রদর্শন করেন।

২২। হাদীসঃ যে-ব্যক্তি কোন মাসআলা অবগত আছে, তাহার কাছে সেই মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে যদি সে না বলে, তবে কিয়ামতের দিন তাহাকে আগুনের লাগাম পরাইয়া দেওয়া হইবে।

২৩। হাদীসঃ যে ছেলে কোরআনের হাফেয হইবে, কোরআন শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী চলিবে, তাহার মা-বাপকে কিয়ামতের দিন এত এত সম্মান দান করা হইবে যে, তাহাদের টুপীর উজ্জ্বলতা সূর্যের আলোকের ন্যায় সারা পৃথিবী আলোকিত করিবে।

২৪। হাদীসঃ যে বংশের একটি ছেলে হাফেয হইবে, তাহার সুপারিশে তাহার বংশের এমন দশজন বেহেশ্‌তে যাইবে, যাহাদের জন্য দোযখ নির্ধারিত হইয়াছিল।

ওযূ-গোসলের ফযীলত

১। হাদীসঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি ওযূ শুরু করিবার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িবে। (بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ‘বিস্‌মিল্লাহ্ ওয়াল হামদুলিল্লাহ্ পড়া আরও ভাল,) এবং প্রত্যেক অঙ্গ ধুইবার সময় আশ্‌হাদু-আল্‌-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু ওয়া-আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া-রাসূলুহু পড়িবে এবং ওযূ শেষ করিয়া পড়িবেঃ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

অর্থাৎ, হে খোদা! আমাকে তওবাকারী এবং পাক-পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তাহার জন্য বেহেশ্‌তের আটটি দরওয়াজাই খুলিয়া দেওয়া হইবে। সে মনের আনন্দে যে দরওয়াজা দিয়া ইচ্ছা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। আর যদি এইরূপ ওযূ করার পর দুই রাকা‘আত তাহিয়্যাতুল ওযূ নামায হুযূরীয়ে ক্বলব (একাগ্রতার) সহিত বুঝিয়া পড়িয়া যখন এই নামায হইতে ফারেগ হয়, তখন তাহার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দেওয়া হয় এবং সে নবজাত শিশুর ন্যায় বে-গোনাহ্ হইয়া যায়।

২। হাদীসঃ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ ○

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, পাক-ছাফ থাকা ঈমানের (এবং ইসলাম ধর্মের) অর্ধেক অংশ।

৩। হাদীসঃ যে ব্যক্তি ওযূকালে দুরূদ শরীফ পাঠ না করিবে, তাহার ওযূ কামেল হইবে না।

৪। হাদীসঃ যে ঈমানদার খাঁটি দেলে ওযূ করিবে—সে যখন মুখ ধুইবে, তখন পানির শেষ ফোটার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর দ্বারা যত ছগীরা গুনাহ্ হইয়াছে, সব মা'ফ হইয়া যাইবে। তৎপর যখন দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুইবে, তখন পানির শেষ ফোটার সঙ্গে সঙ্গে হাতের দ্বারা যত ছগীরা গোনাহ্ হইয়াছে, সব মা'ফ হইয়া যাইবে। তারপর যখন পা দুইখানি ধুইবে তখন পায়ের দ্বারা যত ছগীরা গোনাহ্ হইয়াছে, পানির শেষ ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সে সব গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যাইবে। এইরূপ ওযূ শেষ করিয়া সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ বে-গোনাহ্ নিষ্পাপ হইয়া যাইবে। —মোসলেম শরীফ

৫। হাদীসঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় খাদেম হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেনঃ ‘হে আনাস! তুমি ফরয গোসল করিবার সময় খুব ভাল করিয়া গোসল করিবে, (শরীরে একটি পশমের স্থানও যেন শুক্‌না না থাকে। কারণ, একটি পশমের স্থানও শুক্‌না থাকিলে দোযখের আযাব ভোগ করিতে হইবে।) যদি তুমি (এইভাবে) উত্তমরূপে গোসল কর, তবে গোসলের স্থান হইতে এইরূপে বাহির হইবে যে, তোমার

সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত আনাস (রাঃ) আরয করিলেন, হুযূর উত্তমরূপে গোসল করার অর্থ কি? হুযূর (দঃ) বলিলেন, চুল এবং পশমের গোড়াগুলিকে খুব ভাল করিয়া ভিজাইবে এবং সমস্ত শরীর খুব ভাল করিয়া (ডলিয়া মলিয়া ময়লা) ছাফ করিয়া গোসল করিবে। অতঃপর হযরত (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিলেন, প্রিয় বৎস, সব সময় ওযূর সঙ্গে থাকিবার চেষ্টা করিও। যদি ইহা পার, তবে বড়ই ফযীলতের জিনিস। কেননা, যাহার মৃত্যু ওযূর হালাতে হইবে, তাহাকে শহীদের মর্তবা দান করা হইবে।

—আবু ইয়ালা

৬। হাদীসঃ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ ○

অর্থ—মো'মিন বন্দার হাত পায়ে যাহার যে পর্যন্ত ওযূর পানি পৌঁছিবে ক্বিয়ামতের দিন তাহাকে সে পর্যন্ত নূরের অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করিয়া দেওয়া হইবে।

ওযূর সময় পড়িবার দো'আ

[নিম্নের দো'আগুলি মূল কিতাবে নাই, তবে শিখিয়া লইয়া আমল করা ভাল।]

ওযূর শুরুতে—আঊযুবিল্লাহ্, বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া এই দো'আ পড়িবেঃ —অনুবাদক

بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَّالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَّالْكُفْرُ بَاطِلٌ ○

'মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি। সকল প্রশংসাই তাঁহার জন্য যিনি (আমাকে) ইসলামের উপর রাখিয়াছেন। ইসলাম আলো, কুফ্‌র অন্ধকার; ইসলামই সত্য ধর্ম, কুফ্‌র মিথ্যা।

মাঝে মাঝে—কলেমা শাহাদত; দুরূদ শরীফ ও এই দো'আ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ ○

'আয় আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও, আমার বাসস্থান কোশাদা ও শান্তিময় করিয়া দাও এবং আমার রূযিতে বরকত দাও।'

কব্জি পর্যন্ত হাত ধুইবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَالْهَلَكَةِ ○

'আয় আল্লাহ্! আমাকে বরকত ও মঙ্গল দান কর এবং বে-বরকতী ও অমঙ্গল হইতে রক্ষা কর। কুল্লি করিবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَكَثْرَةِ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الصَّلٰوةِ عَلٰى حَبِيْبِكَ ○

'আয় আল্লাহ্! এই মুখ দিয়া অনেক বেশী করিয়া তোমার যিক্‌র ও তোমার শোক্‌র করিবার তৌফিক দাও এবং বেশী করিয়া ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াৎ ও তোমার পিয়ারা হাবীবের প্রতি অধিক পরিমাণে দুরূদ পড়িবার তৌফীক দাও।'

নাকে পানি দিবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِّىْ رَاضٍ وَّلَا تُرِحْنِىْ رَائِحَةَ النَّارِ ○

'আয় আল্লাহ্। এই নাকের দ্বারা যেন বেহেশ্‌তের খোশ্‌বু লইতে পারি, আর তুমি যেন আমার উপর রাযী থাক, আর দোযখের বদবু ও ঘ্রাণ যেন লইতে না হয়।'

মুখমণ্ডল ধুইবার সময় পড়িবেঃ ○ اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ
'আয় আল্লাহ্! সেই দিন আমার চেহ্‌রাকে উজ্জ্বল রাখিও যেদিন অনেক লোকের (ধার্মিকদের) চেহ্‌রা উজ্জ্বল এবং অনেক লোকের (অধার্মিকদের) চেহ্‌রা মলিন হইবে।'

ডান হাতের কনুইর উপর পর্যন্ত ধুইবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا ○

'আয় আল্লাহ্। আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দিও এবং আমার হিসাব সহজ করিয়া দিও।'

বাম হাত কনুইর উপর পর্যন্ত ধুইবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ ○

'আয় আল্লাহ্। আমার আমলনামা আমার বাম হাতেও দিও না বা পিছনের দিকেও দিও না।'

মাথা মছ্‌হে করিবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِىْ بِرَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَاَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ ○

'আয় আল্লাহ্! তোমার রহ্‌মত দ্বারা আমাকে ঢাকিয়া লও এবং তোমার বরকত আমার উপর নাযিল কর এবং যে দিন তোমার ছায়া ও আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোন ছায়া ও আশ্রয় পাওয়া যাইবে না, সে দিন দয়া করিয়া তোমার আশ্রয়ে, তোমার আরশের নীচে আমাকে একটু স্থান দান করিও।'

কান মছ্‌হে করিবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ○

'আয় আল্লাহ্! যাহারা ভাল কথা শুনে ও তদনুযায়ী আমল করে, আমাকে তাহাদের দলভুক্ত করিয়া রাখিও, (যেন আমিও ঐ কাজ করিতে পারি।)'

গর্দান মছ্‌হে করিবার সময় পড়িবেঃ ○ اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ

'আয় আল্লাহ্! দোযখের আগুন হইতে আমার গর্দানকে ছুটাইয়া লও। (আমাকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাও।)'

ডান পা ধুইবার সময় পড়িবেঃ ○ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَىَّ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ

'আয় আল্লাহ্! ছেরাতে মোস্তাক্বীমের (ইসলামের সরল রাস্তার) উপর আমাকে দৃঢ়পদ রাখিও।' বাম পা ধুইবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْيِىْ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِىْ لَنْ تَبُوْرَ ○

'আয় আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও। আমার আমল কবূল কর। আমার (জীবনরূপ) ব্যবসায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিও না। (লাভবান করিয়া দাও।)'

ওযূ শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া সূরা-ইন্না আন্‌যালনা ও এই দো'আ পরিবেঃ

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

অর্থাৎ, 'আয় আল্লাহ্! তুমি পবিত্র, তোমারই প্রশংসা, (তোমারই স্তুতি, আমি তোমারই দাস,) তোমার নিকট ক্ষমা চাই, (তোমারই দিকে লক্ষ্য আমার,) তোমারই দিকে আমি ফিরি; আমি

সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই এবং আমি ইহার সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র বন্দা ও রসূল। আয় আল্লাহ্! আমাকে সর্বদা তওবাকারী ও পাক-পবিত্রদের শ্রেণীভুক্ত রাখিও এবং তোমার ভক্ত বন্দাদের (ছালেহীন) শ্রেণীভুক্ত রাখিও এবং ক্বিয়ামতের দিন যে সব নেক বন্দার আদৌ কোন ভয় বা চিন্তা থাকিবে না আমাকেও সেই দলভুক্ত রাখিও।'

হাদীস শরীফে আছেঃ اَلْوُضُوْءُ سَلَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'ওযূ মোমিনের হাতিয়ার;' কাজেই দুনিয়ার ও আখেরাতের কামিয়াবীর উছীলা হইল পাক-ছাফ ও ওযূ-গোসল। সুতরাং পাক-ছাফ ও ওযূ-গোসলের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

দ্বিতীয় খণ্ড

নাজাছাত হইতে পাক হইবার মাসায়েল

[নাজাছাত অর্থ নাপাকী, অপবিত্রতা]

১। **মাসআলা ঃ** নাজাছাত দুই প্রকার—গলীযা এবং খফীফা। নাজাছাতে গলীযা অর্থ—খুব বেশী নাপাক, সামান্য লাগিলেই ধৌত করার হুকুম রহিয়াছে। নাজাছাতে খফীফা অর্থ—কিছু কম এবং হাল্‌কা নাপাক।

২। **মাসআলা ঃ** রক্ত, মানুষের মল-মূত্র মনী (বীর্য, শুক্র), কুকুর-বিড়ালের পেশাব ও পায়খানা, শূকরের মাংস, পশম ও হাড় ইত্যাদি ; ঘোড়া, গাধা, মহিষ, বকরী ইত্যাদি সকল প্রকার পশুর মল ; হাঁস, মুরগী এবং পানিকড়ির মল, গাধা, খচ্চর ইত্যাদি হারাম পশুর পেশাব নাজাছাতে গলীযা।

৩। **মাসআলা ঃ** দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব-পায়খানও নাজাছাতে গলীযা।

৪। **মাসআলা ঃ** হারাম পক্ষীর পায়খানা এবং গরু, মহিষ, বকরী ইত্যদি হালাল পশুর পেশাব এবং ঘোড়ার পেশাব নাজাছাতে খফীফা।

৫। **মাসআলা ঃ** মুরগী, হাঁস, পানিকড়ি ব্যতীত অন্যান্য হালাল পক্ষীর পায়খানা পাক। যথা—কবুতর, চড়ুই, শালিক ইত্যাদি। চামচিকার পেশাব এবং পায়খানা উভয়ই পাক।

৬। **মাসআলা ঃ** পাতলা প্রবহমান নাজাছাতে গলীযা এক দের্‌হাম পর্যন্ত শরীরে বা কাপড়ে লাগিলে মা'ফ আছে। ভুলে বা অন্য কোন ওযরে যদি এক দের্‌হাম পরিমাণ নাজাছাতসহ নামায পড়ে, তবে নামায হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বেচ্ছায় এইরূপ নাজাছাতসহ নামায পড়া মকরূহ্‌। ভুলে এক দের্‌হামের বেশী নাজাছাতসহ নামায হইবে না, দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে।

নাজাছাতে গলীযা যদি গাঢ় হয় যেমন, পায়খানা, মুরগী ইত্যাদির লেদ যদি ওজনে সাড়ে চার মাষা বা তদপেক্ষা কম হয়, তবে না ধুইয়া নামায জায়েয হইবে। ইহার বেশী হইলে না ধুইয়া নামায দুরুস্ত হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** নাজাছাতে খফীফা যদি শরীরে বা কাপড়ে লাগে, তবে যে অঙ্গে লাগিয়াছে সেই অঙ্গের চারি ভাগের এক ভাগের কম হইলে মা'ফ আছে, পূর্ণ চারি ভাগের এক ভাগ হইলে বা তাহার চেয়ে বেশী হইলে মা'ফ নাই। মা'ফের অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে। কাপড়ের অঙ্গ যথা—আস্তিন, কল্লি, দামন ইত্যাদি। শরীরের অঙ্গ যথা—হাত, পা ইত্যাদি। এই সমস্তের চারি ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা কম হইলে তাহা মা'ফ আছে। কিন্তু পূর্ণ চারি ভাগের এক বা তাহার বেশী হইলে তাহা মা'ফ নাই, না ধুইয়া নামায হইবে না।

৮। মাসআলাঃ নাজাছাত কম হউক বা বেশী হউক পানিতে অল্প নাজাছাতে গলীযা পড়িলে, ঐ পানিও নাজাছাতে গলীযা হইবে এবং নাজাছাতে খফীফা পড়িলে নাজাছাতে খফীফা হইবে।

৯। মাসআলাঃ কাপড়ে নাপাক তৈল লাগিলে যদি ইহার পরিমাণ এক দের্‌হাম অপেক্ষা কম হয়, তবে উহা মা'ফ হইবে। কিন্তু যদি দুই এক দিন পর বিস্তৃত হইয়া এক দের্‌হাম পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে উহা ধোয়া ওয়াজিব হইবে; না ধুইয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না।

১০। মাসআলাঃ মাছের রক্ত নাপাক নহে। ইহা কাপড়ে বা শরীরে লাগিলে কোন ক্ষতি নাই। মশা এবং ছারপোকার রক্তও নাপাক নহে।

১১। মাসআলাঃ চোখে ভাসে না এমন সূচের আগার মত বিন্দু বিন্দু পেশাবের ছিটা কাপড়ে বা শরীরে লাগার সন্দেহ হইলে তাহাতে কোন দোষ নাই। ইহাতে কাপড় বা শরীর ধোয়া ওয়াজিব নহে।

১২। মাসআলাঃ নাজাছাত দুই প্রকার—গাঢ় এবং তরল। গাঢ় নাজাছাত (যেমন পায়খানা, রক্ত) কাপড়ে বা শরীরে লাগিলে তাহা পাক করিবার নিয়ম এই যে, নাজাছাতের স্থান এমনভাবে ধুইবে যেন দাগ না থাকে। যদি মাত্র একবার ধোয়াতেই দাগ চলিয়া যায়, তবুও পাক হইয়া যাইবে, তিনবার ধোয়া ওয়াজিব হইবে না; কিন্তু একবারে দাগ চলিয়া গেলে আরও দুইবার ধোয়া এবং দুইবারে দাগ চলিয়া গেলে তৃতীয়বার ধোয়া মোস্তাহাব। মোটকথা, একবার বা দুইবারে দাগ চলিয়া গেলে পাক হইয়া যাইবে, তবে তিনবার পূর্ণ করা মোস্তাহাব।

১৩। মাসআলাঃ যদি এমন কোন নাজাছাত লাগিয়া থাকে যে, তিন চারি বার ধোয়া সত্ত্বেও এবং নাজাছাত চলিয়া গিয়া পরিষ্কার হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও কিছু দাগ বা কিছু দুর্গন্ধ থাকিয়া যায়, তাহাতে কোন দোষ নাই। সাবান প্রভৃতি লাগাইয়া দাগ বা দুর্গন্ধ দূর করা ওয়াজিব নহে।

১৪। মাসআলাঃ পানির মত তরল নাজাছাত লাগিলে, তাহা পাক করিবার নিয়ম এই যে, অন্ততঃ তিনবার ধুইবে ও প্রত্যেকবার ভাল করিয়া নিংড়াইবে। তৃতীয় বার খুব জোরে নিংড়াইবে। ভালমত না নিংড়াইলে কাপড় পাক হইবে না।

১৫। মাসআলাঃ এমন জিনিসে যদি নাজাছাত লাগে যাহা নিংড়ান যায় না; (যথা—খাট, মাদুর, পাটি, চাটি, মাটির পাত্র, কলস, বাসন, চিনা মাটির বাসন, পেয়ালা, বোতল, জুতা ইত্যাদি) তবে তাহা পাক করিবার নিয়ম এই যে, একবার ধুইয়া এমনভাবে রাখিয়া দিবে যেন সমস্ত পানি ঝরিয়া যায়। পানি ঝরা বন্ধ হইলে আবার ধুইবে। এইরূপে তিনবার ধুইলে ঐ জিনিস পাক হইবে।

১৬। মাসআলাঃ পানির দ্বারা ধুইয়া যেরূপ পাক করা যায়, তদ্রূপ যে সব জিনিস পানির ন্যায় তরল এবং পাক তাহা দ্বারাও ধুইয়া পাক করা যায়। যেমন, গোলাপ জল, আরকে গাওজবান, খেজুরের রস, আখের রস, তালের রস, ছিরকা ইত্যাদি। কিন্তু যেসব জিনিস তৈলাক্ত তাহা দ্বারা ধুইলে পাক হইবে না, নাপাকই থাকিয়া যাইবে; যথা—দুধ, ঘি, তেল ইত্যাদি।

১৭। মাসআলাঃ এই নম্বর মাসআলা পরে পাইবেন।

১৮, ১৯। মাসআলাঃ জুতা বা চামড়ার মোজায় রক্ত, পায়খানা, গোবর, গাঢ় মনী ইত্যাদি গাঢ় নাজাছাত লাগিলে, তাহা যদি মাটিতে খুব ভালমত ঘষিয়া বা শুক্‌না হইলে নখ দিয়া খুটিয়া সম্পূর্ণ পরিষ্কার করিয়া ফেলা যায় এবং বিন্দুমাত্র নাজাছাত লাগা না থাকে, তবে তাহাতেই পাক হইয়া যাইবে, না ধুইলেও চলিবে। কিন্তু পেশাবের মত তরল নাজাছাত লাগিলে তাহা ধোয়া ব্যতীত পাক হইবে না।

২০। **মাসআলা ঃ** কাপড় এবং শরীরে গাঢ় কিংবা তরল নাজাছাত লাগিলে ধোয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পাক হইতে পারে না।

২১। **মাসআলা ঃ** কাঁচের আয়না, ছুরি, চাকু সোনারূপার জেওর, কাঁসা, পিতল, তামা, লোহা, গিলটি ইত্যাদি নির্মিত কোন থাল, বাসন, বদনা, কলস ইত্যাদি নাপাক হইলে উহা ভালমত মুছিয়া, ঘষিয়া বা মাটির দ্বারা মাজিয়া ফেলিলেই পাক হইবে; কিন্তু এই জাতীয় নক্‌শিদার জিনিস উপরোক্ত নিয়মে পানি দ্বারা ধৌত করা ব্যতীত পাক হইবে না।

২২। **মাসআলা ঃ** জমিনের উপর কোন নাজাছাত পড়িয়া যদি এমনভাবে শুকাইয়া যায় যে, নাজাছাতের কোন চিহ্নও না থাকে, তবে তাহা পাক হইয়া যাইবে, তথায় নামায পড়া দুরুস্ত হইবে; কিন্তু ঐ মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয হইবে না, যে ইট বা পাথর সুরকি চুনা দ্বারা জমিনের সঙ্গে জমাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাও ঐরূপ শুধু শুকাইলে পাক হইয়া যাইবে। উহাতে নামায পড়া দুরুস্ত হইবে, (কিন্তু তাহা দ্বারা তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না।)

২৩। **মাসআলা ঃ** যে ইটকে সুরকি, চুনা ব্যতীত শুধু বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নাজাছাত লাগিয়া শুকাইয়া গেলে তাহা পাক হইবে না, পূর্বোক্ত নিয়মে ধুইতে হইবে।

২৪। **মাসআলা ঃ** যে ঘাস জমিনের সঙ্গে লাগা আছে তাহাও জমিনেরই মত। শুধু শুকাইলে এবং নাজাছাতের চিহ্ন চলিয়া গেলে পাক হইয়া যাইবে, কিন্তু কাটা ঘাস ধোয়া ব্যতীত পাক হইবে না।

২৫। **মাসআলা ঃ** নাপাক ছুরি, চাকু বা হাড়ি-পাতিল জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলিয়া পোড়াইলেও পাক হইয়া যাইবে।

২৬। **মাসআলা ঃ** হাতে যদি কোন নাপক জিনিস লাগে এবং কেহ জিহ্বা দ্বারা তিনবার চাটিয়া লয়, তবে হাত পাক হইয়া যাইবে, কিন্তু এরূপ করা নিষেধ। শিশু মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ পান করিবার সময় বমি করিলে উক্ত স্থান নাপাক হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি শিশু বমি করিয়া আবার সেই স্থান তিনবার চাটিয়া চুষিয়া লইয়া থাকে, তবে মায়ের শরীর পাক হইবে, অবশ্য শিশুকে এইরূপ করিতে দেওয়া উচিত নহে।

২৭। **মাসআলা ঃ** মাটির কোন নূতন হাড়ি, কলস বা বদ্‌না যদি নাজাছাত চুষিয়া লইয়া থাকে, তবে তাহা শুধু ধুইলে পাক হইবে না। তাহা পাক করিবার নিয়ম এই যে, পানি ভরিয়া রাখিয়া দিবে। যখন নাজাছাতের তাছীর পানিতে আসে, তখন ঐ পানি ফেলিয়া আবার নূতন পানি ভরিয়া রাখিয়া দিবে। এইরূপ বারবার ভরিয়া রাখিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে, পানির মধ্যে নাজাছাতের (রং বা গন্ধ) কোন তাছীরই দেখা যায় না, তখন পাক হইবে।

২৮। **মাসআলা ঃ** নাপাক মাটির দ্বারা যদি হাড়ি, কলস তৈয়ার করা হয়, তবে তাহা কাঁচা থাকা পর্যন্ত নাপাক থাকিবে; আগুন দ্বারা পোড়ান হইলে পাক হইয়া যাইবে।

২৯। **মাসআলা ঃ** মধু, চিনি, মিছরির শিরা, তৈল বা ঘৃত ইত্যাদি নাপাক হইলে উহা পাক করিবার এক উপায়—যে পরিমাণ তৈল বা শিরা, সেই পরিমাণ পানি উহাতে মিশ্রিত করিয়া উত্তাপে পানিটা উড়াইয়া দিবে, যখন সমস্ত পানি উড়িয়া যাইবে, তখন আবার ঐ পরিমাণ পানি মিশ্রিত করিয়া জাল দিবে। এইরূপ তিনবার করিলে ঐ তৈল বা শিরা পাক হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় উপায়—তৈল ঘৃত ইত্যাদির সঙ্গে সমপরিমাণ পানি মিশ্রিত করিয়া তাহাতে নাড়াচাড়া দিলে তৈলটা উপরে ভাসিয়া উঠিবে, তারপর আস্তে আস্তে কোন উপায়ে উপর হইতে তৈলটা উঠাইয়া

আবার সমপরিমাণ পানি মিশ্রিত করিয়া আবার ঐরূপে তৈলটা উঠাইয়া লইবে। এইরূপ তিনবার করিলে ঐ তৈল বা ঘৃত পাক হইয়া যাইবে। যদি জমাট ঘৃত হয়, তবে পানি মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে বা আগুনের আঁচের উপর রাখিবে, ঘৃত গলিয়া উপরে ভাসিয়া উঠিলে তারপর উপরোক্তরূপে তিনবার উঠাইয়া লইলে পাক হইবে।

৩০। **মাসআলা ঃ** নাপাক রংয়ের দ্বারা কাপড় রঙ্গাইলে তাহা পাক করিবার উপায় এই যে, কাপড়খানা বার বার (অন্ততঃ তিনবার) ধুইতে থাকিবে। যতক্ষণ রঙ্গিন পানি বাহির হইতে থাকিবে ততক্ষণ ধুইতে থাকিবে। যখন রং শূন্য পানি বাহির হইবে, তখন ঐ কাপড় পাক হইয়া যাইবে—কাপড় হইতে রং যাউক বা না যাউক।

৩১। **মাসআলা ঃ** গরু, মহিষ ইত্যাদির গোবর শুকাইলে তাহা যদিও নাপাক থাকে কিন্তু তাহা পাকের কাজে ব্যবহার করা জায়েয আছে এবং পোড়াইবার সময় যে ধুঁয়া বাহির হয় তাহা নাপাক নহে। অতএব, হাতে বা কাপড়ে ধুঁয়া লাগিলে তাহা নাপাক হইবে না এবং ঐ গোবর পুড়িয়া যে ছাই হয়, তাহাও নাপাক নহে। অতএব, ঐ ছাই যদি রুটিতে (কাপড় বা শরীরে) লাগে, তবে তাহাতে কোন দোষ নাই।

৩২। **মাসআলা ঃ** বিছানার এক কোণ নাপাক এবং বাকী অংশ পাক হইলে, পাক অংশে নাযাম পড়া দুরুস্ত আছে।

৩৩। **মাসআলা ঃ** যে জমিন (ঘর বা উঠান) গোবর দ্বারা লেপা হইয়াছে, তাহা নাপাক। অতএব, উহার উপর অন্য কোন পাক বিছানা না বিছাইয়া নামায পড়া দুরুস্ত নহে।

৩৪। **মাসআলা ঃ** যে জমিন গোবর দ্বারা লেপা হইয়াছে তাহা শুকাইয়া গেলে, উহার উপর ভিজা কাপড়, বিছাইয়াও নামায পড়া দুরুস্ত আছে; যদি এরূপ ভিজা হয় যে, গোবর কাপড়ে লাগিয়া যাইতে পারে, তবে উহাতে নামায পড়া জায়েয হইবে না।

৩৫। **মাসআলা ঃ** পা ধুইয়া ভালমতে মুছিয়া যদি নাপাক জমিনের উপর দিয়া যায় এবং পায়ের চিহ্ন মাটিতে পড়ে, তবে তাহাতে পা নাপাক হইবে না; কিন্তু যদি পায়ের সঙ্গে এত পরিমাণ পানি লাগা থাকে যে, তাহার সঙ্গে ঐ নাপাক মাটি কিছু কিছু লাগিয়া যায়, তবে পা নাপাক হইয়া যাইবে। পা না ধুইয়া নামায পড়া জায়েয হইবে না।

৩৬। **মাসআলা ঃ** নাপাক বিছানায় শুইলে তাহাতে শরীর বা কাপড় নাপাক হইবে না; কিন্তু যদি শরীর হইতে এত পরিমাণ ঘাম বাহির হয়, যাহাতে শরীর এবং কাপড় ভিজিয়া বিছানার নাজাছাতের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যায়, তবে ঐ ঘাম নাপাক হইয়া যাইবে এবং ঐ ঘাম যে অঙ্গে বা কাপড়ে লাগিবে, তাহাও নাপাক হইয়া যাইবে।

৩৭। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ নাপাক মেহেন্দি হাতে বা পায়ে লাগায়, তাহা পাক করিবার উপায় এই যে, হাত পা, খুব ভালমতে (অন্ততঃ তিনবার) ধুইবে; যখন ধোয়া পানির সঙ্গে রং বাহির না হয়, তখন হাত পা পাক হইয়া যাইবে; হাতে পায়ে শুধু রংয়ের দাগ থাকিলে (কোন ক্ষতি হইবে না) উহা উঠাইয়া ফেলা ওয়াজিব নহে।

৩৮। **মাসআলা ঃ** নাপাক সুরমা চোখের ভিতর লাগাইলে তাহা ধুইয়া পাক করা ওয়াজিব নহে। অবশ্য ভিতর হইতে কিছু অংশ চোখের বাহিরে আসিলে উহা ধোয়া ওয়াজিব হইবে।

৩৯। **মাসআলা ঃ** নাপক তৈল মাথায় বা শরীরে লাগাইলে উহা তিনবার ধুইলে পাক হইয়া যাইবে। সাবান বা অন্য কিছু দ্বারা তৈল ছাড়ান ওয়াজিব নহে।

৪০। **মাসআলা ঃ** ভাত, আটা, ময়দা ইত্যাদি কোন শুক্না খাদ্য-দ্রব্য যদি কুকুর বা বানরে মুখ দিয়া ঝুটা করিয়া থাকে, তবে তাতে সমস্ত ভাত নাপাক হয় নাই, যে পরিমাণ স্থানে মুখ বা মুখের লোয়াব লাগিয়াছে, উহা নাপাক হইয়াছে। ঐ পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য ফেলিয়া দিলে অবশিষ্ট খাদ্য পাক থাকিবে এবং তাহা খাওয়া দুরুস্ত হইবে।

৪১। **মাসআলা ঃ** কুকুরের লোয়াব (লালা) এবং মাংস নাপাক; অতএব, পানিতে মুখ দিলে বা কাহারও গা চাটিলে সেই পানির পাত্র এবং শরীর সব নাপাক হইয়া যাইবে। কিন্তু জীবিত কুকুরের শরীরের উপরিভাগ শুক্না হউক কিংবা ভিজা হউক, নাপাক নহে। অতএব, কুকুরের শরীরে যদি কাহারও কাপড় লাগিয়া যায়, তবে সে কাপড় নাপাক হইবে না। কিন্তু (কুকুর প্রায়ই নাজাছাত খায় এবং নাজাছাতের মধ্যে যায় তাই) যদি কোন নাজাছাত উহার শরীরে লাগিয়া থাকে, তবে উহার শরীর নাপাক হইবে এবং তাহা কাপড়ে লাগিলে কাপড় নাপাক হইবে।

(**মাসআলা ঃ** গোবর দিয়া উঠান লেপিবার সময় বা গোবরে হাত লাগাইয়া হাত তিনবার পরিষ্কার করিয়া ধুইবার পূর্বে যদি কোন মাটির লোটা বা কলসীতে হাত দেয় তবে ঐ লোটা, কলসী এবং তাহার পানি সব নাপাক হইয়া যাইবে। পানি ফেলিয়া দিতে হইবে এবং লোটা, কলসী পাক করিবার যে নিয়ম পূর্বে লেখা হইয়াছে সেই নিয়মে পাক করিতে হইবে।)

৪২। **মাসআলা ঃ** ভিজা কাপড় পরা অবস্থায় বায়ু (মলদ্বার দিয়া) নির্গত হইলে তাহাতে কাপড় নাপাক হইবে না।

৪৩। **মাসআলা ঃ** নাপাক পানিতে ভিজা কাপড়ের সাথে পাক কাপড় জড়াইয়া রাখিলে যদি পাক কাপড়খানা এত পরিমাণ ভিজিয়া যায় যে, (তাহাতে নাজাছাতের কিছু গন্ধ বা রং আসিয়া পড়িয়াছে বা) চিপিলে দুই এক কাত্‌রা পানি বাহির হয় বা হাত ভিজিয়া যায়, তবে ঐ পাক কাপড়ও নাপাক হইয়া যাইবে। শুধু একটু একটু ভিজা ভিজা দেখাইলে তাহাতে কাপড়খানা নাপাক হইবে না। অবশ্য যদি ঐ নাপাক কাপড়খানা পেশাব ইত্যাদি কোন নাজাছাত দ্বারা ভিজা হয়, তবে পাক কাপড়খানাতে বিন্দুমাত্র দাগ কিংবা ভিজা ভিজা লাগিলেই তাহা নাপাক হইয়া যাইবে।

৪৪। **মাসআলা ঃ** যদি কোন একখানা কাঠের এক পিঠ পাক এবং অপর পিঠ নাপাক হয় এবং তাহা এতটুকু পুরু হয় যে, চিরিয়া দুইখানা তক্তা করা যায় তবে উহার পাক পিঠে নামায পড়া দুরুস্ত হইবে। যদি ঐ পরিমাণ পুরু না হয়, তবে পাক পিঠেও নামায পড়া দুরুস্ত হইবে না।

৪৫। **মাসআলা ঃ** দুই পাল্লা বিশিষ্ট কাপড়ের এক পাল্লা যদি নাপাক এবং অন্য পাল্লা পাক হয় এবং উভয় পাল্লা একত্রে সেলাই করা হয়, তবে পাক পাল্লার উপর নামায পড়া জায়েয হইবে না, কিন্তু সেলাই করা না হইলে নাপাক পাল্লা নীচে রাখিয়া পাক পাল্লার উপর নামায পড়া দুরুস্ত হইবে।

এস্তেঞ্জার মাসায়েল

(এস্তেঞ্জা অর্থ—পবিত্রতা হাছিল করা। এস্তেঞ্জা দুই প্রকার—পেশাবের পর যে পবিত্রতা হাছিল করা হয়, তাহাকে 'ছোট এস্তেঞ্জা' এবং পায়খানা ফিরিয়া যে পবিত্রতা হাছিল করা হয়, তাহাকে 'বড় এস্তেঞ্জা' বলা হয়।)

১। মাসআলা ঃ ঘুম হইতে উঠিয়া উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত না ধুইয়া পাক হউক কি নাপাক হউক পাত্রের পানিতে হাত দিবে না। পানি যদি লোটা, বদনা ইত্যাদি ছোট পাত্রে থাকে, তবে বাম হাত দ্বারা ঐ পাত্রকে কাত্ করিয়া পানি ঢালিয়া আগে ডান হাত তিনবার ধুইবে। তারপর লোটা ডান হাতে লইয়া কাত্ করিয়া পানি ঢালিয়া বাম হাত তিনবার ধুইবে। পানি যদি মট্‌কা ইত্যাদি এমন বড় পাত্রে থাকে যাহা কাত্ করা যায় না, তবে কোন ছোট পাক পাত্রের দ্বারা পানি উঠাইয়া উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে উভয় হাত ধৌত করিবে; কিন্তু মট্‌কা হইতে পানি উঠাইবার সময় লক্ষ্য রাখিবে যেন আঙ্গুল পানিতে না ভিজে। যদি তথায় কোন ছোট পাত্র পাওয়া না যায় এবং এক্বীন থাকে যে, হাত পাক আছে—রাত্রে নাপাক হয় নাই, তবে বাম হাতের আঙ্গুলগুলি খুব চিপিয়া চুল্লু বানাইবে এবং যথাসম্ভব কম অংশ পানিতে ডুবাইয়া, কিছু কিছু পানি উঠাইয়া ডান হাত তিনবার ধুইবে, তারপর ডান হাত পাক হইয়া গেলে উহা যত ইচ্ছা পানিতে ডুবাইয়া পানি উঠাইয়া বাম হাত ধুইবে। আর যদি হাত নাপাক হয়, তবে কিছুতেই মট্‌কার পানিতে হাত বা অঙ্গুল প্রবেশ করাইবে না। অন্য কোন উপায়ে পানি উঠাইয়া, আগে হাত পাক করিবে, তারপর পাক হাতের দ্বারা পানি উঠাইয়া অন্য যে কাজ হয় করিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি পাক রুমাল, গামছা বা কাপড় কাছে থাকে, তবে উহার শুক্‌না অংশ ধরিয়া অন্য অংশ পানির মধ্যে ভিজাইয়া মট্‌কার বাহিরে আনিবে এবং উহা হইতে পানির যে ধারা বাহির হইবে তদ্দ্বারা ডান হাত তিনবার ধুইবে; কিন্তু কোনক্রমেই ভিজা অংশে যেন ডান হাত বা বাম হাত স্পর্শ না করে, এইরূপে ডান হাত পাক করিয়া পরে তদ্দ্বারা পানি উঠাইয়া বাম হাত তিনবার ধুইবে। কিন্তু এইরূপে ডান ও বাম হাত ধুইবার সময় দুই হাত যেন একত্রিত না হয়।

২। মাসআলা ঃ পেশাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়া যে নাজাছাত বাহির হয়, তাহা হইতে পাক হওয়া সুন্নত। অর্থাৎ, পায়খানা করিলে যদি মলদ্বার অতিক্রম করিয়া ছড়াইয়া না থাকে, তবে শুধু ঢিলার দ্বারা এস্তেঞ্জা করা সুন্নত। এমতাবস্থায় শুধু পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা যায়। ঢিলার দ্বারা কুলূখ লইয়া তারপর পানির দ্বারা ধোয়া মোস্তাহাব।

৩। মাসআলা ঃ মল যদি মলদ্বারের এদিক ওদিক না লাগে এবং এ কারণে যদি পানি দ্বারা ধৌত না করে বরং পাক পাথর অথবা ঢিলার দ্বারা এস্তেঞ্জা করিয়া লয়, যাহাতে ময়লা দূর হইয়া যায় এবং শরীর পরিষ্কার হইয়া যায়, তবে ইহাও জায়েয আছে; কিন্তু ইহা পরিচ্ছন্নতার খেলাফ। অবশ্য যদি পানি না থাকে কিংবা কম থাকে, তবে তাহা মজবুরী অবস্থা।

(মাসআলা ঃ পেশাবের হুকুমও পায়খানারই মত, অর্থাৎ পেশাব যদি পেশাবের রাস্তা হইতে অতিক্রম না করিয়া থাকে তবে পানির দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব নহে, আর যদি অতিক্রম করে এবং তাহা এক দের্‌হাম হইতে বেশী না হয়, তবে পানির দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব এবং এক দের্‌হাম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী অতিক্রম করিয়া থাকিলে, পানির দ্বারা ধৌত করা ফরয এবং ঢিলার দ্বারা কুলূখ লওয়া প্রত্যেক অবস্থায়ই সুন্নত। তবে এতটুকু ব্যবধান যে, স্ত্রীলোকে পেশাবের পর কুলূখ লওয়ার আবশ্যক নাই, পেশাব করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পানির দ্বারা ধৌত করাই যথেষ্ট। কিন্তু পুরুষের জন্য যতক্ষণ না পেশাবের কাত্‌রা বন্ধ হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঢিলা ইত্যাদির দ্বারা কুলূখ লইয়া মনের সম্পূর্ণ এত্‌মিনান হাছিল করা ওয়াজিব। এইরূপ না করা অর্থাৎ, পেশাব হইতে উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ না করা গোনাহে কবীরা এবং ইহার জন্য কবর-আযাব হয়। পেশারের কাত্‌রা বন্ধ হওয়ার পূর্বে ওযূ করিলে ওযূও হইবে না এবং নামাযও হইবে না।)

৪। **মাসআলা**ঃ পায়খানার ঢিলা ব্যবহার করিবার বিশেষ কোন নিয়ম নির্ধারিত নাই। অবশ্য এতটুকু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পায়খানা এদিক-ওদিক না ছড়ায় বা হাতে না লাগে এবং মলদ্বার উত্তমরূপে পরিষ্কার হইয়া যায়। তবে তিনটি বা পাঁচটি অর্থাৎ, বে-জোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা সুন্নত এবং স্ত্রীলোকদের জন্য ঢিলা সম্মুখ হইতে পিছন দিকে লইয়া যাওয়া উত্তম। পুরুষের জন্য প্রথমটি সম্মুখ হইতে পিছন দিকে লইয়া যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি পিছন হইতে সম্মুখ দিকে আনয়ন করা উত্তম। প্রস্রাবের ঢিলা ব্যবহার করিবারও বিশেষ কোন নিয়ম নির্ধারিত নাই, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত মন নিঃসন্দেহ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঢিলা লইয়া হাঁটা-হাঁটি করা উত্তম। (কিন্তু হাঁটা-হাঁটি করিবার সময় বা পেশাব বা পেশাব করিতে বসিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে, যেন নির্লজ্জতা প্রকাশ না পায় অর্থাৎ, হাঁটু যেন খুলিয়া না যায় বা প্রকাশ্য স্থানে লোক সম্মুখে নির্লজ্জভাবে যেন হাঁটা-হাঁটি না করা হয় এবং পেশাবের ছিটা কাপড়ে বা শরীরে যেন না লাগে।)

৫। **মাসআলা**ঃ ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করার পর পানির দ্বারা শৌচ করা সুন্নত।

৬। **মাসআলা**ঃ অতঃপর নির্জনে গিয়া শরীর ঢিলা করিয়া বসিবে। পানির দ্বারা শৌচ করিবার পূর্বে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুইয়া লইবে। পানির দ্বারা কয়বার ধুইতে হইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারিত নাই। তবে এই পরিমাণ ধুইবে, যেন অঙ্গ সম্পূর্ণ পাক হইয়া গিয়াছে মন সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য কোন কোন লোকের মনের সন্দেহ বিশবার ধুইলেও দূর হয় না, আবার কোন কোন লোকের পাক-নাপাকের খেয়ালই থাকে না, তাহাদের জন্য কমপক্ষে তিনবার এবং ঊর্ধ্ব সংখ্যায় সাতবার নির্ধারিত, ইহার বেশী করিবে না।

৭। **মাসআলা**ঃ পানির দ্বারা এস্তেঞ্জা করিবার জন্য স্ত্রীলোক বা পুরুষ কাহারও সামনে সতর খোলা জায়েয নহে। অতএব, নির্জন বা আড়াল জায়গা পাওয়া না গেলে পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা না করিয়া (শুধু ঢিলা দ্বারা উত্তমরূপে এস্তেঞ্জা করিয়া ওযূ করিয়া নামায পড়িবে,) তবুও সতর খুলিবে না। কেননা, সতর খোলা বড় গোনাহ্।

৮। **মাসআলা**ঃ হাড়, নাপাক জিনিস গোবর, লেদী, কয়লা, চাড়া (ঠিকরা), কাঁচ, পাকা ইট, খাদ্যদ্রব্য, কাগজ ইত্যাদি দ্বারা এবং ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা করা অন্যায় এবং নিষেধ। অবশ্য যদি কেহ করিয়া ফেলে তবে শরীর পাক হইয়া যাইবে।

৯। **মাসআলা**ঃ দাঁড়াইয়া পেশাব করা নিষেধ।

১০। **মাসআলা**ঃ পেশাব বা পায়খানা করিবার সময় ক্বেব্‌লার দিকে (পশ্চিম দিকে) মুখ বা পিঠ করিয়া বসা নিষেধ।

১১। **মাসআলা**ঃ ছোট শিশুকেও এইরূপে পেশাব-পায়খানা করান মকরূহ্।

১২। **মাসআলা**ঃ এস্তেঞ্জার পর লোটার অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করা জায়েয আছে। এইরূপে ওযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারাও এস্তেঞ্জা করা জায়েয আছে, তবে না করা ভাল।

১৩। **মাসআলা**ঃ (ক) পেশাব-পায়খানার পূর্বে (পেশাবখানা বা পায়খানার ভিতর ঢুকিবার পূর্বে) এই দো'আ পড়িবেঃ ○ بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

অর্থ—আয় আল্লাহ্! আমাকে শয়তান হইতে এবং মন্দ খেয়াল ও মন্দ কাজ হইতে বাঁচাও। (খ) খোলা মাথায় পায়খানায় যাইবে না। (গ) আংটি বা অন্য কিছুতে যদি খোদা বা রসূলের নাম অঙ্কিত বা লিখিত থাকে, তাহা খুলিয়া রাখিবে। (ঘ) পায়খানায় যাইবার সময় প্রথমে বাম পা ভিতরে রাখিবে। (ঙ) পায়খানার ভিতর গিয়া মুখে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিবে না। যদি

হাঁচি আসে, মনে মনে আলহাম্‌দুলিল্লাহ্ বলিবে, মুখে বলিবে না। (চ) পায়খানার ভিতরে গিয়া কথাবার্তা বলিবে না। (ছ) পায়খানা হইতে বাহির হইবার সময় প্রথমে ডান পা বাহির করিবে। (জ) দরজার বাহিরে আসিয়া এই দো'আ পড়িবেঃ

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ ○

অর্থ—আয় আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোক্‌র করি, যিনি আমার ভিতর হইতে কষ্টদায়ক অপবিত্র জিনিস বাহির করিয়া দিয়া আমাকে সুখ ও শান্তি দান করিয়াছেন। (ঝ) পানির দ্বারা এস্তেঞ্জা করিবার পর বাম হাত ভাল করিয়া মাটিতে ঘষিয়া ধুইবে। (ঞ) ঢিলার এস্তেঞ্জাও বাম হাত দ্বারা করিবে, পানির এস্তেঞ্জাও বাম হাত দ্বারা করিবে, পানির এস্তেঞ্জায় কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা এই তিন অঙ্গুলির বেশী লাগাইবে না এবং আঙ্গুলের মাথাও লাগাইবে না।

নামায

আল্লাহ্‌র নিকট নামায অতি মর্তবার এবাদত। আল্লাহ্‌র নিকট নামায অপেক্ষা অধিক প্রিয় এবাদত আর নাই। আল্লাহ্ পাক স্বীয় বন্দাগণের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। যাহারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায রীতিমত পড়িবে, তাহারা (বেহেশ্‌তের মধ্যে অতি বড় পুরস্কার এবং) অনেক বেশী ছওয়াব পাইবে (আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয় হইবে)। যাহারা নামায পড়ে না তাহারা মহাপাপী।

হাদীস শরীফে আছেঃ 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করিয়া ভয় ও ভক্তি সহকারে মনোযোগের সহিত রীতিমত নামায আদায় করিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ছগীরা গোনাহ্‌সমূহ মা'ফ করিয়া দিবেন এবং বেহেশ্‌তে স্থান দিবেন।'

অন্য হাদীসে আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'নামায দ্বীনের (ইসলাম ধর্মের) খুঁটি স্বরূপ। যে উত্তমরূপে নামায কায়েম রাখিল, সে দ্বীনকে (দ্বীনের এমারতটি) কায়েম রাখিল এবং যে খুঁটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, (অর্থাৎ, নামায পড়িল না) সে দ্বীনকে (দ্বীনের এমারতটি) বরবাদ করিয়া ফেলিল।'

অন্য হাদীসে আছে, 'কিয়ামতে সর্বাগ্রে নামাযেরই হিসাব লওয়া হইবে। নামাযীর হাত, পা এবং মুখ কিয়ামতে সূর্যের মত উজ্জ্বল হইবে; বেনামাযীর ভাগ্যে তাহা জুটিবে না।'

অন্য হাদীসে আছে, কিয়ামতের মাঠে নামাযীরা নবী, শহীদ এবং ওলীগণের সঙ্গে থাকিবে এবং বেনামাযীরা ফেরআউন, হামান এবং কারূণ প্রভৃতি বড় বড় কাফিরদের সঙ্গে থাকিবে।

(নামায আল্লাহ্‌র ফরয) অতএব, প্রত্যেকেরই নামায পড়া একান্ত আবশ্যক। নামায না পড়িলে আখেরাতের অর্থাৎ, পরজীবনের ক্ষতি তো আছেই, ইহজীবনেরও ক্ষতি আছে। অধিকন্তু যাহারা নামায না পড়িবে, কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে কাফিরদের সমতুল্য গণ্য করা হইবে। আল্লাহ্ বাঁচাউক। নামায না পড়া কত বড় অন্যায়। (অতএব, হে ভাই-ভগ্নিগণ! আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া অত্যন্ত যত্নসহকারে নামায পড়ি এবং আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র গযব ও দোযখের আযাব হইতে বাঁচিয়া বেহেশ্‌তের অফুরন্ত নেয়ামতভোগী হইয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হই।)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায সকলের উপর ফরয। পাগল এবং নাবালেগের উপর ফরয নহে। ছেলে-মেয়ে সাত বৎসর বয়স্ক হইলে তাহাদের দ্বারা নামায পড়ান পিতামাতার উপর ওয়াজিব। দশ বৎসর বয়সে যদি ছেলে-মেয়ে নামায না পড়ে, তবে তাহাদিগকে মারিয়া পিটিয়া নামায পড়াইতে হইবে; ইহা হাদীসের হুকুম।

নামায কাহারও জন্য মা'ফ নাই। কোন অবস্থায়ই নামায তরক করা জায়েয নহে। রুগ্ন, অন্ধ, খোঁড়া, আতুর, বোবা, বধির যে যে অবস্থায় আছে, তাহার সেই অবস্থাতেই নামায পড়িতে হইবে। অবশ্য যদি কেহ ভুলিয়া যায় বা ঘুমাইয়া পড়ে, ওয়াক্তের মধ্যে স্মরণ না আসে বা ঘুম না ভাঙ্গে, তবে তাহার গোনাহ্ হইবে না বটে; কিন্তু স্মরণ হওয়া এবং ঘুম ভাঙ্গা মাত্রই ক্বাযা পড়িয়া লওয়া ফরয (এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইতে হইবে।) অবশ্য তখন মকরূহ ওয়াক্ত হইলে, (যেমন সূর্যের উদয় বা অস্তের সময় যদি স্মরণ আসে বা ঘুম ভাঙ্গে,) তবে একটু দেরী করিয়া পড়িবে, যেন মকরূহ্ ওয়াক্ত চলিয়া যায়। এইরূপে বেহুশীর অবস্থায় যদি নামায ছুটিয়া যায়, তবে তজ্জন্য গোনাহ্ হইবে না। অবশ্য হুশ আসা মাত্রই তাহার ক্বাযা পড়িতে হইবে।

নামাযের ওয়াক্ত

(দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। অতএব, সেই ওয়াক্তগুলি চিনিয়া লওয়া আবশ্যক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নাম। ১। ফজর, ২। যোহর, ৩। আছর, ৪। মাগরিব, ৫। এশা। ফজরে দুই রাকা'আত, যোহরে চারি রাকা'আত, আছরে চারি রাকা'আত, মাগরিবে তিন রাকা'আত এবং এশায় চারি রাকা'আত; মোট এই ১৭ রাকা'আত নামায দৈনিক ফরয।)

ছোব্‌হে ছাদেক ঃ

১। **মাসআলা ঃ** যখন রাত্র শেষ হইয়া আসে তখন পূর্বাকাশে দৈর্ঘ্যে অর্থাৎ, উপর-নীচে একটি লম্বমান সাদা রেখা দেখা যায়। এই রেখা প্রকাশের সময়কে 'ছোব্‌হে কাযেব' বলে। ঐ সময় ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হয় না। কিছুক্ষণ পরে ঐ সাদা রেখা বিলীন হইয়া আবার অন্ধকার দেখা যায়। ইহার অল্পক্ষণ পর আকাশের প্রস্থে অর্থাৎ, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তারিত সাদা রং দেখা দেয়। এই সাদা রং প্রকাশের সময় হইতে 'ছোবহে ছাদেক' আরম্ভ হয়। ছোব্‌হে ছাদেক হইলে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত থাকিবে। যখন পূর্বাকাশে সূর্যের সামান্য কিনারা দেখাদেয়, তখন ফজরের ওয়াক্ত শেষ হইয়া যায়। কিন্তু (মেয়ে লোকের জন্য) আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া ভাল।

(সবচেয়ে ছোট রাত্রে সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট এবং সবচেয়ে বড় রাত্রে ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পূর্বে ছোব্‌হে ছাদেক হয়। ইহা শরীঅতের কথা নহে, ব্যক্তিগত হিসাব।)

২। **মাসআলা ঃ** ঠিক দ্বিপ্রহরের পর যখন সূর্য কিঞ্চিৎমাত্র ঢলিয়া পড়ে তখন যোহরের ওয়াক্ত হয় এবং প্রত্যেক জিনিসের ছায়া উহার দ্বিগুণ না হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে। কিন্তু ছায়া সমপরিমাণ হইবার পূর্বে নামায পড়িয়া লওয়া মেস্তাহাব। সকল বস্তুর ছায়াই সকাল বেলায় পশ্চিম দিকে থাকে এবং অনেক বড় থাকে। ক্রমান্বয়ে ছায়া ছোট হইতে থাকে। এমনকি, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সবচেয়ে ছোট হইয়া কিছুক্ষণ পরে আবার পূর্বদিকে বাড়িতে আরম্ভ করে। যখন ছায়া সবচেয়ে ছোট হয়, তখন ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়। এই সময় সবচেয়ে ছোট যে ছায়াটুকু থাকে তাহাকে 'ছায়া আছলী' বলে। ছায়া আছ্‌লী যখন বাড়িতে আরম্ভ করে, তখন যোহরের

ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। ছায়া আছ্লী বাদে ছায়া যখন ঐ বস্তুর সমপরিমাণ হয় তখন পর্যন্ত যোহরের নামায পড়া মোস্তাহাব। ছায়া আছ্লী বাদে ছায়া দ্বিগুণ হইবার পূর্ব পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে। যখন দ্বিগুণ হইয়া যায়, তখন আর যোহরের ওয়াক্ত থাকে না, আছরের ওয়াক্ত আসিয়া যায়। ছায়া আছ্লী বাদে ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আছরের ওয়াক্ত। কিন্তু সূর্যের রং হলদে হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোস্তাহাব ওয়াক্ত; তাহার পর মকরূহ্ ওয়াক্ত। মকরূহ্ ওয়াক্তে অর্থাৎ, যখন সূর্যের রং পরিবর্তন হইয়া যায়, তখন নামায পড়া মকরূহ। অবশ্য যদি কোন কারণবশতঃ ঐ দিনের আছরের নামায পড়া না হইয়া থাকে, তবে ঐ সময়ই পড়িয়া লইবে, নামায ক্বাযা হইতে দিবে না। কিন্তু আগামীর জন্য সতর্ক হইবে, যাহাতে পুনঃ ঐরূপ দেরী না হয়। অবশ্য এই সময়ে ঐ দিনের আছর ব্যতীত ক্বাযা, নফল বা অন্য কোন নামায পড়িলে তাহা জায়েয হইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া মাত্রই মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত হয় এবং যতক্ষণ পশ্চিম আকাশে লালবর্ণ দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে; কিন্তু মাগরিবের নামায দেরী করিয়া পড়া মকরূহ্। সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই নামায পড়িয়া লওয়া উচিত। পশ্চিম আকাশে ঘন্টাখানেক লালবর্ণ থাকে; (পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সূর্যাস্তের পর ১ ঘন্টা ১২ মিনিট পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে।) তারপর লালবর্ণ চলিয়া গিয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত সাদাবর্ণ দেখা যায়। লালবর্ণ চলিয়া গেলেই ফৎওয়া হিসাবে এশার ওয়াক্ত হইয়া যায় বটে; কিন্তু আমাদের ইমাম আ'যম ছাহেব বলেন যে, সাদাবর্ণ থাকা পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত হয় না। কাজেই সাদাবর্ণ দূর হইয়া কালবর্ণ দেখা না দেওয়া পর্যন্ত এশার নামায পড়া উচিত নহে। ঐ লালবর্ণ দূর হওয়ার পর হইতে ছোব্‌হে ছাদেক না হওয়া পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত। কিন্তু রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মোস্তাহাব ওয়াক্ত। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মোবাহ্ ওয়াক্ত এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে ছোব্‌হে ছাদেক পর্যন্ত এশার জন্য মকরূহ্ ওয়াক্ত; কাজেই রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অতীত না হইতেই এশার নামায পড়িয়া লওয়া উচিত। কোন কারণ থাকিলে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত দেরী করার এজাযত আছে, তবে বিনা ওযরে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে এশার নামায পড়া মকরূহ্। (বেৎর নামাযের ওয়াক্ত এশার পর হইতেই শুরু হয় এবং ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরও বেৎর নামাযের ওয়াক্ত মকরূহ্ হয় না।)

৪। **মাসআলা ঃ** গ্রীষ্মকালে (ছায়া সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত) দেরী করিয়া যোহরের নামায পড়া উত্তম। শীতকালে যোহরের নামায আউয়াল ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব।

৫। **মাসআলা ঃ** শীত, গ্রীষ্ম উভয় কালেই আছরের নামায ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পরই পড়া ভাল ঃ কিন্তু যেহেতু আছরের পর অন্য কোন নফল নামায পড়া জায়েয নহে, কাজেই সামান্য দেরী করিয়াই পড়া উচিত, যাহাতে কিছু নফল পড়া যাইতে পারে। কিন্তু সূর্যের রং হলদে হওয়ার পূর্বেই এবং রৌদ্রের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে আছরের নামায পড়িবে। (রং পরিবর্তন হইয়া গেলে ওয়াক্ত মকরূহ্ হইবে।) মাগরিবের নামায সূর্য সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাওয়া মাত্রই পড়া মোস্তাহাব।

৬। **মাসআলা ঃ** যাহার তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস আছে, যদি শেষ রাত্রে উঠার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তবে তাহার বেৎর নামায শেষ রাত্রে পড়াই উত্তম। যদি শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গার বিশ্বাস না থাকে, তবে এশার পর ঘুমাইবার পূর্বে বেৎর পড়িয়া লওয়া উচিত।

৭। **মাসআলা ঃ** মেঘের দিনে সঠিক সময় জানিতে না পারিলে ফজর, যোহর এবং মাগরিবের নামায একটু দেরী করিয়া পড়া ভাল (যেন ওয়াক্ত হইবার পূর্বে পড়ার সন্দেহ না হয়।) এবং আছর কিছু জল্‌দি পড়া ভাল (যাহাতে মকরূহ্ ওয়াক্তে পড়ার সন্দেহ না হয়)।

৮। **মাসআলা ঃ** সূর্য উদয়, সূর্য অস্ত এবং ঠিক দ্বিপ্রহর এই তিন সময়ে কোন নামাযই দুরুস্ত নহে, তাহা নফল হউক, কাযা হউক, তেলাওয়াতের সজ্‌দা বা জানাযার নামায হউক। কিন্তু সেই দিনের আছরের নামায না পড়িয়া থাকিলে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়েও পড়িয়া লইবে। অনুরূপ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় জানাযা হাযির হইলে, কিংবা আয়াতে সজ্‌দা তেলাওয়াত করিলে জানাযার নামায এবং তেলাওয়াতের সজ্‌দা আদায় করিয়া দিবে। —মারাকী

(**মাসআলা ঃ** যে কয়টি সময়ে নামায পড়া মকরূহ্ বলা হইয়াছে, সে সব সময়ে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, দুরূদ, এস্তেগ্‌ফার পড়া বা যিক্‌র করা মকরূহ নহে।)

৯। **মাসআলা ঃ** ফজরের নামায পড়ার পর হইতে সূর্য উদয় পর্যন্ত নফল পড়া দুরুস্ত নাই ; কিন্তু কাযা নামায, তেলাওয়াতের সজ্‌দা বা জানাযার নামায দুরুস্ত আছে এবং উদয়স্থান হইতে সূর্য এক নেযা পরিমাণ (আমাদের দৃষ্টিতে ৩/৪ হাত) উপরে না উঠা পর্যন্ত নফল, কাযা ইত্যাদি কোন নামাযই দুরুস্ত নহে।

এইরূপে আছরের নামায পড়ার পর নফল নামায পড়া দুরুস্ত নহে ; কিন্তু কাযা, তেলাওয়াতে সজ্‌দা বা জানাযার নামায পড়া দুরুস্ত আছে। যখন সূর্যের রং পরিবর্তন হইয়া যায়, তখন হইতে অস্ত পর্যন্ত নফল, কাযা ইত্যাদি কোন নামায পড়া দুরুস্ত নহে।

(এক নেযার আলামত—প্রথম উদয়কালে সূর্যের দিকে তাকাইলে চক্ষু ঝল্‌সাইবে না। তারপর যখনই চক্ষু ঝল্‌সাইতে থাকিবে তখনই নামায পড়া জায়েয হইবে, এই সময়কেই এক নেযা পরিমাণ বলে। (ঘড়ির হিসাবে ২৩ মিনিট কাল মকরূহ সময়।)

১০। **মাসআলা ঃ** কোন কারণবশতঃ ফজরের ফরযের পূর্বে সুন্নত পড়িতে না পারিলে, যেমন—সময় অভাবে ফরয ফউত হইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি শুধু ফরয পড়িল আর সময় রহিল না, তাহা হইলে সূর্যোদয়ের পর সূর্য এক নেযা উপরে উঠিলে সুন্নত পড়িবে, তাহার পূর্বে পড়িবে না। (কিন্তু সাধারণ লোক যাহারা কাজ-কর্মে লিপ্ত হইয়া যায়, পরে আর পড়িবার সময় পায় না, তাহারা যদি ফরযের পরে পড়ে, তাহাদিগকে নিষেধ করা উচিত নহে।)

১১। **মাসআলা ঃ** ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পর কোন নফল নামায পড়া দুরুস্ত নহে। শুধু ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নত এবং দুই রাকা'আত ফরয ব্যতীত অন্য কোন নফল নামায পড়া মকরূহ্। অবশ্য কাযা নামায ও তেলাওয়াতের সজ্‌দা জায়েয আছে।

১২। **মাসআলা ঃ** ফজরের নামাযের মধ্যেই যদি সূর্য উদয় হয়, তবে ঐ নামায হয় না। সূর্য এক নেযা উপরে উঠার পর পুনঃ কাযা পড়িতে হইবে। কিন্তু আছরের নামাযের মধ্যে যদি সূর্য অস্ত যায়, তবে নামায হইয়া যাইবে, কাযা পড়িতে হইবে না।

১৩। **মাসআলা ঃ** এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া (এবং পরে দুনিয়ার কথাবার্তা) মকরূহ্। তাই নামায পড়িয়াই শোওয়া উচিত। একান্ত ওযরবশতঃ এশার পূর্বে ঘুমাইতে হইলে নামাযের জমা'আতের সময় উঠাইয়া দিবার জন্য কাহাকেও বলিয়া রাখিবে। যদি সে ওয়াদা করে, তবে নিদ্রা যাওয়া দুরুস্ত আছে। (নাবালেগ ছেলে-মেয়েরা নামায রোযা করিলে তাহারা তাহার ছওয়াব পাইবে এবং যে মুরব্বিগণ শিক্ষা দিবেন ও তাম্বীহ্ করিবেন তাঁহারাও ছওয়াব পাইবেন।)